উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ মাঘ ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা 4 February 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুল, শিলিগুড়ি প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে বেরিয়ে, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গির মিশেলে শিশুদের জন্য এক খোলামেলাভাবে শেখার পরিবেশ তৈরি করে। এখানকার অত্যাধুনিক পরিকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা পাড়ি দেয় ক্লাসরুম-এর গন্ডি ছাড়িয়ে।

✓ পূর্ব ভারতের একমাত্র আবাসিক গার্লস স্কুল | ✓ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে শিক্ষা প্রদান | ✓ শুধুমাত্র মহিলা শিক্ষাকর্মী
✓ ১.২ লাখ স্কোয়ারফিট-ব্যাপী আন্তর্জাতিক স্কুল | ✓ সি বি এস ই বোর্ড শিক্ষাক্রম

www.technoindiagroupworldschool.com | 97330 18000

সরকারি কোম্পানিগুলির শেয়ার কেনার হিড়িক ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

আবার সর্বকালীন উচ্চতায় নিফটি

কেন্দ্রীয় বাজেটগুলির আগে এবং পরে ভারতীয় শেয়ার বাজারে একটি দোদুল্যমানতা থাকে। অন্তর্বর্তী বাজেটের পরের দিনই নিফটি তার নতুন সর্বকালীন উচ্চতা ২২,১২৬.৮ পয়েন্টে পৌঁছোলেও শুক্রবার দুপুরের দিক থেকে ট্রেডাররা শেয়ার বিক্রি করে লাভ ঘরে তুলতে থাকেন। ফলে সর্বকালীন উচ্চতা থেকে ২৭৩ পয়েন্ট নীচে নেমে যায় নিফটি এবং শেষে ২১,৮৫৩.৮০ পয়েন্টে এসে দাঁড়ায়। আগের দিনের তুলনায় ১৫৬.৩৫ পয়েন্ট ওপরে। সেনসেক্স অবশ্য তার সর্বকালীন উচ্চতা ১৩০০ পয়েন্টের কিছুটা কমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিনের শেষে সেনসেক্স থিতু হয় ৭২,০৮৬.৬৩ পয়েন্টে। যদিও এই বছর এখনও পর্যন্ত নিফটি ০.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেনসেক্স হ্রাস পেয়েছে ০.২১ শতাংশ।

বিগত সপ্তাহে যে কোম্পানিগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, পেটিএম, টাটা মোটরস, ইন্ডিগো, অ্যাবট ইন্ডিয়া প্রভৃতি। অন্তর্বর্তী বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার যে সেক্টরগুলির ওপর বিশেষ নজর দিতে চাইছে তার মধ্যে প্রথমেই নাম আসে গ্রিন এনার্জি। এছাড়া অ্যাকোয়া কালচার, রিয়েল এস্টেট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রভৃতিও গুরুত্ব পাবে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় প্রত্যেকটি বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসানো, গ্রাম ও শহরের মধ্যে পাকা রাস্তা নির্মাণ, লজিস্টিক্স এবং ট্রান্সপোর্ট সবগুলিই গুরুত্ব পাবে।

গ্রিন এনার্জি নিয়ে যে কোম্পানিগুলি দিনরাত কাজ করে চলেছে, তার মধ্যে রয়েছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, আদানি গ্রুপ, টাটা পাওয়ার, জেএসডব্লিউ এনার্জি এবং আরও কয়েকটি ছোট কোম্পানি যেমন উয়াড়ি রিনিউয়েবলস, বোরোসিল রিনিউয়েবলস, কেপি গ্রিন এনার্জি, জোডিয়াক এনার্জি প্রভৃতি। সোলার এনার্জি সেক্টরেও এই একই কোম্পানিগুলি কাজ করছে। সোলার এনার্জিতে কয়েকটি ছোট কোম্পানির মধ্যে রয়েছে মোজার বিয়ার, জেনসল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনসোলেশন এনার্জি প্রভৃতি। গ্রামীণ পরিকাঠামোগত উন্নতিতে যে কোম্পানিগুলি কাজ করছে, তার মধ্যে রয়েছে জিন্দাল স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার, মার্গ লিমিটেড, আরইসি, আইআরবি ইনফ্রা, পিএনসি ইনফ্রাটেক, প্রকাশ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি।

গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নতি হলে বিশেষভাবে লাভবান হতে পারে কনজিউমার ফেসিং কোম্পানিগুলি। যেমন হিরো মোটোকর্প, ডাবর, হ্যাতসুল অ্যাগ্রো, আইটিসি, র‍্যালিস ইন্ডিয়া। এছাড়া সামুদ্রিক খাদ্য এবং অ্যাকোয়া কালচারের ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যে কোম্পানিগুলি এই সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে রয়েছে অবন্তি ফিডস, কিংস ইনফ্রা, অ্যাপেক্স ফ্রোজেন ফুডস, কোস্টাল কর্পোরেশন প্রভৃতি। গ্রিন এনার্জি কোম্পানিগুলির মধ্যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ তার সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছেছে। কেবলমাত্র ২০২৪-এ রিলায়েন্স ১২.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রিলায়েন্স অয়েল টু কেমিক্যালস, টেলিকম, রিটেল ভার্টিকালগুলির পাশাপাশি তাদের নিউ এনার্জি ভার্টিকালসও ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এছাড়া মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট, হেলথকেয়ার এই ব্যবসাগুলি বিশেষ নজরে রয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অন্যতম আকর্ষণ তার টেলিকম এবং রিটেল ব্যবসা। এই দুটি সামনের বছরগুলিতে ডিমার্জার হওয়ার সম্ভাবনা।

অন্যদিকে আদানি গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি আদানি এন্টারপ্রাইজে লাভ আসে মূলত তিনটি ব্যবসা থেকে। এয়ারপোর্ট, রোডস এবং নিউ এনার্জি ইকো সিস্টেম। এই কোম্পানি ডিসেম্বর কোয়ার্টারে কনসলিডেটেড লাভ দেখিয়েছে ১৯৭৩ কোটি টাকা যা ২০২২-এর ডিসেম্বর কোয়ার্টারের ৭৪০ কোটি টাকা লাভের তুলনায় ২.৫২ গুণ বেশি। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছোঁয়, তার মধ্যে রয়েছে অ্যাবট ইন্ডিয়া, আদানি পোর্টস, অ্যাডভান্স এনজাইমস, আমারা রাজা, আনন্দ রাঠি, অ্যাপটাস ভ্যালু, বাজাজ অটো, বিড়লা কর্প, কেয়ার রেটিংস, ডেলিভারি, এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ, জিই পাওয়ার, এইচডিএফসি এএমসি, আইসিআইসিআই লম্বার্ড, ইনফোসিস, জিন্দাল স্টিল, কেফিন টেকনলজি, কেপিআই গ্রিন, নারায়ণা হৃদয়ালয়, শক্তি পাম্পস ইত্যাদি।

> **আদানি গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি আদানি এন্টারপ্রাইজে লাভ আসে মূলত তিনটি ব্যবসা থেকে। এয়ারপোর্ট, রোডস এবং নিউ এনার্জি ইকো সিস্টেম। এই কোম্পানি ডিসেম্বর কোয়ার্টারে কনসলিডেটেড লাভ দেখিয়েছে ১৯৭৩ কোটি টাকা যা ২০২২-এর ডিসেম্বর কোয়ার্টারের ৭৪০ কোটি টাকা লাভের তুলনায় ২.৫২ গুণ বেশি।**

গত কয়েক মাস ধরেই নিরন্তর র‍্যালি চলছে পিএসইউ বা সরকারি কোম্পানিগুলিতে। বিনিয়োগকারীদের সরকারি কোম্পানিগুলির প্রতি আকর্ষণ এইসময় দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। বিগত শুক্রবার অসংখ্য পিএসইউ কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় পৌঁছোয়। এর মধ্যে রয়েছে ইউনিয়ন ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক, এসজেভিএন, শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, এসবিআই, সেল, আরইসি, পাওয়ার গ্রিড, এনএমডিসি, এনটিপিসি, অয়েল ইন্ডিয়া, পিএফসি, পিএনবি, এমআরপিএল, হাডকো, ময়েল, আইওসি, কোল ইন্ডিয়া, গেল, কানাড়া ব্যাংক, ব্যাংক অফ বরোদা, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া প্রভৃতি।

লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, বহু পিএসইউ ব্যাংক শুক্রবার দারুণ র‍্যালি করেছে। এটা এমন নয় যে, বিনিয়োগকারীরা অন্ধভাবে বিনিয়োগ করে চলেছেন পিএসইউগুলিতে। পিএসইউগুলি গত কয়েকটি কোয়ার্টার ধরে নিয়মিতভাবেই লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চলেছে। বিগত সপ্তাহে নিউ এজ শেয়ার পেটিএমের শেয়ার ৩৬.১৫ শতাংশ নীচে নেমে যায়। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার পরপর দু'দিন পেটিএম ২০ শতাংশ করে নীচে নামে। আরবিআইয়ের অনুশাসন না মানা, লো টিকিট লোনের পরিবর্তে হাই টিকিট লোনের দিকে ঝুঁকে পড়া, বিখ্যাত বিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফেটের সংস্থা বার্কশায়ার হাথওয়ের পেটিএমে ২.৪৬ শতাংশ বিক্রি করে চলে যাওয়া, পার্সোনাল লোন এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যবসায় ২৫ শতাংশ ক্যাপিটাল সেট অ্যাসাইড করে রাখার আরবিআইয়ের নির্দেশ, তার অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি পেটিএম পেমেন্টস ব্যাংকের ওপর আরবিআইয়ের ৫.৫৩ কোটি টাকার ফাইন লাগানো এই সবকিছুরই প্রভাব পড়েছে পেটিএম শেয়ারে। তবে এতটা নামার পরেই মর্গ্যান স্ট্যানলে এশিয়া (সিঙ্গাপুর) ২.৪৩ কোটি টাকার ওপর পেটিএমের শেয়ার কিনে নেয়।

তবে এইসময় এই কোম্পানিতে বিনিয়োগ যে অতি ঝুঁকিপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে পেটিএম যখন এটা নন ফিউচার্স কোম্পানি এবং বিনিয়োগকারী একবার ঢুকলে এবং এতে শেয়ার সার্কিট লাগলে বিনিয়োগকারীর পক্ষে শেয়ার বিক্রি করে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। বাজেটের পর নতুন করে আর কোনও ইভেন্ট পরের সপ্তাহে না থাকার ফলে বাজারের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ট্রেড করার সম্ভাবনা রয়েছে। এরা কয়েক পয়েন্ট ওপরে হোক বা নীচে, অধিকাংশ বড় কোম্পানি যেহেতু তাদের ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছে, তাই অতিরিক্ত কোলাহল হওয়ার সম্ভাবনা কমই রয়েছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : এই লেখাটিতে লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

সঞ্চয়ের পথে এগিয়ে যান : স্টেপ বাই স্টেপ গাইড

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানে শুধু আয়ের ওপর নজর দিলে চলবে না। করতে হবে সঞ্চয়ও। আর সেই সঞ্চয় সঠিক পথে বিনিয়োগ করাও একান্ত জরুরি। দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ততায় এই বিষয়টি প্রায়শই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। তাই আপনার আর্থিক লক্ষ্য স্থির করুন সবার আগে। তারপর সেই লক্ষ্যে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলুন। দেখবেন ভবিষ্যৎ জীবন অনেকটাই সুরক্ষিত হবে। থাকবে না আর্থিক বোঝাও। চলুন দেখে নেওয়া যাবে আর্থিক সফলতা কীভাবে করায়ত্ত করতে হয়---

আর্থিক লক্ষ্য : আর্থিক লক্ষ্য আপনার ভবিষ্যৎ জীবনকে সহজ ও সুন্দর করে তোলে। প্রথমেই আপনার ভবিষ্যতের খরচ যেমন গাড়ি, বাড়ি কেনা, সন্তানের উচ্চশিক্ষা, অবসরকালীন আয় ইত্যাদি বিষয়ে একটি ধারণা তৈরি করুন। এই খরচ নির্ধারণে গুরুত্ব দিতে হবে মূল্যবৃদ্ধি সূচককেও। লক্ষ্য স্থির থাকলে তবেই সঠিক পরিকল্পনা করা যাবে।

আপৎকালীন ফান্ড : জীবন সবসময়ই অনিশ্চিত। যে কোনও ধরনের অপ্রত্যাশিত সংকট মোকাবিলায় তাই আপৎকালীন ফান্ড থাকা জরুরি। সঞ্চয়ের পাশাপাশি তাই ৩-৬ মাসের দৈনন্দিন খরচ চালানো যাবে এমন আপৎকালীন ফান্ড প্রস্তুত রাখতে হবে আপনাকে।

স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় : সঞ্চয়কে দুই ভাগে আলাদা করতে হবে। বেড়াতে যাওয়া বা কোনও গ্যাজেট বা আসবাব কেনা ইত্যাদির জন্য স্বল্পমেয়াদি সঞ্চয় করতে হবে। অন্যদিকে বাড়ি কেনা, অবসর পরিকল্পনা, সন্তানের উচ্চশিক্ষা ইত্যাদির জন্য দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়।

আর্থিক লক্ষ্যপূরণের পরিকল্পনা

- **বাজেট :** প্রথমেই বাস্তবসম্মত একটি বাজেট তৈরি করতে হবে। আয় এবং ব্যয়ের সঠিক হিসাব করার পাশাপাশি প্রয়োজনে বাজেট কাটছাঁট করার রাস্তা রাখতে হবে।
- **স্বয়ংক্রিয় সঞ্চয় :** নিজের সেভিংস অ্যাকাউন্টে আয়ের নির্দিষ্ট অংশ জমা করার জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেন। এতে সঞ্চয় নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। অকারণে খরচের প্রবণতা কমে।

- **পরিকল্পনামাফিক বিনিয়োগ :** নিজের সঞ্চয়কে সঠিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করলে রিটার্ন বেশি পাওয়া যায়। ঝুঁকি কম এবং রিটার্ন বেশি পাওয়ার লক্ষ্যে এবং সঠিক সময়ে তা হাতে পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।
- **নিয়মিত পর্যালোচনা :** সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করলে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাতে পরিবর্তন আনা যায়।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে, এখনই আপনার আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা নিলে তবেই আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে।

(লেখক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট)

জেনে নিন কোন মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম আপনার পক্ষে উপযুক্ত

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে 'মিউচুয়াল ফান্ড' এখন এদেশে অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। দেশের অর্থনীতি যেভাবে দ্রুত এগোচ্ছে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বতন্ত্রভাবে মজবুত হচ্ছে তাতে বিনিয়োগকারীদের সামনে অনন্য সুযোগ এনে দিচ্ছে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড। বাজারে এখন বহু মিউচুয়াল ফান্ড আছে। তার মধ্যে আপনি কোনটায় বিনিয়োগ করবেন তা স্থির করতে এই বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখতে হবে-

ফান্ড পারফরমেন্স : দীর্ঘমেয়াদে শেয়ার বাজারের বিভিন্ন উত্থানপতনে ফান্ডের পারফরমেন্স কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

খরচ অনুপাত : বিনিয়োগের খরচ কম হলে তা দীর্ঘমেয়াদি লগ্নিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড : ফান্ড ম্যানেজারের অভিজ্ঞতা এবং অতীতের পারফরমেন্স আপনার রিটার্নে বড় ভূমিকা নিতে পারে। বিশেষত শেয়ার বাজারের পতনে ফান্ড ম্যানেজারদের পারফরমেন্স বিচার করা একান্তই জরুরি।

ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা : ফান্ডের ঝুঁকির বিষয়টি আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় কি না বিচার করতে হবে।

বিনিয়োগের লক্ষ্য : আপনার দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ফান্ড নির্বাচন করতে হবে।

এর পাশাপাশি নিয়মিত আপনার লগ্নি করা মিউচুয়াল ফান্ডের পারফরমেন্স বিশ্লেষণ করতে হবে। এসআইপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করলে আপনার লগ্নিকৃত অর্থ কমানো বা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে যা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

যাঁরা দীর্ঘমেয়াদে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে চান তাঁরা এই ফান্ডগুলির কথা ভেবে দেখতে পারেন—

লার্জ ক্যাপ ফান্ড

- **মিরে অ্যাসেট লার্জ ক্যাপ ফান্ড :** গুণগত মানে ভালো লার্জ ক্যাপ শেয়ারে বিনিয়োগ এবং ধারাবাহিক পারফরমেন্স বিচারে অন্যতম সেরা।
- **অ্যাক্সিস ব্লুচিপ ফান্ড :** যে প্রথমসারির সংস্থাগুলির বৃদ্ধির ট্র্যাক রেকর্ড ভালো, তাতেই বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।

মাল্টি ক্যাপ ফান্ড

- **পরাগ পারিখ লংটার্ম ইক্যুইটি ফান্ড :** ডাইভার্সিফায়েড পোর্টফোলিওর পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে বিনিয়োগের লক্ষ্য রয়েছে এই ফান্ডের।
- **কোটাক স্ট্যান্ডার্ড মাল্টিক্যাপ ফান্ড :** বিভিন্ন ক্ষেত্রের এবং বিভিন্ন আকারের সংস্থায় বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।

ইন্ডেক্স ফান্ড এবং ইটিএফ

- **আইসিআই প্রুডেন্সিয়াল নিফটি নেক্সট ৫০ ইনডেক্স ফান্ড :** নিফটি ৫০-এর পরের ৫০টি লার্জ ক্যাপ শেয়ারে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।
- **এসবিআই নিফটি ইনডেক্স ফান্ড :** দেশের ৫০টি সেরা সংস্থায় বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।

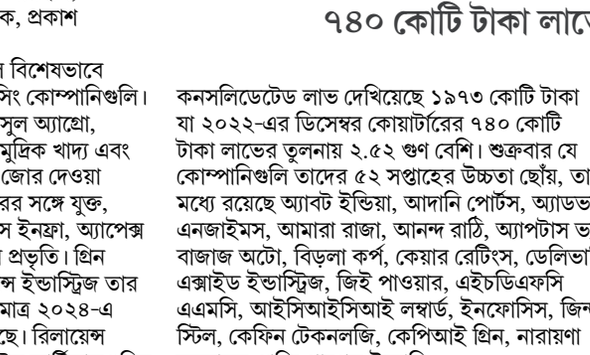

ইক্যুইটি লিংকড সেভিংস স্কিম (ইএলএসএস)

- **অ্যাক্সিস লংটার্ম ইক্যুইটি ফান্ড :** দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। এর পাশাপাশি ৮০ সি ধারায় আয়করে ছাড় পাওয়া যায়।
- **আদিত্য বিড়লা সানলাইফ ট্যাক্স রিলিফ ৯৬ :** ধারাবাহিক ভালো পারফরমেন্স করছে এই ফান্ড। এর পাশাপাশি আয়করে ছাড়ও পাওয়া যায়।

সেক্টরাল বা থিমেটিক ফান্ড

- **আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল টেকনলজি ফান্ড :** তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের সেরা সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।
- **এসবিআই ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফান্ড :** ব্যাংকিং এবং আর্থিক ক্ষেত্রে যুক্ত সেরা সংস্থায় বিনিয়োগ এবং ধারাবাহিকতায় নজর কেড়েছে এই ফান্ড।

ডেট ফান্ড

- **এইচডিএফসি কর্পোরেট বন্ড ফান্ড :** উন্নতমানের কর্পোরেট বন্ডে লগ্নির পাশাপাশি স্থিতিশীল এবং উঁচু দরের রিটার্ন দেয় এই ফান্ড।
- **এসবিআই ম্যাগনাম গিল্ট ফান্ড :** মূলত সরকারি ঋণপত্রে লগ্নি করে এই ফান্ড। কর্পোরেট বন্ড ফান্ডের তুলনায় এই ফান্ডে লগ্নিতে ঝুঁকি কম।

ব্যালেন্সড হাইব্রিড ফান্ড

- **এইচডিএফসি হাইব্রিড ইক্যুইটি ফান্ড :** শেয়ার বাজারের পাশাপাশি ঋণপত্রেও লগ্নি করে এই ফান্ড। তাই ঝুঁকিতে ভারসাম্য থাকে।
- **কানাড়া রোবেকো ইক্যুইটি ফান্ড :** দীর্ঘমেয়াদে বড় অঙ্কের রিটার্ন পেতে এই ফান্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে, মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই লগ্নির আগে সবদিক খতিয়ে দেখা জরুরি। এর পাশাপাশি, কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ আপনাকে সঠিক ফান্ডে লগ্নির সুযোগ করে দিতে পারে।

(লেখক বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ)

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

বাজেটের হাত ধরে ফের ছন্দে ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে লগ্নিকারীদের শেয়ার কেনার উৎসাহ পায়ের নীচের মাটি শক্ত করল। এই রেশ চলবে আগামীদিনেও। লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত প্রাকনির্বাচন র‍্যালি চলবে। সেই র‍্যালিতে সঠিক লগ্নির সিদ্ধান্ত লগ্নিকারীদের বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭২০৮৫.৬৩ এবং নিফটি ২১৮৫৩.৮০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। পাঁচদিনের লেনদেনে সেনসেক্স সর্বোচ্চ ৭৩০৮৯.৪০ এবং নিফটি ২২১২৬.৮০ পয়েন্টে পৌঁছেছিল। দুই সূচকের সর্বকালীন উচ্চতা হল যথাক্রমে ৭৩৪২৭.৯ এবং ২২১২৬.৮০। এর আগে নিফটির সর্বকালীন উচ্চতা ছিল ২২১২৪.১৫। নিফটি সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়ে ফের অনেকটাই নীচে নেমে এসেছে। এই লেভেল অতিক্রম করতে পারলে আগামী ৩-৪ মাসে নিফটি ২৩৪০০-এ পৌঁছে যেতে পারে। সেনসেক্সও পৌঁছোতে পারে ৭৭ হাজারের ঘরে।

জনমোহিনী বাজেটের প্রত্যাশা থাকলেও সে পথে হাঁটেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রে কমেছে। আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়েনি। রাজকোষ ঘাটতিতে রাশ টানা হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে বাজেট নিরাশ করেনি শেয়ার বাজারকে। এখন যে বিষয়গুলি শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলবে তার মধ্যে অন্যতম হল মূল্যবৃদ্ধির হার, জ্বালানি তেলের দাম, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের আগামীদিনের পরিকল্পনা, বিদেশি লগ্নি ইত্যাদি। মাঝেমধ্যে ধাক্কা এলেও আপাতত সূচক ঊর্ধ্বমুখীই থাকতে পারে।

> **যে কোনও সময়ে মুনাফার জন্য শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়তে পারে। তাই সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। ভালো মানের শেয়ার নির্বাচনের পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্বাচনও জরুরি।**

বিগত কয়েক মাসের টানা উত্থান শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে সূচক সেনসেক্স ও নিফটিকে। তাই যে কোনও সময়ে মুনাফার জন্য শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়তে পারে। তাই সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। ভালো মানের শেয়ার নির্বাচনের পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্বাচনও জরুরি।

শেয়ার বাজার চাঙ্গা হলেও ঝিমিয়ে পড়েছে সোনা-রুপোর বাজার। আগামী কয়েক সপ্তাহ পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **টাইটান :** বর্তমান মূল্য-৩৬১২.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন -২২৭০/৩৮৮৭, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩৫০০-৩৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩২০৭০৩, টার্গেট-৪২০০।
- **আদানি পোর্ট :** বর্তমান মূল্য-১২৬১.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন -৩৯৫/১২৮৭, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭২৪৯০, টার্গেট-১৪৭০।
- **ম্যাক্স হেলথকেয়ার :** বর্তমান মূল্য-৭৬৬.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮১২/৪১২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৭২৮-৭৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৪৪৮৩, টার্গেট-৯৩০।
- **আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল :** বর্তমান মূল্য-১৮০.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৯/১৩৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৬৬-১৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৬৮৮৫, টার্গেট-২৩৫।
- **জেএসডবলিউ ইনফ্রা:** বর্তমান মূল্য-২২৪.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪৭/১১৯, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-২১০-২১৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৭১৪৫, টার্গেট-২৮০।
- **টাটা স্টিল :** বর্তমান মূল্য-১৩৮.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪১/১০২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৩০-১৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭১৭৬৩, টার্গেট-১৬৮।
- **কোচি শিপইয়ার্ড :** বর্তমান মূল্য-৯০৫.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৪৫/২০৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৮৭০-৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৮১৪, টার্গেট-১১৫০।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রকল্প সম্পর্কিত নথি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ মাঘ ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা 4 February 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

মারা যাননি পুনম পান্ডে

পনেরোর পাতায়

রংদার

বিহারে রাজনীতির নাটকীয় পালাবদলে আবার প্রশ্নটা উঠছে। 'বিশ্বাস' শব্দটা কি এখন সমাজের সব স্তরেই সোনার পাথরবাটি? রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসকে বিচার করা হল এবারের প্রচ্ছদে।

বিশ্বাস

সাত থেকে দশের পাতায়

'ভারতরত্ন' আদবানি

ভারতরত্ন পাচ্ছেন লালকৃষ্ণ আদবানি। শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সেকথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আদবানিকে ফোন করে সেকথা জানিয়েছেন তিনি।

বিস্তারিত পনেরোর পাতায়

যশস্বীর ২০৯

২৯০ বলে ২০৯। যশস্বী জয়সওয়ালের ব্যাটে ভর করে ভারত এগিয়ে ১৭১ রানে। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ভাঙলেন বুমরাহ (৪৫/৬) ও কুলদীপ যাদব (৭১/৩)।

বিস্তারিত সতেরোর পাতায়

শ্বাসনালি থেকে বের করা হল জীবন্ত জোঁক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ঝরনা থেকে জল খেতে গিয়ে বিপত্তি। একটি জোঁক গিলে ফেলেছিলেন ৪০ বছর বয়সি গরুবাথানের এক মহিলা। প্রথম কয়েকদিন বুঝতে না পারলেও গত তিন-চারদিন ধরে শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের চেষ্টায় শ্বাসনালি থেকে জোঁক বের করা হল।

ওই মহিলাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ওই মহিলাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেন চিকিৎসকরা। শুক্রবার বিকেলে ওই মহিলাকে মেডিকেলে এনে ইএনটি বিভাগে ভর্তি করা হয়।

গরুবাথানের ডালিমটারের বাসিন্দা ওই মহিলার বোন সনিতা সুব্বা বলেন, 'তিনদিন ধরে দিদির গিলতে অসুবিধা হচ্ছিল। কাশি হচ্ছিল। কিন্তু পরিবারের লোকজন কারণ বুঝতে পারেননি। স্থানীয় হাসপাতালে বিষয়টি ধরা পড়েনি। মেডিকেলে ফাইবার-অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপি করে শ্বাসনালিতে একটি জোঁক দেখা যায়। জোঁকটি ক্রমাগত নড়াচড়া করায় দিদির অস্বস্তি বাড়ছিল। শুক্রবার রাতে জরুরি অপারেশন করা হয় মেডিকেলে।' ইএনটি বিভাগের প্রধান ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো বলেছেন, 'জোঁকটি শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে আটকে ছিল। মাঝেমধ্যেই সেটি অবস্থান পরিবর্তন করছিল। ফলে ফুসফুসে জোঁকের স্থানান্তর এবং রক্তপাতের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে নিম্ন শ্বাসনালিকে রক্ষা করার জন্য জরুরি ট্র্যাকিওস্টমি করে জোঁকটিকে শ্বাসনালি থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়। রোগী বর্তমানে বিপন্মুক্ত।'

১০০ দিনের বকেয়া মেটাবে রাজ্যই

২১-এ ২১ লক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্তি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্য ২১ লক্ষ শ্রমিক। ডেট লাইন ২১ ফেব্রুয়ারি। উদ্দেশ্য ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বকেয়া মেটানো।

কেন্দ্র বরাদ্দ দিক না দিক, বিপুল পরিমাণ এই টাকা পরিশোধের দায়িত্ব নিল রাজ্য। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে কলকাতার রেড রোডে আম্বেদকরমূর্তির পাদদেশে ধর্না মঞ্চ থেকে বড় ঘোষণাটি করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণা অনুযায়ী ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে কাজ করেও মজুরি থেকে বঞ্চিত ২১ লক্ষ শ্রমিককে ২১ ফেব্রুয়ারি সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।

প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই বকেয়া জমা পড়ে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। এই প্রকল্পে বকেয়া বাবদ কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনার পরিমাণ ৮৩০০ কোটি টাকা। ফলে মনে করা হচ্ছে, ওই পুরো অর্থই রাজ্য সরকার বহন করবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে মমতার এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ। এতে চাপ বাড়বে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির ওপর।

বিরোধীরা অবশ্য এই ঘোষণায় বিরূপ প্রচার শুরু করেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'লোকসভা ভোটের আগে সাধারণ মানুষকে টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গদি আগলে রাখতে পারবেন না।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী প্রশ্ন তোলেন, 'কেন্দ্র টাকা না দিলে রাজ্য সরকার আদালতে যাচ্ছে না কেন? এ টাকা তো রাজ্যের পাওনা। তাহলে কি রাজ্যের হিসাবে গোলমাল রয়েছে?'

যদিও এ সব সমালোচনার তোয়াক্কা করছেন না মুখ্যমন্ত্রী। ধর্না মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আমরা বসে নেই। আমরা আমাদের অধিকার জোর করে আদায় করে নেব। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ভাতে মারার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে আমরা থাকব না। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'

শুধু ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প নয়, আবাস কিংবা সড়ক যোজনার বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাসও শোনান মমতা। আবাস যোজনায় ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু সেই টাকা এখনও দেয়নি দিল্লি। মমতা জানান, ওই ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির জন্য রাজ্য সরকারই অনুমোদিত উপভোক্তাদের বকেয়া মিটিয়ে দেবে। তবে ১০০ দিনের প্রকল্পের মতো এই যোজনার বকেয়া মেটানোর নির্দিষ্ট তারিখ তিনি জানাননি।

আবাস যোজনায় বঞ্চিতদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'কবে দেব, এখনই বলছি না। ঠিক সময়ে জানিয়ে দেব। এই টাকা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগারের ওপর চাপ পড়বে। আগামী সপ্তাহে রাজ্য বাজেট রয়েছে। সেখানেই এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হবে।'

ধর্না মঞ্চের সামনে শুক্রবার জমায়েত ছিলেন ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে মজুরি থেকে বঞ্চিত একদল শ্রমিক। তাঁদের উদ্দেশে মমতা প্রশ্ন করেন, 'আপনারা আমার থেকে কী চান?' উপস্থিত সবাই বলতে থাকেন, 'লড়াই, লড়াই।' মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দেন, 'লড়াই তো হবেই। বাংলার কোনও ক্ষতি হতে দেব না।'

শনিবার কলকাতার ধর্না মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আইএসএল ডার্বিতে সমান সমান ইস্ট-মোহন

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২ (সাদিকু ও পেত্রাতোস) ইস্টবেঙ্গল-২ (অজয় ও ক্লেইটন- পেনাল্টি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের না হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ থাকার পাশাপাশি ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রথম ড্র ডার্বি চাক্ষুষ করলেন সমর্থকরা।

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিলেন অজয় ছেত্রী। সমতা ফেরানোর পর উল্লাস মোহনবাগানের সাদিকুর। শনিবার।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
পেসমেকার কি বসাতেই হবে
নিশ্চিত হতে কল করুন
90 5171 5171

দীর্ঘ ছয় বছর পর ডার্বির রং সম্ভবত পাকাপাকিভাবে বদলাতে শুরু করল বলে যখন মনে হচ্ছে তখনই ৮৭ মিনিটে গোলটা করে ফের সেই বিখ্যাত থাই ফাইভ সেলিব্রেশনে মাতোয়ারা হলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকরা। প্রথমে চুংনুঙ্গার ভুলে মাইনাসের সুযোগ পেলেন সাহাল আবদুল সামাদ। এরপর হিজাজি মাহেরের মিস ট্যাকল হওয়ায় আর ভুল করেননি দিমিত্রিস পেত্রাতোস। ডুরান্ড কাপে শেষদিকে গোল করে চ্যাম্পিয়ন করার পর ফের দলকে বাঁচালেন অজি স্ট্রাইকার। ২০১৮ সালের পর আর টানা দুটি ডার্বি না হারার রেকর্ডও রক্ষা পেল মোহনবাগানের।

এদিন ম্যাচের শুরুর আগে থেকেই ছন্দপতন মোহনবাগানে। হুগো বৌমৌসকে স্কোয়াডেই না রাখা সমর্থকদের যেমন অবাক করেছে তেমনি দলের মধ্যে যে একটা বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেটাও প্রকট হয়ে ওঠে। মরশুমের শুরু থেকেই ডিফেন্স ভোগাচ্ছে মোহনবাগানকে।

এরপর আঠারোর পাতায়

মালদাতেই প্রশ্ন ফাঁস, হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ

মানিকচক ও কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সতর্কবার্তায় কান দেয়নি একদল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বরং প্রযুক্তি এড়িয়ে প্রশ্ন ফাঁস করতে উদ্যোগী হয়। একজন-দুজন নয়, এই উদ্যোগে শামিল ৭ পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এছাড়া পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনের অভিযোগে আরও ৫ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই ১২ জনেরই পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে বলে পর্ষদ সূত্রে খবর।

প্রযুক্তির সাহায্যে দোষীদের শনাক্তকরণ রুখতে ওই ৭ পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের কিউআর কোড লাল দাগ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। শেষরক্ষা হয়নি।

আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ওই লাল দাগ মুছে কিউআর কোড স্ক্যান করে দোষী পরীক্ষার্থীদের নাগাল পেয়ে যায় পর্ষদ। কিন্তু বারবার মালদা থেকেই প্রশ্ন ফাঁসের পিছনে চক্রান্ত আছে বলে পর্ষদের ধারণা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'যারা এই কাজ করছে, তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করছে। সচেতনভাবে করছে। এটা সহজ-সরল ব্যাপার নয়। এর পিছনে চক্রান্ত রয়েছে।'

পর্ষদ সভাপতির বক্তব্য, 'সব পরীক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। শুধু মালদা জেলায় কেন এমন ঘটছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। কিউআর কোড মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে মানে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।' দোষীরা পরীক্ষা দিচ্ছিল মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর হাইস্কুলে। তারা সবাই ওই একই ব্লকের গোপালপুর হাইস্কুলের পড়ুয়া। প্রাথমিক তদন্তে পর্ষদ প্রশ্ন ফাঁসের পিছনে একটি চক্রের হদিস পেয়েছে।

চক্রটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছে 'এমপি ২০২৪ কোয়েসচন আউট' নাম দিয়ে। এই গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ১৫১। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সঙ্গে সঙ্গে মালদার ওই সাতজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করেছে। এনায়েতপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাদিউজ্জামান জানিয়েছেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং টিম তল্লাশি চালিয়ে ৩ ছাত্রী ও ৪ ছাত্রের কাছ থেকে মোট ৭টি মোবাইল উদ্ধার করেছে।'

এছাড়া মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার গয়েশ্বরী হাইস্কুলে চারজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। একইভাবে জলপাইগুড়ি জেলায় ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি রামমোহন উচ্চতর বিদ্যালয়ে মোবাইল নিয়ে যাওয়ায় এক ছাত্রের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসে অভিযুক্ত মালদার ৭ পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল মালদাতেই। তাতে দুই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল।

শনিবার পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয় ইংরেজির প্রশ্নপত্র। ধন্দ দেখা দেয় লাল দাগে প্রশ্নপত্রের কিউআর কোড আড়াল থাকায়। তড়িঘড়ি পর্ষদ কর্তৃপক্ষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সেই লাল দাগ সরিয়ে দেয়। তারপর অতি সহজে কে বা কারা মোবাইলে ছবি তুলে ওই প্রশ্নপত্র ভাইরাল করেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

ধন্দ পর্ষদের

- দ্বিতীয় দিনে পরীক্ষা বাতিল ১২ জনের
- তাদের মধ্যে ১১ জনই মালদার, একজন জলপাইগুড়ির
- এদের ৫ জন কিউআর কোড লাল কালিতে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে
- বারবার মালদা থেকেই কেন প্রশ্ন ফাঁস, তা নিয়ে ধন্দ পর্ষদ কর্তাদের

HOPE & HEAL CANCER HOSPITAL AND RESEARCH CENTER
হোপ অ্যান্ড হিল
ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার
Celebrating World Cancer Day 2024
আমাদের বিশ্বস্ত টিম
Clinical Oncology
Head: Dr. Saptarshi Ghosh
M.D. Radiation Oncology (Gold Medalist), FRCR Clinical Oncology(London.....
MRCP Medical Oncology (SCE-UK), FUICC (Brussels, Belgium),
European Certified Medical Oncologist (ECMO), Professional Diploma in Clinical.....
FHNO&NJ Fellowship (Tata Memorial Hospital Mumbai)
Surgical Oncology
Head: Dr. Sudip Haldar
MBBS, M.S. General Surgery (Gold Medalist),
DNB Surgical Oncology (Saroj Gupta Cancer Centre & Research Institute, Thakurpukur)
Consultant: Dr. Vishal Mukherjee
MBBS, M.S. General Surgery (NRS Medical College, Kolkata),
DNB General Surgery (NBE)
DrNB Surgical Oncology (Saroj Gupta Cancer Centre & Research Institute, Thakurpukur)
Clinical Pathology
Head: Dr. Kalpana Roy Ghosh
DCP (Clinical Pathology)
Anaesthesiology & Pain Management
Head: Dr. Mashooque Ali
MBBS (Honours), DA (RG Kar Medical College, Kolkata), FIPM (Germany)
Nuclear Medicine
Head: Dr. Izhar Ali
MBBS, DRM (Nuclear Medicine, Ex-SR(VMMC & Safdarjung Hospital)
Radiation Oncology
Head: Dr. Saheli Saha
M.D. Radiation Oncology (GCRI, Ahmedabad),
Clinical Research Fellow (Tata Medical center, Kolkata)
Certificate of Excellence in Research (IIT Kharagpur)
Clinical Research Fellow (Princes Margaret Cancer Centre, University of Toronto, Canada)
Junior Consultant
Dr. Palak Garg
M.D. Radiation Oncology, Fellowship in IMRT & IGRT (Tata Memorial Centre, Mumbai)
Senior Residents
Dr. Vaishak Jawahar
M.D. Radiation Oncology (Kasturba Medical College, Mangalore)
Dr. Arun Sekhar
M.D. Radiation Oncology (Sardar Patel Govt. Medical College, Bikaner, Rajasthan)
Dr. Nishana Paul
M.D. Radiation Oncology (RG Kar Medical College, Kolkata)
Histopathology
Head: Dr. Shreyasee Sakar
M.D. Pathology, Ex-Fellow in Oncopathology (Tata Medical Center, Kolkata)
Consultant: Dr. Joyshree Panda
M.D. Pathology, DNB Pathology (NBE), Fellowship in Oncopathology (Tata Medical Center, Kolkata)
Radiology
Head: Dr. Yugal Goyel
MBBS, M.D. Radiology (SION Hospital, Mumbai)
উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে
ক্যানসারের বিশ্বাসযোগ্য চিকিৎসা
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করা হয়
উত্তরবঙ্গে আধুনিক রেডিয়েশন মেশিন–এর সঙ্গে সর্বাধুনিক রেডিয়েশন থেরাপির ডাক্তারদের টিম
উত্তরবঙ্গে সর্বক্ষণের জন্য দক্ষতা সম্পন্ন সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি ডাক্তারদের টিম
মেডিকেল অঙ্কোলজি
ইমিউনোথেরাপি
২৪ ঘণ্টা অঙ্কোলজি ডাক্তারদের পরিষেবা
অঙ্কোপ্যাথলজি এবং ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি পরিষেবা
PET CT
HALCYON E
জটিয়াকালী, ফুলবাড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি
+91 6289091925 +91 8106572241

মেনুতে মাংস নেই, ধুন্ধুমার বৌভাতে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বৌভাতের অনুষ্ঠানেই পাত্রপক্ষ ও কনেপক্ষের কার্যত হাতাহাতি বেধে গেল। আর ঝামেলা থামাতে গিয়ে উলটে মার খেলেন পাত্রের এক প্রতিবেশীও। জখম হয়েছেন মেয়ের বাড়ির ২ জন। শুক্রবার রাতের এই কাণ্ডের ঘটনাস্থল ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভবারডাঙ্গা।

বিয়েতে মাংস খাওয়ানো নিয়ে নাকি এই বিরোধের সূত্রপাত। গভীর রাতে না খেয়েই বাড়ি ফিরলেন ৭০ কন্যাযাত্রী। গুরুতর জখম ওই প্রতিবেশী শনিবার দুপুরে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

৩১ জানুয়ারি ভবারডাঙ্গার বাসিন্দা বিজয় সরকারের ছেলের সঙ্গে খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টেকাটুলি দাসপাড়ার বাসিন্দা কার্তিক দে সরকারের মেয়ের বিয়ে হয়। কার্তিক পেশায় টোটোচালক। মেয়ের বিয়েতে কাতলা মাছ, ছোট মাছের চচ্চড়ির আয়োজন করলেও, মাংসের আয়োজন করে উঠতে পারেননি। তা নিয়েই নাকি পাত্রপক্ষ চড়াও হয় তাঁদের উপর, অভিযোগ কার্তিকের। অভিযোগের কথা অস্বীকার করেন ছেলের বাবা বিজয় সরকার।

কার্তিকের অভিযোগ, বিয়ের আসরেই নাকি বিজয় সহ ছেলের বাড়ির অন্য লোকজন এই মাংস না খাওয়ানো নিয়ে তাঁদের কটূক্তি করেছিলেন। শুক্রবার বিজয়দের বাড়িতে বৌভাতের অনুষ্ঠান ছিল। কনেযাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও ছেলের বাড়ির কেউ তাঁদের পাত্তা দেয়নি। রাত ১২টা নাগাদ দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা বাধে। ধস্তাধস্তিতে কার্তিকের ছোট ছেলে বদন দে সরকার এবং তাঁর স্ত্রী নেহা মজুমদার দে সরকার জখম হন।

বিয়ে বিভ্রাট/১

- বিয়ের আসরে মাংস খাওয়ানো হয়নি
- শুক্রবার তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে
- বরের বাড়ির কয়েকজনও জখম হয়েছেন
- থামাতে গিয়ে বেশি মার খেয়েছেন বরের এক প্রতিবেশী

তখন অনুষ্ঠান বাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রতিবেশী নিকুঞ্জ রায়। তিনি কন্যাযাত্রীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। অভিযোগ, সেই সময় তাঁর উপর চড়াও হয় কয়েকজন কন্যাযাত্রী। ছেলের বাবা বিজয় বলেন, 'আসলে রাতে খাওয়ার দিতে দেরি হয়ে গিয়েছে। তাই সমস্যা।'

বৌভাতের পরদিনই ডিভোর্সের পথে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৩ ফেব্রুয়ারি : বুধবার ধুমধাম করে সামাজিক মতে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার, বৌভাতের রাত থেকেই সুর কেটে যায়। শনিবার সকাল হতেই নববধূকে সঙ্গে নিয়ে আদালতে হাজির বর। আবেদন বিবাহবিচ্ছেদের। ঘটনাটি তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পলিকা গ্রামের।

বিয়ে বিভ্রাট/২

- সূর্যনগরের বাসিন্দা এক তরুণীর সঙ্গে বিয়ে হয় পলিকা গ্রামের এক তরুণের
- বৌভাতের ছবি তোলার সময় নববধূ আপত্তি জানান
- তাঁর বক্তব্য, গ্রামের সংসার তিনি করবেন না
- সালিশিতেও সমস্যা মেটেনি

আলিপুরদুয়ারের সূর্যনগরের বাসিন্দা ওই তরুণীর সঙ্গে মাসতিনেক আগে পলিকা গ্রামের ওই তরুণের বিয়ে ঠিক হয় দুই পরিবারের সম্মতিতেই। গত বুধবার সাতপাকে বাঁধা পড়েন তাঁরা। শুক্রবার ছিল বৌভাতের অনুষ্ঠান। ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাম্যান ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে বলার সময়ই প্রথম বোমাটা ফাটে। নববধূ জানিয়ে দেন, এই সংসার তিনি করবেন না। হতভম্ব সকলে এহেন সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চান। তাঁর সাফ কথা, 'এই গ্রাম আমার পছন্দ নয়।'

মেয়ের আচরণে হতবাক তাঁর বাপের বাড়ির লোকজনও। এদিকে, মেয়ের মা না আসা পর্যন্ত আটকে রাখা হয় কন্যাযাত্রীদের গাড়ি। পরে বধূর মায়ের উপস্থিতিতে রাতভর বোঝানো হয়। কোনও লাভ হয়নি। শনিবার সকালে সালিশি সভা বসে। পরে পুলিশের সামনেও নববধূ নাছোড়। তাঁর শর্ত, '১-২ বছর পর যদি আমার মন চায়, তখন সংসার করব।' জোর করলে আত্মহত্যার হুমকিও দেন। এদিন বর তুফানগঞ্জ আদালতে গেলেও শেষপর্যন্ত মেয়ের পরিবারের আপত্তিতে ডিভোর্সের আবেদন জমা পড়েনি আদালতে।

নতুন বর বলছিলেন, 'বিয়ের পাঁচদিন আগে আচমকাই আমার নম্বর ব্লক করে দিয়েছিল। জানতে চেয়েছিলাম কেন। তখন বলে, ভুল করে হাত লেগে হয়ে গিয়েছে। এখন ও যা করছে, ডিভোর্সের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছি।'

নববধূর মায়ের আবার উলটো দাবি। তিনি বলেন, 'আমার মেয়েকে জামাই রাখবে না। আমি না যাওয়া পর্যন্ত কন্যাযাত্রীদের আটকে রাখা হয়েছিল। আমার মেয়ে তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে কি না, তা জানা নেই।'

পাত্র-পাত্রী

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহটি যাবে মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে। কোনও মূল্যবান হারানো দ্রব্য খুঁজে পেতে পারেন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে রাশ টানুন। মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। অযথা উত্তেজিত হয়ে আসা কাজ নষ্ট করে দিতে পারেন।

বৃষ : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করুন। বাবা ও মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। আটকে থাকা অর্থ হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। বাবার পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যাকে কাটিয়ে উঠবেন। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে। ব্যবসায় মন্দাভাব এলেও অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই। কোনও প্রলোভনের মুখে পড়তে পারেন।

মিথুন : বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক শান্তিলাভ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। তবে শেষভাগে কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদে মন তৃপ্তিলাভ করবে। পুরোনো কোনও রোগ ফিরে আসার অকারণ ভয়ে মানসিক অশান্তি। আপনার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ায় খুশি হবেন। দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ।

কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কোনও পুরোনো বন্ধুর খোঁজ পেয়ে খুশি হবেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। সামান্যে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ করে ফেলতে পারেন।

সিংহ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে সমস্যায়। পুরোনো দিনের কোনও কাজের জন্যে এ সপ্তাহে অনুশোচনা করতে হতে পারে। কোনও দুষ্ট লোকের জন্যে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। ফেলে রাখা কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারেন। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তার অবসান। এ সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তায় সংযমী থাকুন।

কন্যা : সামান্য কারণে সংসারে মনোমালিন্য মনের ওপর চাপ তৈরি করবে। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবে। নতুন কোনও ব্যবসার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সাধারণ কোনও কাজও এ সপ্তাহে কঠিন হয়ে উঠবে। সন্তানের রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

তুলা : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কেউ আপনার উদারতার সুযোগ না নিতে পারেন। সামান্য কারণেই দাম্পত্যে বরিবনার অভাব দেখা দিতে পারে। নিজের শরীরের দিকে নজর রাখুন। উদারপীড়ায় দুর্ভোগ। কারও সঙ্গে সামান্য মজা করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে মনঃকষ্ট। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি দেবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। কর্মক্ষেত্রের কোনও সমস্যা মিটে যাওয়ায় মানসিক স্বস্তি।

বৃশ্চিক : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তা কোনও কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সামান্য কোনও ব্যাপারে অকারণ মাথা ঘামিয়ে অশান্তি। পুরোনো কোনও সম্পর্ক এ সপ্তাহে পুনরায় গড়ে উঠতে পারে। অযথা মন খারাপ না করে, গল্পগুজবে মন ভালো রাখার চেষ্টা করুন। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক এ সপ্তাহে জোড়া লাগবে। সংসারের প্রয়োজনে অর্থব্যয় হলেও তা মেনে নিয়ে মানসিক স্বস্তিলাভ। দূরবাসী প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে অবশেষে নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও দুষ্ট ব্যক্তি তার স্বার্থের কারণে আপনাকে ব্যবহার করতে পারে। পুরোনো দিনের কোনও সুখস্মৃতি মনকে শান্ত করবে। গৃহে পূজার্চনায় শান্তিলাভ। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় আর্থিক মন্দাভাব কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মকর : এ সপ্তাহ যাবে ভালোমন্দে। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব চললেও, খুব দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল না বুঝে, তাঁর কাছে আপনার মনোভাবনা সম্পূর্ণ প্রকাশ করুন। সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশে মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হবে। সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের অবসান হবে।

কুম্ভ : দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হওয়ায় মানসিক শান্তি মিলবে। শরীরের দিকে নজর রাখুন। সামান্য সমস্যাকে উপেক্ষা করলে সমস্যা বাড়তে পারে। কোনও গুণীজনের সঙ্গে কথা বলে মানসিক আনন্দ। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তিলাভ। অতিভোজনের কারণে শরীর খারাপ হতে পারে।

মীন : সারা সপ্তাহ ধরেই অকারণে মানসিক দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকতে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনও শৈল্পিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে মানকে শান্ত করতে পারবেন। মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। বাবা ও মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তিলাভ।

পাত্র চাই

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, ২৭/৪'-১১", সুশ্রী, বেঃ সঃ কর্মী, কনঃ ইং অনাঃ, কম্পিউঃ ডিঃ, অবঃ কেঃ সঃ কর্মীর একমাত্র কন্যা। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি/শিক্ষক পাত্র কাম্য। 9733240101, 6295965990. (C/112961)

■ শীল, 34, ফর্সা, সুন্দরী, M.A., নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা (ক্রেডিট কার্ড), পাত্রীর জন্য সরকারি বা MNC-তে কর্মরত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M- 9091399818. (C/112962)

■ রাজবংশী, 30/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M. No. 8927026255. (C/112958)

■ পাত্রী বিহারি, 33/5', B.A. (H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/108538)

■ বৈশ্য সাহা, 29/5'-4", B.A., Eng. (H), B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/ইঞ্জিঃ পাত্র কাম্য। 9474017402. (C/109108)

■ ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, 34/5'-3", M.A., B.Ed., পিতা Retd. SBI Employee, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত, সুযোগ্য পাত্র কাম্য। M-9434490417. (B/S)

■ শিলিগুড়ি, সাহা, 29/5'-3", B.A. পাশ, ঘরোয়া, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য চাকরিজীবী অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M-9832318650. (C/109203)

■ কুলীন, কায়স্থ, 29/5', ফর্সা, সুন্দরী, M.A. pass, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ-এর মধ্যে কায়স্থ পাত্র চাই। ফোন ঃ 7679418943. (C/109203)

■ কায়স্থ, শ্যামবর্ণা, 33 yrs, 5'-3", B.A., D.El.Ed., Montessory trained (English medium), পাত্রীর জন্য চাকুরে বা ব্যবসায়ী, সুপাত্র কাম্য। Ph. 8837469129. (P/S)

■ বারুজীবী, 30/5'-3", M.Sc. (Ph), স্টেট ব্যাংকে ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি, ব্যাংক, ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নেই। M-8348436292. (C/108650)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 35, রাজ্য সরকারি Group-C কর্মরত, 5'-2", মাতা বিধবা পেনশনভোগী। ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রাধিকার। M- 9832557707 (8.30 P.M. to 9.30 P.M.) (C/112964)

■ কায়স্থ, 24+, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, 4'-9", সিভিক পুলিশে কর্মরতা। ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M- 8116768246. (S/C)

■ পাত্রী 37+, ডিভোর্সি, 5'-6", M.A. পাশ, ফর্সা, ঘরোয়া, 45-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্র চাই। M-8372053044. (C/112968)

■ কায়স্থ, ২৮/৫', M.A. (Pol. Sc.), M.Ed., ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ ৮৫৯৭২১৫২০৪। (C/109140)

■ পাত্রী জেঃ Caste, 27+/5'-2", M.A., B.Ed., সুশ্রী, প্রকৃত সুন্দরী, পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সঃ চাঃজীবী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি কাম্য। M- 8170932933. (C/112969)

■ General, 23/5'-3", M.A., ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M-9432076030. (C/109205)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, 28+/5'-2", B.Sc. (Hons.), কলিতে রাঃ সঃ চাকুরে, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য কলিতে সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M- 8293214333. (C/109205)

■ পাত্রী বারুজীবী, ভাওয়াল, শাণ্ডিল্য গোত্র, 29+/5'-2", ফর্সা, সুন্দরী, অনার্স গ্র্যাজুয়েট (C.U.) ডিভোর্সি, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য (ঘটক নিষ্প্রয়োজন)। M-7601853349. (C/112971)

■ কুলীন, কায়স্থ, অবিবাহিত, 5'-2"/29+, H.S. পাশ। পাত্র চাই (সরকারি ডিভোর্সি হলেও চলবে)। বাবা রেলে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী। 7478489792, 8509028056. (C/112975)

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, 29/5'-1", এমএ, ডিএড, পাত্রীর জন্য যোগ্য, নেশাহীন পাত্র চাই। M-7439691336. (C/112977)

পাত্র চাই

■ ভৌমিক, নমঃ, 35/5'-4", মাঙ্গলিক, পাত্রীর জন্য রুচিসম্মত পাত্র চাই। M- 9800550122. (U/D)

■ বৈদ্য, ফর্সা, সুশ্রী, সুরুচিসম্পন্না, 39/5', কুম্ভ, নর, M.A., B.Ed., ইংরেজি মাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা, স্বল্পকালীন ইস্যুলেস ডিভোর্সি। শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক বৈদ্য/ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, 42, অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, নেশাহীন, ইস্যুলেস ডিভোর্সি, চাকরিজীবী পাত্র চাই। দেবারিগণ ও মাঙ্গলিক চলবে না। M/W.App-9435546718. (C/109138)

■ কায়স্থ, 29+/5'-7", একমাত্র কন্যা, M.A., B.Ed., বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। 8389988877, 8617473211.

■ সাহা, ৩২/৫', M.A., D.El.Ed., বেসরকারি শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য স্ব/অসবর্ণ, প্রতিষ্ঠিত, সুপাত্র চাই। M-7872583099. (B/S)

■ পাত্রী ডিভোর্সি, বয়স 42, উচ্চতা 5'-4", স্লিম, এমএ, কর্মরতা, সন্তান আছে। সৎ, সংবেদনশীল, 55-এর মধ্যে, উপযুক্ত জীবন সাথী চায়। Contact : 8001120426 (7 P.M. to 10 P.M.) (C/109145)

■ পূর্ববঙ্গীয়, ২৭/৫'-৩", M.Sc., রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে অফিসার, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য কেন্দ্র/রাজ্য সরকারে কর্মরত, ২৭-৩০ বছরের মধ্যে, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Caste no bar. Mb: 9635912292, সময় : 6.30-9 P.M. (C/109146)

■ পাত্রী দেবনাথ, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, বয়স 27/5', M.A. in Geography, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র সন্তান, সুশ্রী, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত, সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। স্বঃ/অসবর্ণ, 30-33'এর মধ্যে, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M-7384896162. (C/109208)

■ অসম নিবাসী, কায়স্থ, 32/5'-2", B.Tech., বেঙ্গালুরুতে কর্মরতা, ডাক্তার পিতার একমাত্র কন্যার যোগ্য পাত্র কাম্য। 9832073574. (C/109208)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, 30/5', ফর্সা, সুশ্রী, M.A., পাত্রীর জন্য সঃ/উচ্চ বেসরকারি, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। M- 8116246323. (C/109209)

■ General , 26/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, পাত্রীর জন্য স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী, যোগ্য, সৎ পাত্র চাই, (SC, ST বাদে), অতি সত্বর বিবাহ। M- 8597635530. (C/108762)

■ পাত্রী সরকার, 26/5'-2", H.S. (83.8%), মানসিক কারণে Ben.(H) অসম্পূর্ণ, জলঃ শহরের মধ্যে, স্থায়ী সঃ ডাক্তার/উচ্চপঃ ইঞ্জিঃ/অফিসার, নেশাহীন, দাবিহীন, রেজিস্ট্রিতে ইচ্ছুক পাত্র চাই। অসবর্ণ চলবে। M- 9832659696. (C/108761)

■ পাত্রী নমশূদ্র, 30+/5'-1", B.Tech., Vocational Teacher (H.S.), পিতা Retd. Bank Managar, সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, স্ব/অসবর্ণ, ৩৫-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। 9832543491. (C/108754)

■ কায়স্থ, লালা, ২৮+/৫'-8", B.A., LLB, দেবগণ, কন্যা রাশি, উপযুক্ত সরকারি পাত্র চাই, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 9733370301, 9735001505. (C/108758)

■ কায়স্থ, 24/5'-2", স্নাতক পাঠরতা, ঘরোয়া, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত, অনূর্ধ্ব 30 পাত্র চাই। ফোন- 6295849404 (জলঃ)। (C/108756)

■ কায়স্থ, 23/5'-1", BCA, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। M- 9474845287. (C/108751)

■ জলপাইগুড়িতে কর্মরতা, প্রাথমিক শিক্ষিকা, 34/5'-3", M.A., B.Ed., কায়স্থ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য 36 মধ্যে, স্থানীয়, উপযুক্ত, স্থায়ী সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। মোঃ 8250470063. (B/S)

■ Gen. (বৈশ্য সাহা), 25/5'-4", B.Sc. (Nursing), Staff Nurse (স্থায়ী সরকারি পদ) কোচবিহারে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/রেল/Bank/LIC/ডাক্তার, অনূর্ধ্ব 31 পাত্র কাম্য। কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। M-9064544883. (C/108651)

■ কায়স্থ, ৪০, কলিঃ ও শিলিগুড়ি, অবিবাহিত, সরকারি উচ্চপদে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M- ৮৯১০৯৪৭৩০৬. (K)

■ হাইস্কুল শিক্ষিকা, বসাক, ৩৫, ইসলামপুর বা শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি চাকরিরত/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। মোঃ 7864964673. (T/K/B)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, 30+/5'-3", M.A., B.Ed., /আলিপুরদুয়ার নিবাসী, পাত্রীর জন্য সুযোগ্য, রাজবংশী পাত্র চাই। আলিপুর/কোচবিহার/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। M-7679876777. (C/108161)

■ কায়স্থ, 34/5'-1", নরগণ, M.A., B.Ed., জলপাইগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি (নিঃসন্তান), পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M-9933803808. (C/109152)

■ পাল, দেবারি, 27/5'-2", M.A. Eng. (Reg.), B.Ed., Com. Dip. ফর্সা, সুন্দরী। সুচাকুরে পাত্র কাম্য। মোঃ 7477336006. (D/S)

■ নমশূদ্র, বয়স-30/5'-3", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ইসলামপুর কলেজে কর্মরত, SACT-I, M.A., B.Ed., সরকারি কর্মচারী পাত্র কাম্য। M-9832341859. (S/N)

■ পঃবঃ ব্রাহ্মণ, মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, 30/5', M.A. পাশ। উপযুক্ত সঃ চাঃ, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। M- 9434961138. (S/N)

■ কায়স্থ, 26+/5'-4", B.E., একমাত্র কন্যা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত, চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M-8972265005. (C/109220)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 5'-3", ভরদ্বাজ গোত্র, দেবারি, ধনু, শিলিগুড়ি নিবাসী, B.A., D.Pharm, নামমাত্র ডিভোর্সি, বাবা Retd, 35+, চাকরিজীবী বা স্থায়ী ব্যবসা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই। 8158956360. (C/112981)

■ সাহা, 31+/5'-3", পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। Ph. 9434961066. (C/109153)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 29+/5'-3", B.A. (H), B.Ed., স্লিম, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ পাত্র কাম্য। মো-7584083311. (D/S)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, ২৯/৫'-৩", M.A., পাত্রীর জন্য ডাক্তার/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Caste no bar. Mob. no- 8768477478. (C/109165)

■ কাশ্যব গোত্র, 5'-6", জন্ম 8th July 92, MBA, চাকরিরতা, MNC (Pune) কর্মরতা Pune-তে, কায়স্থ, যোগ্য পাত্র চাই। M-9800155025, 8617584766. (S/N)

■ EB. কায়স্থ, 27/5'-4", M.A. (English), বেসঃ চাকরিতা, সুশ্রী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বর্গতঃ পিতা-মাতার (দুই বৎসর আগে), একমাত্র কন্যার জন্য অনূর্ধ্ব 32, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M- 9230561345, 9874025216. (C/109219)

■ ২৪, ফর্সা, সুন্দরী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M- 9874206159. (C/109219)

■ ২৯ বছর বয়সি, কুলীন কায়স্থ, অবিবাহিতা, স্টেট গভঃ চাকরিরতা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। কাস্ট নো বার। M- 9330394371. (C/109219)

■ বয়স ২৯, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, গ্র্যাজুয়েট, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। M-8101254275. (C/119219)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 31 বছর বয়সি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র কন্যাসন্তান-এর জন্য শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 080-69141300. (C/109222)

পাত্র চাই

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ (ভরদ্বাজ), 24, উঃমাঃ সুশ্রী, গৌরবর্ণা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র কন্যা, মালদায় স্বগৃহ, মালদা রেলে চাকুরীরতা পাত্রীর জন্য সরকারী চাকুরে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র পুত্র, সুদর্শন, মালদা নিবাসী এবং মালদায় কর্মরত, ব্রাহ্মণ, অনূর্ধ্ব 30 পাত্র কাম্য। M-9932201543. (M-105063)

পাত্রী চাই

■ দেবনাথ (যোগীনাথ), 33/5'-6", প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। মোঃ 7001443959. (D/S)

■ গন্ধবণিক, 41+/5'-5", B.H.M.S., M.O., স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, সুদর্শন। শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 35 মধ্যে পাত্রী কাম্য। কোচবিহার নিবাসী কায়স্থ পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 9474480193 (9 P.M. to 10 P.M.). (C/108656)

■ রাজবংশী, SC, 44/5', B.A., Marriage Officer পাত্রের জন্য 35-এর মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। Caste no bar. (M) 6290442530. (C/109162)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", State Govt. (Gr.-A) কর্মরত। স্বল্পদিনের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য 30-40 মধ্যে ফর্সা, সুশ্রী, ভদ্র, শিক্ষিত পাত্রী চাই। অবিবাহিতা অগ্রগণ্য। (M) 8250285546. (C/109216)

■ 36/5'-1", ব্রাহ্মণ, সরকারি চাকরিজীবী, আংশিক প্রতিবন্ধীর জন্য পাত্রী চাই। 8900525067. (C/108768)

■ ৩৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত বাঙালি পরিবারের পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য ডিভোর্সি, বিধবা পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/109219)

■ জেনারেল, 34/5'-3", হাইস্কুলের শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। M-9474672165. (C/109164)

■ কায়স্থ, 30+/5', M.A. পাশ, যমজ দুই বোন, সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ফোন নং-8207278991. (C/108764)

■ গেজেটেড অফিসারের কন্যা, কায়স্থ, 32/5'-4", এমএ, বিএড, উঃ প্রাথমিক ও প্রাথমিক টেট পাশ, সুন্দরী, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M-8945829646. (C/108765)

■ বারুজীবী, B.A./Eng. (H), 32/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। M- 9641837016. (C/108162)

■ জন্ম ১৯৯৮, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বহুজাতিক সংস্থায় সফটওয়্যার প্রফেশনাল পদে বেঙ্গালুরুতে কর্মরতা, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এইরূপ কন্যাসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। M- 9874206159. (C/109219)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ডিভোর্সি, 33 বছর বয়সি/5'-2", সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র কাম্য। (No caste bar), 080-69141317. (C/109222)

■ D/D বালুরঘাট, বসাক, 30/5'-4" MA, B.ED, D.El, Ed, ফর্সা নিকটবর্তী এলাকার স্থায়ী সরকারী চাকুরে পাত্র কাম্য। মোঃ-9635114804 (M-MM)

■ সাহা, অবিবাহিতা, ফর্সা, শান্ত স্বভাবের, 5'-3", হিন্দু, ২৭ বৎঃ নীচে (দেবারিগণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, মঙ্গলবার, শনিবার, ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র ও বিশেষভাবে সক্ষম বাদে) পাত্রী চাই। পাত্র সাহা পোদ্দার, ৩১ বৎসর, হাইকোর্ট অ্যাডভোকেট। মোঃ 9609943404. (C/108767)

■ ময়নাগুড়ি, রায়, ক্ষত্রিয়, 32+/5'-5", কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ব্যবসা, স্বঃ/অসবর্ণ সুপাত্রী কাম্য। (M) 7478969017. (S/C)

■ জেনারেল, ৩৭/৫'-৫", স্থায়ী সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী (গ্রুপ-B)। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। ফোন-9832115203. (C/108653)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, ৩১/৫'-১০", B.Tech., সরকারি ব্যাংক-এ Assistant Manager, একমাত্র পুত্রের জন্য ২৬-২৮'এর মধ্যে ফর্সা ও সুশ্রী পাত্রী কাম্য। No caste bar. Mobile : 9775852831. (C/109166)

■ জন্ম ১৯৮৬, বাঙালি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, নিজস্ব গৃহ, রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তরে উচ্চপদে কর্মরত, পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7980808844. (C/109219)

■ কায়স্থ ঘোষ, 73 বছর, Rtd. W.B.Govt. পাত্রের Life পার্টনার পাত্রী চাই, শিলিগুড়ি। (M) 9832386327. (C/109220)

■ দত্ত, 31+/5'-9", Slg., M.Tech., মেকানিক্যাল Engr., Rail Loco Pilot, দেবারি। সুশ্রী, সরকারি চাকুরে পাত্রী কাম্য। 6294639528. (C/109220)

■ পাত্র সরকার, 40, H.S. পাশ, নিজ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নেশাহীন, দাবি নেই পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9679993840, 8972023901. (B/B)

■ বণিক, 31/5'-11", B.Tech., Electric Engineer, সুপ্রতিষ্ঠিত, ব্যবসায়ী, দেবারি, উচ্চ মাঙ্গলিক একমাত্র পুত্র, উত্তরবঙ্গ/অসম-এর মধ্যে সুপাত্রী চাই। 9434043485. (C/109215)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স-৩০, ফুড সাপ্লাই অফিসার, পিতা সরকারি চাকরিজীবী, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী চাই। (M) 7596994108. (C/109219)

■ পাত্র দাস, নমশূদ্র, 35/5'-7", M.A., B.Ed., রাজ্য সরকারি কর্মচারী পাত্রের জন্য চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। (M) 9749379002, দিনহাটা/কোচবিহার। (A/A)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Com., 32+/5'-6", প্রতিষ্ঠিত জুয়েলারি ব্যবসা, পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী, বয়স27 পাত্রী কাম্য। (M) 9476383629. (C/112967)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-9", B.Tech., MBA, রাজ্য সরকারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9733066658. (C/109205)

■ পাত্র কায়স্থ, 30/5'-8", B.Com. (H), Central Govt.-এ কর্মরত, পিতা Rly. Rtd., শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 7003763286. (C/109205)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, দত্ত, 33/5'-4", সিংহ, দেবারিগণ, H.S.Pass, একমাত্র পুত্রসন্তান, নিজ বাড়ি, ব্যবসা, সুশ্রী, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7602811472. (C/112970)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, 36/5'-7", M.A. পাশ। ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 8016561028. (S/N)

■ কায়স্থ, 42, সঃ কর্মচারী, ডিভোর্সি-এর জন্য ঘরোয়া, রুচিশীলা পাত্রী চাই। ফোন : 6296014340, সময় সন্ধে 6 (ছয়)টা থেকে রাত্রি 9 (৯)টা। (C/112973)

■ 32+/5'-8", B.Com. পাশ, বেসরকারি কর্মচারী পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9641797636. (C/112979)

■ ব্রাহ্মণ, 42 বছর, ৫'-৮", কোচবিহার নিবাসী, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9679610832, 9474569616. (C/109139)

■ কায়স্থ, 35+/5'-1", Computer কাজে অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9641868541. (C/112963)

■ কর্মকার পরিবার, 29/5'-9", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9434840464, 8597631597. (C/109221)

■ সরকারি পেনশনার, দায়মুক্ত, একা, নিজ বাড়ি। 50 উত্তীর্ণা ডিভোর্সি বা Widow, দায়হীন পাত্রী চাই। জাতি বিচার নিষ্প্রয়োজন। WhatsApp : 7319210357. (C/109222)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, কায়স্থ, 30 বছর বয়সি/5'-10", কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ব্যাংকে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য ঘরোয়া বা কর্মরত পাত্রী কাম্য। 080-69075229. (C/109222)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-11"/28 বছর বয়সি, M.Tech., বাবা স্টেট ব্যাংক রিটায়ার্ড। বাড়ির একমাত্র পুত্রসন্তান, Bangalore Microsoft Data Scientist-এর উচ্চপদে কর্মরত ছেলের জন্য Bangalore-এ কর্মরত পাত্রী কাম্য। (নো কাস্টবার)। 080-69141300. (C/109222)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, কায়স্থ, 35 বছর বয়সি/5'-8", MBA, কোয়ালিফায়েড, ব্যাঙ্গালোরে American Bank ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69141321. (C/109222)

■ শিলিগুড়ি শিবমন্দির নিবাসী, 33 বছর বয়সি 5'-4", M.Tech., প্রতিষ্ঠিত বাবার প্রতিষ্ঠিত একমাত্র পুত্রসন্তান, Hyderabad IT Sector-এ উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য IT/MNC-এর সাথে যুক্ত পাত্রী কাম্য। (নো কাস্টবার)। 080-69141321. (C/109222)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 40 বছর বয়সি/5'-10", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/ম্যানুফ্যাকচারার সুপাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। 080-69141320. (C/109222)

■ কায়স্থ, 35+, M.A. (Hist.), 5'-7", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন একমাত্র পুত্রের ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের স্বঃ/অসবর্ণ, ঘরোয়া/চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। (M) 9749379189. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-7", স্নাতক, চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী সরকারি কর্মী, মা পেনশনার, একমাত্র পুত্র। 30 অনূর্ধ্বা পাত্রী কাম্য। (M) 9932141685 (জলঃ)। (C/108757)

■ 37/5'-5", বিহারি, নামমাত্র ডিভোর্সি, ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই (বাঙালি হলেও চলবে)। 9609974842. (C/108763)

■ 35/5'-5", কায়স্থ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, LLM (Business Law) ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা, বর্তমানে বাড়ি হইতে বহুজাতিক সংস্থায় (MNC) কর্মরত পাত্রের জন্য ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা স্নাতক (H)/স্নাতকোত্তর পাত্রী চাই। (M) 9614582750 (WhatsApp) 9434490270. (C/108760)

■ তন্তুবায়, 30+/5'-5", B.Tech., গুরগাঁও-তে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের সুশ্রী ও শিক্ষিতা/কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 7908803117. (M/M)

■ কায়স্থ, দেবগণ, 30/5'-6", B.Tech., শিলিগুড়ি বাড়ি, কলকাতা নিবাসী, বেঃ সঃ IT কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, কায়স্থ, বয়স 26-28'এর পাত্রী কাম্য। 8335856676. (K)

■ ব্রাহ্মণ, দেবগণ, 32+/5'-8", B.Tech., শিক্ষক (প্রাঃ) ও ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি, স্বঃ/অসবর্ণ, শিক্ষিতা উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7479318621. (C/108647)

■ ব্রাহ্মণ, দেবগণ, 37/5'-6", একমাত্র পুত্র, রাজ্য সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী। মাতা পেনশনভোগী। পাত্রের জন্য 34-এর মধ্যে, B.A. পাশ পাত্রী চাই। মোঃ 9800135848. (C/108646)

■ পাত্র বিহারি (রবিদাস), 33+/5'-7", সুদর্শন পাত্রের জন্য সমগোত্রীয়, সুশ্রী, সাংসারিক পাত্রী কাম্য। Mob : 8597929554. (C/108649)

■ ব্রাহ্মণ, 31/6', পিতা পেনশনভোগী, পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, রেলওয়েতে কর্মরত পাত্রের জন্য 5'-4"-8", 21-26'এর মধ্যে শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9641657361. (C/108160)

পাত্রী চাই

■ কাঃ, 29+/5'-4", উকিল (ডিভোর্সি)। চাকরিরতা বা ঘরোয়া উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8509416916 (7 P.M. to 10 P.M.). (B/S)

■ কায়স্থ, 34/5'-6", বিটেক, সরকারি কর্মীর, ফর্সা, সুশ্রী, মধ্যবিত্ত ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ 29 মধ্যে পাত্রী কাম্য। 8918704048. (C/109151)

■ পাত্র তিলি পাল, 30, অ্যাডভোকেট, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ত্রিতল বাড়ি, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9832086299. (A/A)

■ পাত্র কায়স্থ, 31/5'-6", MBBS-এর জন্য সুশ্রী, রাজ্য সরকারি কর্মী, স্কুল শিক্ষিকা, শিলিগুড়িস্থ পাত্রী কাম্য। (M) 7427998337. (C/112960)

WANTED BRIDE

36/5'8", MBA, Convent Educated, MBA with a global outlook, director in his own 200 crores company, settled in Siliguri seeks Tall, Beautiful, Well Educated, Dog Loving (small pocket size dogs) Bride from an upper middle class well educated family. Son of an Affluent Industrialist from Siliguri. Caste No Bar. (M): +91 76028 61666 / +91 94340 53469, E-mail:- priyanko.saha@gmail.com

■ তন্তুবায়, 29+, একমাত্র পুত্র, ব্যবসায়ী, B.Com. পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, সুশ্রী, 20-23'এর মধ্যে পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 8900699873. (C/112957)

■ কাঠমান্ডু (নেপাল) স্থিত প্রতিষ্ঠিত Int'l Logistic ব্যবসায়ী, কায়স্থ, পিতার ব্যবসায় যুক্ত, 32+/5'-4", BBA (কানাডা) পাশ, পুত্রের জন্য সুশ্রী, সুশিক্ষিত পাত্রী কাম্য। Phone : 9830401077, 9123793664. (C/112896)

■ কায়স্থ দাশ, 5'-9", স্নাতক, সুদর্শন, নেশাহীন, নর, Pvt. স্কুলে ক্লার্ক পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 6297058453. (C/109110)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/109080)

■ বৈশ্য সাহা, ৩০+/৫'-৬", সরকারি কর্মচারী, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9832185445. (C/109123)

■ জেনারেল, সাহা, ৩০/৫'-৬", Electrical Engineer (Pune কর্মরত)। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9932176210. (C/109201)

■ অসম নিবাসী, দেবনাথ, 34+, H.S., 5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ২৭-২৮ মধ্যে ফর্সা, দেবনাথ পাত্রী কাম্য। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। ফোন : 6003565197. (S/A)

■ কায়স্থ, চৌধুরী, 29/5'-6", মাধ্যমিক পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9832781065. (C/109127)

■ পাত্র 65 বছর, বিপত্নীক, নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, খ্যাতনামা সমাজসেবী, বাড়ি, গাড়ি, দুজন অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক কর্মরত পুত্র। বয়স্কা, বিধবা, পিছুটানহীন, দাবিহীন পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 8116715773, 8389871957. (C/109129)

■ দক্ষিণ দিনাজপুর নিবাসি ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 25-32 মধ্যে পাত্রী চাই। দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্যে পাত্রী কাম্য। 9126672363। (M-MM)

■ 28/5'7" গোস্বামী, ভরদ্বাজ গোত্র, সফ্‌টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার কোলকাতায় কর্মরত, মালদা নিবাসী পাত্রের জন্য 24 বছরের মধ্যে সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9474343848. (M-104955)

■ সাহা হাইস্কুল শিক্ষিক (মালদা), 5'3", 48 DC, Double MA পাত্রের জন্য সরকারী চাকুরীজীবী 35 DC-এর মধ্যে পাত্রী চাই। M-9733051528. (M-104957)

■ রায়গঞ্জ, দেবনাথ, 32+/5'7", M.Sc (Math), B.Ed, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M-9476282730. (M-T/R)

অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি

■ উত্তরবঙ্গের ১১ বছরের বিশ্বস্ত বিবাহ প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি, লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি সহ সেরা পাত্র-পাত্রীর খোঁজ পেতে আজই যোগাযোগ করুন-8145129992. (C/109208)

কীটনাশক খাইয়ে কুকুর মারার অভিযোগ

চোপড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে বাড়ির এক পোষা কুকুরকে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল। চোপড়ার কালাগছ এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ওই কুকুরের মালিক রাজেশ সরকার চোপড়া থানায় প্রতিবেশী এক দম্পতির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজেশের বক্তব্য, প্রতিবেশী এক দম্পতি কয়েক দিন ধরে মাংসের টুকরোর সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে রাস্তার কুকুর মারার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে প্রতিবাদও করা হয়। শুক্রবার বিকালে তাঁর কুকুরের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটে। তারপর থেকে কুকুরটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। শনিবার সকালে স্থানীয় একটি স্কুলের পিছনে কুকুরটিকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে এদিন থানায় অভিযোগ জানানো হয়। খবর পেয়ে পিপল ফর অ্যানিমাল সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সম্পাদক নবনীতা উপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি তুলেছেন। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানানো হচ্ছে, কুকুরের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুরে পাঠানো হয়েছে।

বিজয়ীদের সংবর্ধনা

চোপড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলা স্তরে চোপড়া ব্লকের প্রথম স্থানাধিকারী চার পড়ুয়া সহ মোট ছয়জনকে শনিবার সংবর্ধনা দেওয়া হল। এদিন ব্লক ক্রীড়া কমিটির উদ্যোগে চোপড়া নর্থ সার্কেল অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার ও চোপড়ার নর্থ সার্কেলের (প্রাইমারি) পরিদর্শক ফারুক মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রাইমারি স্তরের পড়ুয়াদের জেলা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চোপড়া সার্কেলের ডাঙ্গাপাড়া প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র মহম্মদ আনাস, দলুয়া সরস্বতী প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী সালমা বেগম, চোপড়া নর্থ সার্কেলের আমতোলা প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র দিলশাদ জেহেন ও খোঁচাবাড়ি প্রাইমারির ছাত্রী সীমা খাতুন বিভিন্ন ইভেন্টে প্রথম স্থান অধিকার করে। তারা রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ৩৯তম রাজ্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বিঘ্নে ইংরেজি পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনের ইংরেজি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে মিটল। নির্দিষ্ট সময়েই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা শুরু হয়। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার কোথাও কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা হয়নি বলে জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। প্রথম দিনের তুলনায় এদিন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চারজনের মতো বেড়েছে বলেও জানানো হয়। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য সকাল থেকে রাস্তায় পুলিশ ছিল। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার মাধ্যমিক পরীক্ষার আহ্বায়ক সুপ্রকাশ রায় বলেন, 'পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে।' প্রশ্নপত্র সহজ এসেছে বলে পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

পুজো

চোপড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালটলি এলাকায় শনিবার গ্রাম দেবতা পুজো অনুষ্ঠিত হল। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা সুবল গোপের কথায়, 'গ্রামের সুখশান্তি কামনায় প্রতিবছর এই পুজোর আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এদিন কালীপুজোরও আয়োজন করা হয়।'

আরওবি তৈরির বাধা কাটল

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : নকশা চূড়ান্ত। এবার রাঙ্গাপানিতে রেলওয়ে ওভারব্রিজ (আরওবি) তৈরির ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা নেই। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের একটি চিঠি তুলে ধরে এমনই দাবি করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। ওই চিঠি অনুসারে, রাজ্যের পূর্ত দপ্তর থেকে অনুমতি মিলেছে এবং তার প্রেক্ষিতে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আরওবির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

এই ধরনের কাজের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য মোট খরচের ৫০ শতাংশ করে টাকা দেয়। কিন্তু রাজ্যের তরফে কোনও টাকা দেওয়া না হলেও আরওবি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। নির্মাণের ক্ষেত্রে সমস্ত খরচ তাদের তরফে ব্যয় করা হবে বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন কাটিহারের ডিআরএম। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে ধন্যবাদ জানান রাজু বিস্ট।

এই লেভেল ক্রসিংয়েই তৈরি হবে ওভারব্রিজ। রাঙ্গাপানিতে।

সমস্যাটি নিয়ে গত বছরের ২৩ জানুয়ারি রেলমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার কথা উল্লেখ করে রাজু বিস্ট বলেন, 'এই উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে ওই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হচ্ছে। আরওবি তৈরির মধ্যে দিয়ে এলাকাটি আরও গতিশীল হবে।'

ট্রেন চলাচলের জন্য দিনের অধিকাংশ সময় রাঙ্গাপানি লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকে। যার জন্য চরম সমস্যায় পড়তে হয় ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারীদের। প্রত্যেকদিন রাস্তাটি ব্যবহার করেন প্রায় এক লক্ষ মানুষ। এই পথে চলাচলের ক্ষেত্রে সময় নষ্ট হওয়ায় দীর্ঘদিন থেকেই এখানকার মানুষ উড়ালপুলের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। গত বছর দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছিলেন রাজু। বিষয়টি নিয়ে তিনি রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানিয়েছিলেন। তিনি সমস্যার কথা জানিয়ে রেলমন্ত্রীকে চিঠি দেন। আরওবি নির্মাণের ব্যাপারে একটি চিঠি দিয়ে শুক্রবার সাংসদকে আশ্বস্ত করেন ডিআরএম।

সাংসদের বক্তব্য, 'রেলের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাঙ্গাপানির পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়া, বিধাননগর, ঘোষপুকুর এবং শিলিগুড়ির মানুষ উপকৃত হবেন।' ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বরাদ্দের কথা ডিআরএম উল্লেখ করায় আরওবির কাজ শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে বেশিদিন লাগবে না বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপি সূত্রে খবর, লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রেলের এই সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরা হবে।

> রেলের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাঙ্গাপানির পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়া, বিধাননগর, ঘোষপুকুর এবং শিলিগুড়ির মানুষ উপকৃত হবেন।
>
> **রাজু বিস্ট**
> *সাংসদ, দার্জিলিং*

হাসিতে হাসিও

জেলে স্বজন

এক কয়েদি বহু বছর ধরে জেলে বন্দি। কিন্তু কখনও কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।

তাই একদিন জেলার বললেন, 'ছুটির দিনে সবার আত্মীয়স্বজন দেখা করতে আসেন। তোমার কেউ আসে না কেন?'

কয়েদি : কেউ আসার মতো নেই স্যর?

জেলার : কেন? তোমার স্বজন কেউ বেঁচে নেই!

কয়েদি : আছে স্যর। তবে তারা সবাই তো দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জেলে বন্দি।

মাধ্যাকর্ষণে ঘুম

পদার্থবিদ্যার শিক্ষক : ক্লাসে ঘুমোচ্ছিস? সাহস তো কম নয়!

বলাই : স্যর ঘুমাইনি তো।

পদার্থবিদ্যার শিক্ষক : বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলি, দেখেছি আমি।

বলাই : স্যর, কী যে বলেন! আপনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পড়াচ্ছিলেন। তাই একটু প্র্যাকটিকাল করছিলাম।

পদার্থবিদ্যার শিক্ষক : মানে?

বলাই : স্যর, মাথার ভার ছেড়ে দিতেই ঘাড় সহ তা নীচে নেমে যাচ্ছিল। মানে মাধ্যাকর্ষণের টানে বেঞ্চে মাথা...

-সৃজন দাশগুপ্ত, কোচবিহার

8597258697 পাঠান মজার জোকস, চুটকি এই নম্বরে।

তিন কিলোমিটার এলাকার ফেন্সিং উধাও

ফাঁকা জায়গা দিয়ে হাতির আনাগোনা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি শিলিগুড়ির ছোটা ফাঁপড়ি নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একাধিকবার হাতি হানা দিয়েছে। বারবার ওই এলাকায় কেন হাতি বেরিয়ে আসছে, তার খোঁজ শুরু করেছিল বন দপ্তর। সূত্রের খবর, বনকর্মীরা তদন্তে নেমে দেখেছেন ছোটা ফাঁপড়িতে প্রায় তিন কিলোমিটার জঙ্গলের ফেন্সিং কেটে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি জঙ্গল লাগোয়া এলাকাতেই তৈরি হয়েছে একাধিক ঘর, বাড়ি। এর জেরে খাবারের খোঁজে বারবার হাতি এই পথে চলে আসছে বলে মনে করছেন বনকর্তারা। তাই ওই এলাকায় ফের নতুন করে ফেন্সিং দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে বন দপ্তর।

বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের ডাবগ্রাম রেঞ্জের অধীনে ওই এলাকা। ডাবগ্রামের রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদারের বক্তব্য, 'আমরা আগেও ফেন্সিং দিয়েছিলাম। এখন দেখছি ওই ফেন্সিংগুলো কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা দেখছি আবার নতুন করে ফেন্সিং লাগানো যায় কি না।'

ছোটা ফাঁপড়ি নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয় একদম জঙ্গলের গা ঘেঁষে। যে কারণে ওই স্কুলে যখন-তখন বন্যজন্তু আসার আশঙ্কা প্রবল। বর্তমানে স্কুলে ১১৮ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ওই এলাকায় জঙ্গলের গা ঘেঁষেই বসতিও গড়ে উঠেছে। ফলে প্রায়ই খাবারের সন্ধানে হাতি চলে আসছে এলাকায়। নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরপর হাতির হানার জেরে এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বনকর্তারা। সেখানে গিয়েই নজরে পড়ে বেশ কিছু জায়গায় ফেন্সিং কাটা।

ছোটা ফাঁপড়ির এই স্কুলকে ঘিরেই শুরু হয়েছিল বিতর্ক।

সরেজমিনে বনকর্মীরা দেখেন তিন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে একাধিক এলাকায় ফেন্সিং কেটে নিয়ে চলে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আর ওই এলাকাগুলি দিয়েই হাতি চলে আসছে বাইরে। যে এলাকাগুলি দিয়ে হাতি বাইরে এসেছে সেখানে হাতির মলও মিলেছে। তাই বন দপ্তর হাতির জঙ্গল থেকে বাইরে আসার রুট নিয়ে নিশ্চিত হয়েছে। ওই এলাকাগুলিতে রাতে টহলদারিও বাড়িয়েছে বন দপ্তর। একটি টহলদারি ভ্যান সবসময় থাকছে।

কমলালেবু চাষে কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : উৎপাদনে ধাক্কা খেয়েছে উত্তরবঙ্গের ম্যান্ডারিন কমলালেবু। কীভাবে আরও বেশি কমলালেবুর চাষ বাড়ানো যাবে তা নিয়ে দু'দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর। ওই কর্মশালায় কমলালেবু চাষের কী সমস্যা রয়েছে, কতজন চাষি ওই উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত, কীভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। শনিবার কালিম্পংয়ে ক্লুনি মহিলা কলেজে এই কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। যেখানে কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলার কমলালেবুর চাষ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি বিক্রি ও প্যাকেজিং কীভাবে আরও ভালো করা যাবে তা নিয়েও আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। এদিন ওই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ তৃপ্তি বশিষ্ঠ, সিকিমের কৃষি দপ্তরের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর এলবি দাহাল, নেপালের কৃষি দপ্তরের আধিকারিক শোভা শর্মা প্রমুখ।

পেটের দায়ে শীতের সকালে...

কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সামনে। ছবি : অপর্ণা গুহরায়

এটিএম লুট রুখল পুলিশ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : দুষ্কৃতীরা ফিল্মি কায়দায় এটিএম লুটের চেষ্টা করেছিল। গভীর রাতে এটিএমের ভল্ট কাটার কাজ প্রায় অর্ধেক করেও ফেলা হয়েছিল। তবে শেষরক্ষা হয়নি। কেননা, ওই সময়ই নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশকে দেখে দুষ্কৃতীরা অবশ্য পালিয়ে যায়। পুলিশ তাদের আটক করতে পারেনি।

শুক্রবার রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী ফুলবাড়ির জটিয়াকালী মোড় এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম লুটের চেষ্টা করে। পুলিশ সূত্রে খবর, এজন্য ওই দলটি নতুন গ্যাস কাটার মেশিন, গ্যাস সিলিন্ডার সহ বহু সামগ্রী কিনে নিয়ে এসেছিল। কয়েকজন এটিএমের ভেতর ভল্ট কাটার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। বাইরে আরও কয়েকজন পাহারায় ছিল। রাত দেড়টা নানাদ পুলিশের টহলদারি ভ্যান ওই এলাকায় যায়। এটিএমের পাশে জটলা দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। কিছু একটা গণ্ডগোল রয়েছে আঁচ করতে পেরে পুলিশকর্মীরা গাড়ি থেকে নেমে এটিএমের দিকে এগোতেই দুষ্কৃতীরা দৌড়ে পালাতে শুরু করে।

> পুলিশ সময়মতো চলে আসায় কোনও অঘটন ঘটেনি। রাতে চিৎকার শুনে গ্রামেরও অনেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে পালিয়ে যাওয়ার জন্য দুষ্কৃতীদের ধরা যায়নি।
>
> **সাব্বির রহমান**
> *পঞ্চায়েত সদস্য*

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ সাব্বির রহমান বলেন, 'পুলিশ সময়মতো চলে আসায় কোনও অঘটন ঘটেনি। রাতে চিৎকার শুনে গ্রামেরও অনেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে পালিয়ে যাওয়ার জন্য দুষ্কৃতীদের ধরা যায়নি।' নিউ জলপাইগুড়ি থানা সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্ত চলছে। পুলিশকর্মীদের একটি দল অবশ্য রাত থেকেই ওই এটিএমের সামনে পাহারায় ছিল।

শনিবার সকালে খবর চাউর হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে গিয়ে দেখা যায়, এটিএম ভল্টের মাঝবরাবর লম্বা করে কাটার চেষ্টা হয়েছে। আর কিছুটা সময় পেলেই এটিএমের টাকা লুট হত বলে বাসিন্দাদের ধারণা।

এদিন বেলা বারোটা নাগাদ পুলিশ নিয়ম মোতাবেক এটিএমের দায়িত্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়। লুটের চেষ্টায় ব্যবহার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। গ্যাস কাটার মেশিন, গ্যাস সিলিন্ডার, বিভিন্ন আকারের রেঞ্জ, বিশেষ ধরনের স্প্রে ও বহু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

মৃত্যু পরিযায়ীর, বিপাকে পরিবার

বড়দিঘি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ইচ্ছে ছিল দোলের সময় বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় কিনে দেবেন। কিন্তু সেই আশা আর পূরণ হল না কুমলাইয়ের সিকান্দর মাহাতোর (৩৬)। শুক্রবার কেরলের একটি বহুতলে কাজ করার সময় ছাদ থেকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাছুয়াপাড়ার বাসিন্দা সিকান্দররা পাঁচ ভাই কেরলে শ্রমিকের কাজ করেন। একটি বহুতলে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করছিলেন সিকান্দর। প্রতিদিনের মতো এদিনও সকালে কাজে বেরিয়েছিলেন সিকান্দর। দুপুরের দিকে ছাদে কাজ করার সময় আচমকাই পা পিছলে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন তিনি। কর্তৃপক্ষই আহত সিকান্দরকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তখনই খবর দেওয়া হয় বাকি দুই ভাই উপেন্দার মাহাতো ও সত্যেন্দার মাহাতোকে।

মৃতের স্ত্রী মিতু মাহাতো শোকে মাঝেমধ্যেই চেতনা হারাচ্ছেন। কথা বলার মতো অবস্থায় নেই মিতু। পরিবারের সকলেই নাওয়াখাওয়া কার্যত ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রী ছাড়াও মৃতের অষ্টম শ্রেণি ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া দুই সন্তান রয়েছে। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিতে মৃত্যুতে অথই জলে পড়েছে পরিবারটি।

নেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, রেফার নিয়ে ক্ষোভ

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ৩ ফেব্রুয়ারি : স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের অভাবে ধুঁকছে লোধন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এখানে গর্ভবতীদের সিজারের সমস্ত পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও মেলে না পরিষেবা। নানা অজুহাতে প্রায়ই রোগীদের স্থানান্তরিত (রেফার) করার অভিযোগ ওঠে। ফলে, রোগী ও পরিবারের হয়রানি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিএমওএইচ আলিয়া সুলতানা জানান, চিকিৎসক ঘাটতি আগের চেয়ে অনেকটা দূর করা সম্ভব হয়েছে। স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করা হয়েছে। সিজারিয়ান সেকশনটি খুব তাড়াতাড়ি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুলের কথায়, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করছি, দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।'

লোধন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন একজন অস্থায়ী সহ মোট ছ'জন চিকিৎসক রয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়েও মেলেনি একজন স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। অথচ শিশুমৃত্যুর হার কমাতে রাজ্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে জোর দেওয়ার কথা বলছে। এনিয়ে গ্রামেগঞ্জে প্রচার চলছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন রোগীরা। তাঁদের অভিযোগ, এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষ। চিকিৎসা পরিষেবার জন্য তাঁদের ভরসা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

লোধন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

> দীর্ঘদিন ধরে শুনছি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিজারিয়ান সেকশন চালু হবে। কিন্তু এখনও সে উদ্যোগ নজরে পড়ছে না। অথচ এখানে সিজারের সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি। নয়া ভবন তৈরি হয়েছে। সিজারের ব্যবস্থা না থাকায় কেউই ঝুঁকি নিচ্ছেন না।
>
> **আশিফ রেজা**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

কিন্তু এখানে রোগী ভর্তি করতে আনলেই নানা অজুহাতে তাঁদের অন্যত্র পাঠানো হয়। ফলে, রোগী ও তাঁদের স্বজনরা হয়রানি, ভোগান্তির শিকার হন। শুধু তাই নয়, রোগীদের সুষ্ঠু চিকিৎসা করাতে গিয়ে অনেকে দালালদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সুজেন ঠাকুর জানান, এখানে নামমাত্রই চিকিৎসা হয়। ব্যবস্থা থাকলেও হয় না এক্স-রে। নেই সিজারের ব্যবস্থাও। রোগীদের সবসময় অন্যত্র পাঠানো হয়। তাঁর অভিযোগ, সম্প্রতি গ্রামের এক অন্তঃসত্ত্বাকে দু'দিন আগে এখানে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তাঁকে অন্যত্র পাঠানো হয়। পরে তাঁকে কিশনগঞ্জের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পথে সন্তান প্রসব করেন তিনি। এভাবে রেফারের নামে রোগী নিয়ে হয়রানি শিকার হচ্ছেন এলাকাবাসী। আরেক বাসিন্দা আশিফ রেজা অভিযোগ করেন, 'দীর্ঘদিন ধরে শুনছি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিজারিয়ান সেকশন চালু হবে। কিন্তু এখনও সে উদ্যোগ নজরে পড়ছে না। অথচ এখানে সিজারের সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি। নয়া ভবন তৈরি হয়েছে। সিজারের ব্যবস্থা না থাকায় কেউই ঝুঁকি নিচ্ছেন না।'

এব্যাপারে কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক নাশিম এহসানের দাবি, এখানে সিজার পরিষেবা চালু করা খুবই জরুরি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা চালু না থাকায় বিপাকে পড়ছেন মানুষজন। কিছু রাস্তাঘাট সংস্কার করে উন্নয়নের প্রচার চালানো হচ্ছে। কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না।

অন্য সংস্করণের খবর

কোচবিহার

ছেলেকে নিয়ে স্কুলে ধর্না

বক্সিরহাট, ৩ ফেব্রুয়ারি : স্কুলে সবেমাত্র প্রার্থনা শেষ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের শ্রেণিকক্ষে ঢুকতে শুরু করেছে। হঠাৎই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে হাজির স্কুলেরই এক নবম শ্রেণির ছাত্র ও তার বাবা-মা। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে ধর্নায় বসে পড়েন তাঁরা। স্কুলে হইহই শুরু হয়। প্রধান শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতেই ওই ছাত্রের অভিভাবক জানান, এক ছাত্রীর অভিভাবক তাঁর ছেলেকে মারধর করেছেন। তার প্রতিবাদে তিনি প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে ধর্নায় বসেছেন। শনিবার ওই স্কুল ছাত্র ও তার পরিবারের ধর্না ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিরহাট হাইস্কুলে।

এদিন সেই ধর্না দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করে স্কুলেরই অন্য ছাত্রছাত্রীরা। তাই বাধ্য হয়েই ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষে ঢুকিয়ে কাউকেই বেরোতে দেননি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি না হলেও গোটা ঘটনাকে ঘিরে ব্যাঘাত ঘটে স্কুলের পঠনপাঠনে। স্কুলের ভেতরে এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গোটা এলাকায়।

স্কুল চত্বরে এসব যখন চলছে তখন স্কুলের তরফে খবর দেওয়া হয় বক্সিরহাট থানায়। পরে পুলিশের অনুরোধে ধর্না প্রত্যাহার করেন ওই ছাত্র ও তাঁর বাবা-মা।

কোচবিহার

মাদ্রাসায় ফেরার পথে নিখোঁজ কিশোর

বক্সিরহাট, ৩ ফেব্রুয়ারি : অসমের মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে যাওয়ার পথে আচমকা নিখোঁজ এক কিশোর। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ফলিমারি এলাকার ঘটনা। ছেলেকে খুঁজে পেতে শনিবার বক্সিরহাট থানার দ্বারস্থ হয়েছে কিশোরের পরিবার। নিখোঁজ কিশোরের নাম ছাদ্দাম খান (১৪)। সে অসমের তামারহাট থানার বাগডোগরা এলাকার একটি মাদ্রাসায় পাঠরত।

১৫ দিন পরপর ছুটিতে মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে আসত কিশোর। সে একা একাই যাতায়াত করত। গত ২০ জানুয়ারি একাই বাড়ি থেকে অসমের সেই মাদ্রাসার উদ্দেশে রওনা দেয় ছাদ্দাম। তবে পাঁচদিন পর মাদ্রাসা থেকে ফোন করে ছাদ্দামের বাড়িতে জানানো হয়, তাঁদের ছেলে মাদ্রাসায় ফেরেনি। তাতেই চিন্তায় পড়েন পরিবারের লোকজন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

ছেলের খোঁজে আত্মীয়স্বজন সহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর শুরু করেন তাঁরা। পরে খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, অসমের কোকিলাডাঙ্গা এলাকায় শেষবার দেখা মিলেছিল ওই কিশোরের। ওই কিশোরের বাবা হোসেন আলি বলেন, বাড়ি থেকে মাদ্রাসার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পথে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে আমার ছেলে। ১৪ দিন কেটে গেলেও ছেলের কোনও খোঁজ না মেলায় চিন্তায় আছি। তাঁর সংযোজন, অসমের তামারহাট থানা এলাকা থেকে নিখোঁজ হলেও নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ নেয়নি সেই থানা। তাই এদিন তিনি বক্সিরহাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

এ ব্যাপারে বক্সিরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, যে এলাকা থেকে কিশোর নিখোঁজ হয়েছে, সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করার নিয়ম। বিষয়টি উপরমহলে জানানো হবে। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে ওই কিশোরের খোঁজ চলছে।

র‍্যাশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিমল রায়ের পরিবারকে বাড়তি সুযোগ

নিয়ম ভেঙে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে বিভিন্ন স্কুলে মিড-ডে মিলের বরাদ্দ দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলায় সরাসরি মহকুমা শাসকের অফিস থেকেই মিড-ডে মিলের নিয়ন্ত্রণ হলেও শিলিগুড়িতে মহকুমা শাসকের অফিস থেকে চাল বরাদ্দের ফাইল নিয়মিতভাবে খাদ্য দপ্তর যায়। সেখান থেকে বিমল রায়ের স্ত্রীর নামে চাল তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। কোনও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আমলে স্ত্রীর বকলমে বিমলকে মিড-ডে মিলের চাল সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ। শুধু তাই নয়, স্কুল কর্তৃপক্ষের সামনে চাল মেপে দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও সেটাও মানা হয় না। কাজেই এখানেও দুর্নীতির আশঙ্কা রয়েছে। স্কুলগুলির বক্তব্য, যা দিয়ে যায়, মুখ বুজে সেটাই মেনে নিতে হয়। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। দার্জিলিংয়ের খাদ্য নিয়ামক বিশ্বজিৎ বিশ্বাসও ফোন ধরেননি। বিমল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বাম আমলেই শিলিগুড়িতে নন-ওয়ার্কার খাতে র‍্যাশন দুর্নীতির সূত্রপাত। বিমল নিজে র‍্যাশন ডিলার, স্ত্রীর নামে র‍্যাশন ডিস্ট্রিবিউটারের লাইসেন্স রয়েছে। এরই সঙ্গে চা বাগানের নন-ওয়ার্কার খাতের র‍্যাশন ব্যবস্থা ২০০৬ সালে যুক্ত হয়। বামেদের সৌজন্যে লক্ষাধিক ভুয়ো র‍্যাশন কার্ড বানিয়ে প্রতি মাসে সরকারি ভরতুকিতে সরবরাহ করা কোটি কোটি টাকার খাদ্যপণ্য চুরি করে বিক্রির কারবার চলেছে। এহেন র‍্যাশন মাফিয়াকেই ২০১১ সালে মিড-ডে মিলের চাল সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু কীভাবে বিমল এই দায়িত্ব পান? সূত্রের খবর, সরকারি নিয়মে মহকুমা শাসক এবং বিডিওদের হাতেই মিড-ডে মিলের নিয়ন্ত্রণ থাকে। স্কুলের প্রয়োজন অনুযায়ী

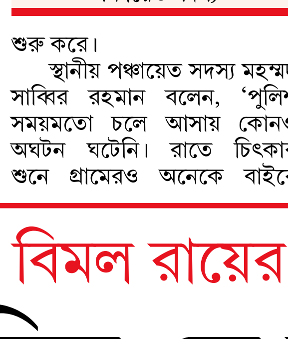

মহকুমা শাসকের অফিসে মিড-ডে মিল বিভাগ থেকে সমস্ত হিসাব রাখা হয় এবং স্কুলগুলিকে সেখান থেকেই বরাদ্দ দেওয়া হয়। সেই বরাদ্দের নথি নিয়ে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া অথবা রাজ্য খাদ্য দপ্তরের গুদাম থেকে সেই চাল সংগ্রহ করবে। কিন্তু জ্যোতিপ্রিয়র নির্দেশে শিলিগুড়িতে খাদ্য দপ্তরকে মাধ্যম করে বিমলের স্ত্রীর নামে মিড-ডে মিল সরবরাহের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির একাধিক র‍্যাশন ডিলারের বক্তব্য, প্রথম দিকে মহকুমা শাসকের অফিস এবং বিডিও অফিস থেকে স্থানীয় ডিলারদের স্কুলে চাল সরবরাহের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়।

ওই ব্যবসায়ী শিলিগুড়ি মহকুমায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র মিলিয়ে প্রায় ৯২৭টি স্কুলে মিড-ডে মিলের চাল সরবরাহ করেন। অভিযোগ, নিয়ম থাকলেও কোনও স্কুলেই চালের বস্তা ওজন করে দেওয়া হয় না। ফলে ৫০ কেজির জায়গায় ৪০ কেজি থাকলেও কারও ধরার উপায় নেই। নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নীতীশ ঘোষের বক্তব্য, 'চাল মেপে দেওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের এখানে কোনও দিনই তা করা হয় না।'

উদাসীন প্রশাসন

- মহকুমা শাসক এবং বিডিওদের হাতেই মিড-ডে মিলের নিয়ন্ত্রণ থাকে
- জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নির্দেশে বিমল রায়ের স্ত্রীর নামে মিড-ডে মিল সরবরাহের লাইসেন্স
- মহকুমা শাসকের অফিস এবং বিডিও অফিস থেকে স্থানীয় ডিলারদের স্কুলে চাল সরবরাহের দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়
- গোটা বিষয়টি জানা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন উদাসীন

মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

ময়নাগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ। শনিবার সকালে ময়নাগুড়ি ব্লকের বেতগাড়া স্টেশনের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। ট্রেনে কাটা পড়ে মাঝবয়সি ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। তাঁর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এদিন সকালে বেতগাড়া স্টেশনের কাছে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর জিআরপি ও আরপিএফ ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনাস্থলে আসেন ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডুও। ময়নাগুড়ি জিআরপি থানার ওসি হরিবাহাদুর শেরপা জানান, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

অভিযুক্তের আলফা-যোগের জল্পনা

প্রতারণায় ধৃত অসমের বাসিন্দা

আলিপুরদুয়ার, ৩ ফেব্রুয়ারি : অসমে আর্থিক প্রতারণা কাণ্ডে অভিযুক্ত একজনকে আলিপুরদুয়ার থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার অভিযুক্ত মানস চালিহাকে আলিপুরদুয়ারের দমনপুর সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অসমের দরগাঁওয়ের বাসিন্দা মানসের সঙ্গে আলফা-যোগ রয়েছে। এব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। তাঁর কথায়, 'অসম পুলিশের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে শুক্রবার অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছিল। অভিযুক্তকে অসম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

ধৃত কার সঙ্গে কী প্রতারণা করেছে, সেটাও স্পষ্ট নয়। শনিবার অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলার পর অসম পুলিশ তাকে তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ড নেয়। তদন্তের স্বার্থে মুখ খুলতে চাইছে না আলিপুরদুয়ারের পুলিশ।

শুক্রবার বিকালে হঠাৎ আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা যায়। দমনপুর সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের টহলদারি বাড়ানো হয়। তারপরই ওই গ্রেপ্তারের খবর শোনা যায়। সেখান থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অসম থেকে তাড়া খেয়ে শ্রীরামপুর ও বারবিশা হয়ে ৩১সি জাতীয় সড়ক ধরে আলিপুরদুয়ারে আসা সহজ। তবে অভিযুক্ত আলিপুরদুয়ারে কোথায়, কতদিন ধরে লুকিয়ে ছিল তা জানা যায়নি। মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন দেখে পুলিশ অভিযুক্তের হদিস পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, পুলিশের জেরার মুখে ধৃত ব্যক্তি জানিয়েছে, সে নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী আলফা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তবে সে আলফা সংগঠনের সদস্য পরিচয়ের আড়ালেই টাকা তুলত কি না, সেই বিষয়ে জানা যায়নি। অসম পুলিশও এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

শনিবার আলিপুরদুয়ার থানা ও কোর্ট চত্বরে অসম পুলিশের একাধিক গাড়ি দেখা গিয়েছে। এদিন সেখানে একটি কালো কাচে ঢাকা গাড়িতে অসম পুলিশের তদন্তকারী কর্তাদের ঘেরাটোপে অভিযুক্তকে রাখা হয়। অভিযুক্তের ছবি তোলা নিয়েও সতর্ক ছিল পুলিশ। এদিন অভিযুক্তকে বিকালে আলিপুরদুয়ার আদালত থেকে থানাতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অফিশিয়াল কাজ শেষ করে অসমের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

কী ঘটেছে

- মনপুর সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়
- ধৃত মানস চালিহা অসমের দরগাঁওয়ের বাসিন্দা
- সে কতদিন ধরে এখানে লুকিয়ে ছিল, জানা যায়নি
- তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে অসমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে

সংস্কৃতি রক্ষায় পূর্বসূরিদের স্মৃতিসৌধ

তুফানগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : জোড়া মাশান ও জোড়া কালীপুজোর আয়োজন করল তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান-ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতভাইপাড়া তালগুড়িরপাড় জোনাকু ধাম। শনিবার এ উপলক্ষ্যে 'রাজবংশী সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা' বিষয়ে আলোচনাচক্র হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায়, লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপকুমার বর্মা প্রমুখ।

রাজবংশী সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পূর্বপুরুষদের নামে আলাদা আলাদা দশটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয়। সেগুলির এদিন আবরণ উন্মোচন করেন বংশীবদন। ১৭৮০-'৯০ দশকের জোনাকু বর্মা অন্দরান-ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনশো একর জমির মালিক ছিলেন। জোনাকু বর্মার স্ত্রী, সাত পুত্র ও এক কন্যা সহ মোট দশজনের নামে স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয়। জোনাকুর বংশের বর্তমান বংশধর নির্মলকুমার বর্মা জানান, রাজবংশী সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পূর্বপুরুষদের স্মৃতিসৌধের আবরণ উন্মোচন করা হয়। অন্যরা যাতে অনুপ্রাণিত হয় সেজন্য এই আয়োজন করা হল।

পঞ্চায়েত সদস্যের মৃত্যু

শামুকতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শনিবার ভোরে মৃত্যু হয় শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য অমলকুমার দে-র। এদিন বিকেলে তাঁর মরদেহ শামুকতলায় আনা হয়। সেখানে পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আজেন মিঞ্জ সহ তৃণমূল এবং অন্য দলের পঞ্চায়েত সদস্যরা। শোকমিছিলেও দলমতনির্বিশেষে সকলে শামিল হন।

আজেন বলেন, 'অমলবাবু সকলের খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন। মৃত পঞ্চায়েত সদস্যের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭১৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭১৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

UTTAR BANGA SAMBAD
is looking for
ELECTRICAL ENGINEER
for their Siliguri Press

Qun: Graduate/ Diploma Electrical Engineers with at least 3 years working experience. Fresh candidates may be considered as Trainees.
Age Limit : 30 years.
Only those candidates prepared for regular night shift, can send their resume to jobs.uttarbanga@gmail.com within 7 February, 2024.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE HARIRAMPUR DEVELOPMENT BLOCK
HARIRAMPUR, DAKSHIN DINAJPUR
RECRUITMENT NOTICE

Memo No. : 328/HRP **Date : 02/02/2024**

As per resolution taken by the Five member advisory committee via **Order No 3492-BCW/5SM-13/2006 dt-11/12/2006 and the order vide Memo No:153/BCW&TD(DD) Dt- 18/01/2024** by the PO cum DWO, Dakshin Dinajpur, The Office of the Harirampur Block Development Officer will organise a recruitment process through walk-In-Interview for the engagement of one (1) male Superintendent at the kashba Bairhatta High School Ashram Hostel for ST boys, Harirampur, Dakshin Dinajpur. For detailed notification and application form, please contact the office of the Block Development Officer, Harirampur Development Office, Dakshin Dinajpur.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block, Dakshin Dinajpur

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/১১ অব ২০২৪, তারিখ : ৩১-০১-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) তিনসুকিয়ায়-টাইপ-III কোয়ার্টার = ৭ ইউনিট দ্বারা পুরোনো কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন। (কোয়ার্টার নং. ৮৫, আরপিএফ/১ (এবি), এম/৭, টি/১৪, ২৭ (এবি), (২) তিনসুকিয়া ডিভিশনে-ডিব্রুগড়ে-টাইপ-III কোয়ার্টার = ৪ ইউনিট দ্বারা পুরোনো কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন। (কোয়ার্টার নং. ডিএস-৬১-এর বিপরীতে (চিরিমাওয়ে ১৬ ইউনিট টাইপ-I) এবং (৩) নিউ তিনসুকিয়ায়-টাইপ-III কোয়ার্টার = ৪ ইউনিট দ্বারা পুরোনো কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন। (হিজুগুড়িতে কোয়ার্টার নং. ১০৯-এবি, ১১০-এবি-এর বিপরীতে)। টেন্ডার মূল্য: ৪,৫০,৩৩,৮৮১ টাকা; বায়নার অর্থ: ৩,৭৫,২০০ টাকা। আইটেম নং ২, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অনুমোদিত কাজ "এসএসই/ডব্লিউ/ বেমাজি অধিক্ষেত্রের অধীনে নদীর জলের সমান্তরাল প্রবাহের বিরুদ্ধে কিমি ৩৫৯/৬-৩৬০/৫, ৩৬৮/৬-৩৬৯/৪ এবং ৩৯৯/৪-৪০০/৬ -এ সসেজ ক্রাট এবং ড্রপ পিচিং প্রদান করে তীরের সুরক্ষা এবং মজবুত করা "। -এর বিপরীতে এসএসই/ডব্লিউ/ সিলাপাথার অধিক্ষেত্রের অধীনে নদীর জলের সমান্তরাল প্রবাহের বিরুদ্ধে কিমি ৩৫৯/৬-৩৬০/৫, ৩৬৮/৬-৩৬৯/৪ এবং ৩৯৯/৪-৪০০/৬ -এ সসেজ ক্রাট এবং ড্রপ পিচিং প্রদান করে তীরের সুরক্ষা এবং মজবুত করা। টেন্ডার মূল্য: ৪,২৮,১৮,২৮৩ টাকা; বায়নার অর্থ: ৩,৬৪,১০০ টাকা। আইটেম নং ৩, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অনুমোদিত কাজ "এডিইএন/নর্থ লখিমপুর অধিক্ষেত্রে অধীনে তেলাম-লাইমেকুরি সেকশনের মধ্যে রেলওয়ে কিমি ৪২৭/৬-৭ -এ আরইউবি/এলএইচএস-এর প্রস্তাবিত নির্মাণ"। -এর বিপরীতে সিনি. এডিইএন/সিলাপাথার অধিক্ষেত্রের অধীনে তেলাম-লাইমেকুরি সেকশনের মধ্যে রেলওয়ে কিমি ৪২৭/৬-৭-এ আরইউবি/ এলএইচএস-এর প্রস্তাবিত নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ২,২৫,৬১,৩৭২ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,৬২,৮০০ টাকা। আইটেম নং. ৪, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া ডিভিশনে-এসএসই/ডব্লিউ/ আইসি/তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে অইবন রিমুভাল প্লান্ট এবং ভান্ড-এর পরিচালনা (মোট আইআরপি = ৯টি)। টেন্ডার মূল্য: ১,৯২,৩৮,২৭৭ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,৪৬,২০০ টাকা। আইটেম নং. ৫, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া ডিভিশনে-এসএসই/ডব্লিউ/ আইসি/নিউ তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে অইবন রিমুভাল প্লান্ট এবং ভান্ড-এর পরিচালনা। (মোট আইআরপি = ৯টি)। টেন্ডার মূল্য: ২,০২,৫৮,৮৭২ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,৫১,৩০০ টাকা। আইটেম নং.৬, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া ডিভিশনে-এসএসই/ডব্লিউ/ আইসি/ডিব্রুগড় অধিক্ষেত্রের অধীনে অইবন রিমুভাল প্লান্ট এবং ভান্ড-এর পরিচালনা। (মোট আইআরপি = ১৮টি)। টেন্ডার মূল্য: ৩,২৫,৪০,০৯০ টাকা; বায়নার অর্থ: ৩,১২,৭০০ টাকা।

উপরের সবগুলি ই-টেন্ডার ২৩-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে। ক্রমিক নং. ১, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ খোলা হবে ২৩-০২-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় এবং ক্রমিক নং. ২ খোলা হবে ২৩-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোলারিজ শালিমারে অভূতপূর্ব সাড়া

নিউজ ব্যুরো

৩ ফেব্রুয়ারি : হাওড়ায় সোলারিজ শালিমারে ইডেন রিয়েলিটি গ্রুপের সবথেকে উঁচু স্কাই গার্ডেন লঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব সাড়া পেল। নতুন এই ১৮ তলার টাওয়ার হাওড়ার সবথেকে উঁচু স্কাই গার্ডেন, যেখান থেকে গঙ্গা ও বোটানিকাল গার্ডেন দেখা যায়।

ইডেন রিয়েলিটি গ্রুপের এমডি আর্য সুমন্তের কথায়, 'হাওড়ায় জন্ম হওয়ার কারণে এই প্রোজেক্টটির সঙ্গে আমার আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে সাশ্রয়ী মূল্যের এরকম একটি প্রোজেক্ট তৈরি করতে পেরে গর্বিত। আমরা বর্তমানে অফারে ৬৪৮টি ফ্ল্যাট পেয়েছি, যেগুলি ই-লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ করা হবে।'

এই গ্রুপের জেএমডি কুমার সাত্যকির বক্তব্য, 'বিক্রয় সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে ভালো। প্রথম ১২ দিনে প্রায় দু'হাজারের বেশি মানুষ সাইট ভিজিট করেছেন। এছাড়া আমরা অনলাইনের মাধ্যমে আড়াই হাজারের বেশি ফর্ম বিক্রি করেছি।' তাঁরা ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন নেবেন বলে জানিয়েছেন।

রঙিয়া ডিভিশনে সুরক্ষার কাজের মেরামত

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১০৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৩-২৪, তারিখ: ৩১-০১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: রঙিয়া ডিভিশনে বিআর নং. ৫১২, বিআর নং. ৫১৯, বিআর নং. ৫৪২, বিআর নং. ৬০১, বিআর নং. ৬০২, বিআর নং. ৬০৮, বিআর নং. ৬১৬ এবং বিআর নং. ৬৮০-এর সুরক্ষার কাজের মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৩,৭১,৮৭,১৮০.১০; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৩৫,৯০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৬-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মেকানিক্যাল লিফটিং ব্যারিয়ার-এর প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এন-২০২৩-কে-৪১, তারিখ: ৩১-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং. ১: টেন্ডার নং.: এন-২০২৩-কে-৪১, কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনের আমবাড়ি ফালাকাটা-মাঙ্গুরজানে (এবিএস সেকশন) বৈদ্যুতিকভাবে পরিচালিত লিফটিং ব্যারিয়ার দ্বারা মেকানিক্যাল লিফটিং ব্যারিয়ার-এর প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ১,৩৯,৮৭,০৮১.২৪ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,১৯,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৪-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে সুরক্ষা কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/০৯ অফ ২০২৪; তারিখ: ০১-০২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; আইটেম নং ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বগিবিল সেতুতে উত্তর তীরে গাইড বাঁধের সুরক্ষা কাজ। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১০,৩১,৪৬,৮১৫/-; বায়না মূল্য: ₹ ৬,৬৫,৭০০/-; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৩-০২-২০২৪ তারিখে ১৬:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Kendriya VIdyalaya Alipurduar Junction
AUCTION NOTICE-II

With reference to the KVS RO, Kolkata letter No. F.25084/1/2022-KVS/Kol./14231 dated: 05/01/2024 and the Chairman VMC letter No. F.25364/0251236/2023-24/116, dated: 17/10/2023 It is hereby informed to the all concerned that condemned articles (Old and Unserviceable items) of the following department of Kendriya Vidyalaya Alipurduar Junction will be disposed off through Public Auction on 06/02/2024 at 10:00 AM in the Vidyalaya premises in the presence of Condemnation Committee members. All interested parties are requested to report to the Vidyalaya on 06/02/2024 at 09:30 AM. The condition of the material can be inspected on 05/02/2024 from 11:00 AM to 12:00 PM by the registered firms. The lowest bid amount will be decided by the Committee for all the materials taken together. The articles will be given on "as is where is" basis to highest bidder. The bidder who makes the height bid has to deposit the full amount after the completion of bid in the Vidyalaya and collect auctioned items on the same day. If the successful bidder fails to pay the full sale price, the items shall be sold to the next higher bidder. For further information you can visit our Vidyalaya website http://alipurduar.kvs.ac.in/.

By order
PRINCIPAL

RECRUITMENT NOTICE

POST	: Accountant cum billing clerk (on casual basis in URC, AFS Bagdogra)
Qualification	: Graduate or Diploma in Commerce/Finance
	: Proficient in use of computer
	: Capable of working in Ms Office & Tally
Salary	: 12000/- Approx per month.

Last date of submission of application along with resume and qualification documents is within 10 days after publication.

Nature of Employment	: Casual basis
Interview Date	: 12 Days after publication
Documents required	: Bio Data with academic qualification (proof) Aadhaar Card, Residential Proof & Voter ID card (Hard copy/soft copy can be sent to URC Air Force Station Bagdogra or on email ID: urc20wingairforce@gmail.com)
Contact No.	: 0353-2698206 / 8597482330

GENERAL NOTICE

This is to inform that my client KAJAL SARKAR , S/o Basudeb Sarkar of Lokenath Sarani Niranjan Nagar, W-36, Siliguri , P.S. Bhaktinagar , Dist. Jalpaiguri is going to purchase land measuring 3 Decimals in R.S. Plot No. 248 , recorded under R.S. Khatian no. 636 , situated within R.S.Sheet No. 1I of Mouza -DABGRAM , J.L. No. 02, Ward No. 36, P.S. Bhaktinagar , Dist. Jalpaiguri along with 20 years old tin shed house measuring 500 Square Feet from its owner SMT. BHAJAN RANI ROY, W/o Late Paresh Chandra Roy (D/o Late Gokul Chandra Roy) of Lokenath Sarani, Niranjan Nagar, W-36 , Siliguri , P.S. Bhaktinagar , Dist. Jalpaiguri If any person , co-owner , organization has/have any claim , objection for the sale of the above land then he/she/it can contact me within 7 days from the date of publication of this notice and thereafter no claim or objection shall be entertained.

Bipul Sharma, Adv.
M. P. Road, Slg -734005
(Cell) 98320-13591

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, HASIMARA
DISTT: ALIPURDUAR (WB). PIN-735215

A Walk-in Interveiw will be conducted at PM SHRI Kendriya Vidyalaya, Hasimara for part time teachers purely on contractual basis for preparing panel for the session 2024-25 for various posts. The Walk-in-Interview will be conducted on 13.02.2024 (Tuesday) for the post of TGTs (Hindi, English, Sanskrit, Social Science, Mathematics, Biology), Vocational Coaches (Games and Yoga), Counselor, Special Educator, Computer Instructor, Balvatika Teacher & Nurse and on 15.02.2024 (Thursday) for the post of PRTs & PGTs (English, Hindi, Physics, Mathematics, Chemistry, Biology, Computer Science, Economics, Geography History, Commerce & Political Science). Detailed advertisement containing eligibility criteria and other details, link may be downloaded from announcement section of vidyalaya website (https://hasimara.kvs.ac.in). Reporting time for Interview is 8:00 AM.

Principal
PM SHRI KV, Hasimara

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
FIGHTER
(H)
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
Dolby Digital

শিক্ষা-দীক্ষা

■ LL.B (3 yrs) যে কোনও নম্বরে ও বয়সে। যোগ্যতা- যে কোনও (Govt./Private) University-র গ্র্যাজুয়েট অথবা মাস্টারডিগ্রি LL.B (5 yrs), LL.M, 'ল' পয়েন্ট। 9830132343, 6290760935. (K)

স্পোকেন ইংলিশ

■ শুধু উচ্চারণ চর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শিখুন। ৩ মাসের কোর্স। বিস্তারিত জানতে ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/109219)

TUITION

■ An Innovative Physics Class for CBSE/ICSE/WB and NEET/Main/ Advance WBJEE including Foundation Course for Class X will start at Siliguri for March'24 & teaches by an ex. IIT ian. (M) 8837030364. (C/109219)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/109208)

■ কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীভৃগু শিলিগুড়ি ১-৭, আলিপুরদুয়ার ৮-১৪ বসছেন রত্ন ভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph. 77193

লিজ

■ চালু অবস্থায়, ভালো লোকেশনে, সমস্ত জিনিস সমেত শিলিগুড়িতে একটি রেস্টুরেন্ট লিজ দিতে চাই, ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন- 9064796132. (C/109157)

বিক্রয়

■ Land for sale near NBU, opposite. Uttora Gate, (Gossainpur), 4 Katha @ 15 L/Katha. M : 9749062842. (C/109223)

■ Maruti Dzire Slg Taxi No All Bengal Sikkim Permit. All paper Ok. Running 22700 kms. Rs. 7.50 Lac. M : 9800005345. (C/109223)

■ শিলিগুড়ি নরেশ মোড় বাজারের উপর দেড় কাঠা জমি 45 লাখে বিক্রি। M : 9832472305, 9064955514. (C/109167)

■ শিলিগুড়ি, সুভাষপল্লিতে অতি সত্বর ৩.২৫ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। Ph - 9851829402, 9832076919. (C/109106)

■ শিলিগুড়ি-দেশবন্ধুপাড়ার, উস্তাদ আমীর খাস সরণিতে 2 BHK Flat বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। Mob : 9002734992. (C/112972)

■ শিলিগুড়ি মধ্যশান্তিনগরে 1.5 কাঠা জমির ওপর নতুন বসত বাড়ি বিক্রয়। মূল্য 27 Lakhs. M : 7477696484. (C/109158)

■ Restaurant full set up for sell, Siliguri, Price - 55000. M : 7477696484. (C/ 109159)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা বাজারে পৌনে তিন কাঠা বসতবাড়ি বিক্রয় হইবে। M : 85095-33002. (C/109219)

■ ময়নাগুড়ি ইন্দ্রামোড়ে নিউটাউনশিপে 30,15,12,10 ফুট রাস্তায় প্লট করে জমি বিক্রয়। ফোন - 9832443719. (C/108279)

■ উত্তম পরিবেশে ৫ ডেসিমেল জমি বিক্রয় হইবে। ভোলারডাবরি। আলিপুরদুয়ার। দালাল নহে। M : 9434110201. (S/M)

■ কোচবিহার দেবীবাড়ি সংলগ্ন ইরিগেশন অফিসের কাছে জমি সহ বাড়ি বিক্রয় হইবে। Mob : 9614557860/ 8348347887. (C/108655)

বিক্রয়

■ হাতিয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের কাছে ১৮ ফুট রাস্তার উপর ২.৫ কাঠা জমিতে 2 BHK পাকা বাড়ি সত্বর বিক্রয়। M : 9382920982. (C/109216)

■ শিলিগুড়ি, আশিঘর-সাহুডাঙ্গি রোড, গোড়ামোড়ে বাউন্ডারি করা L.R. খতিয়ানভুক্ত একাধিক প্লট বিক্রি হবে। দালাল চাই না। মো : ৮৬০৯৬১৬০৭৭. (C/108652)

■ জলপাইগুড়ি আড়াইটাকি হলদিবাড়ি মেইন রোডের পাশে (ফাইটো কেমিক্যালের বিপরীতে) 23-D জমি + স' মিল বিক্রয় হইবে। M - 7908596376. (C/108766)

■ জলপাইগুড়ি সমাজপাড়ায় 3rd ফ্লোরে, 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। 9475914598. (C/108769)

■ জল ও লন্ড্রি চলতি বিজনেস ফ্যাক্টরি সহ পৌনে ৫ কাঠা জমি বিক্রয় শিলিগুড়িতে। দাম ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা। M : 9609970044. (C/109221)

■ 2 & 3 BHK new flat for sale. Subhash Pally, East Vivekananda Pally. Siliguri. Delivery Shortly, Finance is available, Vastu-Friendly, Ph - 9933671962, 9563152800. (C/112983)

ভালভোলিন বিক্রি

শিলিগুড়িতে ভালভোলিন প্রিমিয়াম ব্লু ৭৮০০ প্লাস ৫০ লিটার বিক্রি হবে। সত্বর যোগাযোগ। সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ফোন করা যেতে পারে। - ৯৬৭৮০৭২০৮৭.

হোম ডেলিভারি

■ বাঙালি ঘরোয়া খাবারের সেরা প্রতিষ্ঠান 'রসনা বিলাস', সবজি ভাত, মাছ ভাত, মাংস ভাত, ফ্রি হোম ডেলিভারির জন্য যোগাযোগ করুন- 9339679699. (C/109157)

আয়া/সেবিকা

■ গোলাপি আয়া সেন্টার- এখানে যত্ন সহকারে বয়স্ক, রোগী, বাচ্চা দেখাশোনা করার জন্য আয়া পাওয়া যায়। 9883877344. (C/112980)

■ সবিতা সেবিকা সেন্টার- বাচ্চা ও রোগী দেখার জন্য আয়া পাওয়া যায়। 8101103758, 9932593057. (C/109160)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ দুবাই 26/2, নেপাল 17/3, কাশ্মীর 19/3, 16/4, 19/5, অরুণাচল 16/4, লে-লাদাখ 19/5., 29/6. M- 9733373530. (K)

■ লাটাগুড়ি, ডুয়ার্সে নেওড়া নদীর পাশে 'রিসর্ট গরুমারা রিভারসাইড'। এখানে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। গ্রুপ বুকিংয়ে আলাদা রান্না করে খাওয়ার সুবিধা আছে। বুকিং ঃ 6296660643. (K)

চিকিৎসা

■ নিউরোলজিস্ট ডঃ অরিন্দম ঘোষ MD, DM Neuro (Chennai) আগামী 10ই ফেব্রুয়ারি 2024 শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন। যোগাযোগ- 'শিলিগুড়ি মেডিকেল হল।' ফোন : 0353-2538844, 96092-25864

■ কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স ঃ- স্টুডেন্ট, যুবক-যুবতি, বিবাহিত দম্পতি (সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)। 9832012088 (9-5 P.M). (C/107183)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে 1 BHK বাড়ি ভাড়া (4,000/-) ও 2nd ফ্লোরে 2 BHK ভাড়া (8,000/-) ভাড়া দেওয়া হবে। সরকারি চাকুরে অগ্রগণ্য। M- 7679926339. (C/109219)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া 2nd/G. Floor 2 BHK/1 BHK ভাড়া দেবো। ব্যাচেলর চলবে। M- 7908939678. (C/109220)

■ শিলিগুড়ি দুর্গানগরে ইসকন মন্দির রোডে 1000 স্কোয়ার ফিটের মতো গোডাউন ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ- 7001799430, 8397951459. (C/109161)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির একটি রেস্টুরেন্টের জন্য (১) ঘরোয়া বাঙালি রান্না জানা (২) রোল, মোগলাই, চাইনিজ, রুমালি জানা অভিজ্ঞ কুক ও (৩) বাসনধোয়ার লোক। বাইরের স্টাফদের জন্য থাকার ব্যবস্থা আছে। (M) 9064796132. (C/109157)

■ মহিলা হস্টেলে দিন-রাতের কাজের মহিলা চাই। বেতন সাক্ষাতে। শিলিগুড়ি। (M) 7866805864, 9739961416. (C/109220)

■ শিলিগুড়ি পাকুড়তলার কাছে আমাদের নতুন রেস্টুরেন্টের জন্য পুরুষ/মহিলা staff চাই। বেতন সাক্ষাতে। (M) 7363029530. (C/109220)

■ Garden Assistant Manager required for an established tea garden with factory in Uttar Dinajpur region. Should have efficient knowledge of different field works. Applicant having 12-15 years of experience around the age group of 40-50 is preferable. Contact No. 8597634775 between 11 A.M. to 1 P.M. (C/109220)

■ শিলিগুড়িতে দুধ সাপ্লাই-এর জন্য মাসিক চুক্তিতে ড্রাইভার সহ বক্স করা ব্যাটারির গাড়ি চাই। (M) 9832494825. (C/109219)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়াতে রান্নার কাজের জন্য মধ্যবয়স্কা মহিলা চাই। Contact : 9641917658. (C/109217)

কর্মখালি

■ Sub-Editors/Office Executives for News Portal. WhatsApp your resume : 9596436206. (C/108657)

■ মালবাজার-এ খাবার হোটেলে আর্জেন্ট বাঙালি, ইন্ডিয়ান, চাইনিজ ও তন্দুরির কাজ জানা ২ জন কুক চাই। স্যালারি আলোচনাসাপেক্ষ। থাকা, খাওয়া ফ্রি। Ph : 7908404055. (C/109163)

■ ব্লাড কালেকশন ও ঔষধ দেওয়ার জন্য দক্ষ কর্মী লাগবে। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। 8001645658, শিলিগুড়ি। (C/109156)

■ Pharmacist available for Medicine corner. (M) 7501033314. (B/B)

■ A Kolkata based renowned education institute need Academic Councillor (female) and Marketing person male and female for Siliguri Office. Please mail your CV to smartiq.siliguri@gmail.com (K)

■ ঔষধ কোম্পানিতে (OTC) শিলিগুড়ি ও দিনহাটার জন্য MR নেওয়া হবে। Min. Exp. 1 year. 7908436577, 9749909526. (C/108755)

■ Wanted Computer Teacher for Computer Training Centre at Bidhannagar. (M) 9832661888. (C/112965)

■ Manager for Newly Built Eco Resort at Dooars. Send CV through E-mail : subratasrkr41@gmail.com, Contact No. 8777429067. (K)

■ বাড়িতে রান্না সহ সব কাজের জন্য মহিলা কাজের লোক চাই। গোপাল মোড়ে,শিলিগুড়ি। Mob No. -9864207889. (C/109223)

■ রেস্টুরেন্টের জন্য কুক ও হেল্পার চাই- শিলিগুড়ি। বেতন 7000/--15000/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। M : 8391068933. (C/109224)

কর্মখালি

■ ১২০০০ বেতনে (১৮-২৮) বয়সের ১০০ অদক্ষ paint মিস্ত্রির free-তে চাকরির সুযোগ নিজ জেলায়। (M) 6291742936. (K)

SUNSHINE SCHOOL

■ Birpara-Alipurduar, WB-735204. (Affiliated to ICSE & ISC, New Delhi). Applications are invited for the following posts : PGT-Chemistry & Hindi, TGT-Biology, Hindi & Nepali, PRT : NTT/TTC/D.El.Ed. Hand written application with Bio Data and photocopies of Mark Sheets should reach the Principal before 16/02/2024. (C/109212)

Delhi Public School

■ (DPS-Dooars). Ethelbari-Alipurduar, W.B.-735204. Affiliated to CBSE-New Delhi-Affiliation No. 2430291. Applications are invited for the following posts : PGT-Chemistry & Biology, TGT-Physics, Chemistry & Biology, PRT : NTT, TTC or D.El.Ed. Hand written application with Bio Data and photocopies of Mark sheets should reach the Principal before 16/02/2024. (C/109212).

REQUIRED

■ Two Wheeler Automobile Dealership is Hiring Experience from Automobile industry Mandatory. Drop your CV Shantimotors12@gmail.com, Opening Positions : Sales cum Showroom Manager, Service Manager, Parts, CRE, CRM, Final Inspection Incharge, Service Advisor. For more information : 9144411173. (C/109212)

কর্মখালি

■ Require experienced Accountant and Sales Executive for Milk Company in Siliguri. Con-94740-16196/81010-39321. saayein.ho@gmail.com

■ শিলিগুড়ি বিধানমার্কেট নিকটস্থ লজ-এ Service Boy প্রয়োজন। থাকা খাওয়া সহ Salary 5000/-Month- সত্বর যোগাযোগ। M : 9093500534, 8509674223.

■ শিলিগুড়িতে বিজ্ঞাপন সংস্থায় মাধ্যমিক পাশ পিওন চাই। বেতন : 4000/- ডিউটি-১১টা-৮টা M : 9832492424.

■ ওয়েলনেস কোঃ'তে বাড়ি থেকে পার্ট/ফুলটাইম কাজে পুরুষ/মহিলা চাই। উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9062950613. (K)

REQUIREMENT

■ Immediate requirements of PGT-Phy., Bio., Chem. & TGT-SST for a CBSE 10+2 affiliated school in Islampur, Uttar Dinajpur. Please submit your resume in below mail id : greenvalleyisp@gmail.com or in W/A No. 9081213170. (S/N)

ফার্মাসিস্ট চাই

■ ক্র্যাডল ফার্টিলিটি সেন্টার শিলিগুড়ি শাখার জন্য ফার্মাসিস্ট প্রয়োজন (পুরুষ/মহিলা)। আগ্রহী প্রার্থীরা আপনার বায়োডাটা এখানে পাঠান- cradlefertilitysiliguri@gmail.com হোয়াটসঅ্যাপ করুন এই নম্বরে- 9147071888, কল করার দরকার নেই।

KIND ATTENTION

■ Opportunity to serve the society through your experience. Handsome remuneration Recognition, Foreign Trips, e.t.c, Mini Qua.- 12th pass. (M) 7001929331, 9641742714. (C/109220)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আজ শহরে

■ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে দেশবন্ধুপাড়ার উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে ক্যানসার চিহ্নিতকরণ ও রোধ কর্মশালা।

■ এনকে রোলেক্স সার্কাসের সমাপ্তি শো। বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টায় জলপাই মোড়ে সার্কাস মাঠে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(শনিবার সকাল পর্যন্ত)

■ মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	১৫
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১০
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	৫
এবি নেগেটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১৬
ও নেগেটিভ	-	২

■ শিলিগুড়ি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৭
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১০
বি নেগেটিভ	-	৩
এবি পজিটিভ	-	৩
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১০
ও নেগেটিভ	-	১

পঞ্চনইয়ে আবর্জনা জমছে, সমস্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে দূষণমুক্ত নদীর সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। এমনই এক নদী হল শিলিগুড়ির পঞ্চনই নদী। পাতি কলোনির কবি সুকান্ত স্কুল সংলগ্ন পঞ্চনই নদীটি আবর্জনায় ভরে উঠেছে। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দারা ওই নদীতেই আবর্জনা ফেলছে। নদীতে আবর্জনায় স্তূপ জমে থাকায় ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। এলাকার এক বাসিন্দা নবীন সরকারের কথায়, 'এলাকায় অনেক অসচেতন মানুষ নদীতে আবর্জনা ফেলছেন। প্রশাসনের তরফে কড়া পদক্ষেপ করলে এই কার্যকলাপ বন্ধ হবে।'

ওই নদীর এক পাশে ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড, অপরদিকে ১ নম্বর ওয়ার্ড থাকায় দুই ওয়ার্ড থেকেই আবর্জনা নদীতে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। নদীর মাঝে পড়ে রয়েছে থার্মোকল, প্লাস্টিকের ব্যাগ, বোতল। যা নদীর গতিপথকেই অবরুদ্ধ করছে। অনেক জায়গায় স্তূপ আকারে রয়েছে আবর্জনা। যার ফলে বৃষ্টির দিনে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। নদীতে জল বাড়লে, সেই জল উপচে স্কুলের ভেতরে ঢুকে যায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঋষিন বিশ্বাস বলছিলেন, 'নদীটির পরিস্থিতি খুবই খারাপ। বিশেষ করে আমাদের স্কুলের সামনের জায়গাটি বেশি খারাপ। অনেক সময়ই দুর্গন্ধে টেকা যায় না। প্রশাসনের এই বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।' ঠিক একই কথাই বলছিল স্কুলের এক ছাত্র সৌরভ রায়। নদীর এই পরিস্থিতির বদল প্রয়োজন বলে জানান এলাকার বাসিন্দা প্রিয়াংশু দত্ত। তাঁর কথায়, 'স্থানীয়দের আরও সচেতন হতে হবে। নাহলে এই সমস্যার সমাধান হবে না।' যদিও এই বিষয়ে ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার অমর আনন্দ দাস বলেন, 'এই নদীটিতে পাশের ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকেই বেশি আবর্জনা ফেলা হয়। আমি ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকের সঙ্গেও কথা বলেছি, আবর্জনা পরিষ্কারের কাজও করিয়েছি।'

নর্দমা তৈরি নিয়ে বচসা জাবরাভিটায়

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : নর্দমা তৈরি করা নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে ঝামেলার সৃষ্টি হল। এলাকার বিনয় মোড় থেকে জাবরাভিটার দিকে যাওয়ার রাস্তার ধারে একটি নর্দমা নির্মাণের কাজ চলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই নর্দমা তৈরি করতে গিয়ে বাসিন্দাদের চলাফেরায় অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে। এই নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজনের বচসা হয়। তবে শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে বলে নির্মাণকারী সংস্থার তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

স্কুলের সামনে পরীক্ষার ডিউটিতে উইনার্স বাহিনী। শনিবার কলেজপাড়ায় তপন দাসের তোলা ছবি।

পুলিশি তৎপরতায় ভোগান্তি কমল পরীক্ষার্থীদের

যানজটমুক্ত স্কুলের রাস্তা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্রশাসনের তৎপরতায় মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে শনিবার নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের সামনের রাস্তাটি যানজটমুক্ত থাকল। শুক্রবারের পর শনিবার স্কুলের সামনে নেতাজি সুভাষ রোডে ছবিটা ছিল একেবারে আলাদা। এদিন সকাল সাড়ে ৮টার আগে রাস্তার প্রধান দুটি মোড়ের মাথায় পুলিশ গার্ডরেল বসিয়ে দেয়। ছাত্রীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করার পর পুলিশ অভিভাবকদের গার্ডরেলের বাইরে বের করে নিয়ে আসে। যার ফলে রাস্তায় জটলা কিংবা যানজট কিছুই হয়নি।

পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলের বাসগুলিকে নিয়ম মেনে সকাল ৯টার আগে পর্যন্ত নেতাজি সুভাষ রোডের ওপর দিয়ে যাওয়ার জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। ৯টার পর আলাদা রুট দিয়ে বাসগুলিকে চালানো হয়। আশপাশের বেশ কয়েকটি মোড়ে পুলিশ উপস্থিত ছিল। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার মাধ্যমিক কোঅর্ডিনেটর সুপ্রকাশ রায় বলেন, 'এদিন পুলিশি তৎপরতার কারণে যানজট সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হয়নি। শিলিগুড়ি থানার আইসি স্কুলের সামনে উপস্থিত ছিলেন। আগামী পরীক্ষার দিনগুলিও একইভাবে ট্রাফিক সামলানো হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।'

শুক্রবার নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের সামনে শতাধিক অভিভাবক রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিলেন। ছাত্রীরা কেন্দ্রে প্রবেশ করার পরও তাঁরা রাস্তার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু এদিন রাস্তার ওপর কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। পুলিশের এদিনের উদ্যোগকে অভিভাবকদের একাংশ স্বাগত জানিয়েছেন। মিতা চক্রবর্তী, মৌসুমি দাসদের কথায়, 'পরীক্ষার প্রথম দিন ছাত্রীরা ঠিক করে বসতে পারল কি না বা ভয়ে রয়েছে কি না সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের মতো অনেক অভিভাবক চিন্তায় ছিলেন। সেই কারণে অনেকে স্কুলের সামনের গেট ছেড়ে যেতে চাইছিলেন না। তবে দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষায় অভিভাবকদের চিন্তা অনেকটা কেটে গিয়েছিল। তবে পুলিশ খুব ভালো করে ট্রাফিক সামলেছে।'

এদিন পুলিশি তৎপরতার কারণে যানজট সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হয়নি। আগামী পরীক্ষার দিনগুলিতেও একইভাবে ট্রাফিক সামলানো হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।
– সুপ্রকাশ রায়
মাধ্যমিক কোঅর্ডিনেটর

ইচ্ছে করলে উপায়

■ সকাল সাড়ে ৮টার আগে নেতাজি সুভাষ রোডের প্রধান দুটি মোড়ে গার্ডরেল বসে

■ বেসরকারি স্কুলের বাসগুলিকে সকাল ৯টার আগে পর্যন্ত যাওয়ার জায়গা করে দেওয়া হয়

■ ৯টার পর আলাদা রুট দিয়ে বিভিন্ন স্কুলের বাসগুলিকে চালানো হয়

■ পরীক্ষা শুরুর অনেক আগে থেকেই রাস্তায় কয়েকটি মোড়ে পুলিশ উপস্থিত ছিল

বিপন্ন মহিলা যাত্রীরা

খোকন সাহা

বাগডোগরায় শৌচাগারের সমস্যা

বাগডোগরা, ৩ ফেব্রুয়ারি : আপার বাগডোগরার পানিঘাটা মোড় যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। হাটে প্রচুর মানুষ আসেন। এছাড়া এখানে বিএসএনএল অফিস, পোস্ট অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, বন বিভাগের অফিস, ব্যাংক, হাসপাতাল, নার্সিংহোম রয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি কয়েকটি স্কুল রয়েছে। কিন্তু মোড়ে কোনও শৌচাগার না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে মহিলাদের সমস্যা হয় বেশি। ফরেস্ট অফিসের দেওয়ালের পাশে পুরুষদের প্রস্রাব করার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা আপনাআপনি গড়ে উঠেছে। তবে মেয়েদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই।

মোড়ের বাসিন্দা তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আনবিক জোয়ারদার বলেন, 'এখানে দীর্ঘদিন থেকে এই সমস্যা চলছে। শৌচাগার, যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকার কারণে ছাত্রী এবং মহিলাদের বেশি সমস্যা হয়। অনেকে সংলগ্ন বাড়িতে এবং হোটেলে চলে যান। এখানে বালিকা বিদ্যালয় থাকায় বিদ্যালয়ে চলে যান। কিছু করার নেই। একজন মহিলাকে বিদ্যালয়ের শৌচাগার ব্যবহার করতে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।' তিনি বলেন, 'এখানে জায়গা না থাকায় শৌচাগার তৈরি করা যাচ্ছে না।' আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা বলেন, 'এখানে জায়গা পাওয়া গেলে করে দেওয়া হত। আমরা চেষ্টা করছি আপাতত বায়োটয়লেট বসানোর।'

তিনি আশ্বাস দেন, এনিয়ে বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে কথা বলে বনবিভাগের জায়গা পাওয়া গেলে সেখানে বায়োটয়লেট বসানোর ব্যবস্থা করা হবে।

বাগডোগরার বুক চিরে এশিয়ান হাইওয়ে টু মহাসড়ক তৈরি হয়েছে। এই সড়কে কয়েকটি বাসস্টপ, যাত্রী প্রতীক্ষালয় করা হলেও এমন জায়গায় করা হয়েছে যেখানে বাস দাঁড়ায় না। ফলে ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয় ফাঁকাই থাকে। পানিঘাটা, বেলগাছি, অর্ড টেরাই, ত্রিহানা, এমএম তরাই, ব্যাংডুবি, ডহরা, সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এবং ছাত্রছাত্রী এখান থেকেই বাস, অটো, টোটোতে যাতায়াত করেন।

শৌচাগার ছাড়াও এখানে যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় রোদ, বৃষ্টিতে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার থাকে না।

রক্তদান

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ফ্রাঙ্ক ওরেল দিবস উপলক্ষ্যে সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার তরফে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। শনিবার মাইকেল স্কুল মাঠে এই শিবিরে ১২ জন মহিলাও রক্ত দেন। মোট ৮৭ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়েছে। এদিন নিসকাম খালসা সেবা ফাউন্ডেশনের তরফেও রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

পাশে বিধায়ক

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বিশেষভাবে সক্ষমদের পাশে দাঁড়ালেন। শংকর তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে কাওয়াখালি উত্তরণ স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য একটি গাড়ি দিয়েছেন। বিধায়ক বললেন, 'আমি এই মানুষদের পাশে রয়েছি।'

হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ডেপুটির বিরুদ্ধে নালিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ করায় ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার হুমকি দিচ্ছেন বলে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিধান ঘোষ শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফোন করে সরাসরি মেয়রের কাছে এই অভিযোগ করেছেন। তাঁর আরও দাবি, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ওই নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে না। অভিযোগ শুনে মেয়র ওই ব্যক্তিকে বলেন, 'আদালতের নির্দেশিকার প্রতিলিপি বিল্ডিং বিভাগে কিংবা আমার ব্যক্তিগত সচিবকে দিয়ে যান। আমি দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।' ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের অবশ্য দাবি, তিনি ওই ব্যক্তিকে চেনেনই না। তাঁর দাবি, 'আমি এরকম কিছু জানিই না। ওই নামে কোনও ব্যক্তিকে চিনিই না তো হুমকি কাকে দেব।' শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমি জানি না কী হয়েছে। আমাকে ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

মেয়র তিন সপ্তাহ পর এদিন টক টু মেয়র অনুষ্ঠান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে ৮০ শতাংশ অভিযোগই অবৈধ নির্মাণ নিয়ে এসেছে। ২০০৯ সালে কংগ্রেসের বোর্ড থাকাকালীন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের একটি অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ ওঠে। ২০১৪ সালে ওই ঘটনায় কোর্টে মামলা হয়। সেই মামলার রায়ে আদালত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিতে বলে জানিয়ে ওই ব্যক্তির দাবি করেন। এই নিয়ে ডেপুটি মেয়র হুমকি দিচ্ছেন বলে টক টু মেয়রে ফোন করে অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে, এদিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রতন পাল নিজের বাড়ির সামনে রাস্তা দখল নিয়ে অভিযোগ জানান। তাঁর বক্তব্য, প্রোমোটার পুরনিগমের রাস্তা দখল করে রেখেছে। পুরনিগম কি প্রোমোটারদের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে রতন পাল নামে ওই ব্যক্তি প্রশ্ন করেন। তাঁর কথার প্রত্যুত্তরে মেয়রের বক্তব্য, 'সকলের সংযত হয়ে কথা বলা উচিত। আমি গিয়ে এলাকা দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

এদিন আরও একটি অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ এসেছিল। সেখানে নোটিশও করা হয়েছে। এরপর আর নির্মাণ ভাঙা হয়নি বলে টক টু মেয়রে অভিযোগ আসে। ওই সময় পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের এক আধিকারিক মেয়রকে বলেন, '১ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন গার্গী চট্টোপাধ্যায় কথা বলবেন বলেছেন।' তখন মেয়র ওই আধিকারিককে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কারও কথা শুনতে হবে না। নির্মাণটি অবৈধ বলে প্রমাণিত হলে সব ভেঙে দিতে হবে। শীঘ্রই ওই নির্মাণ ভেঙে ফেলুন।' এর বাইরে রবীন্দ্রনগর, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক এলাকা থেকে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে।

আশ্বাস মেয়রের

■ অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ করায় ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ

■ শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফোন করে সরাসরি মেয়রের কাছে এই অভিযোগ জানানো হয়

■ ডেপুটি মেয়র অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, ওই ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না বলে দাবি

■ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মেয়র আশ্বাস দিয়েছেন

মেডিকেল চত্বরে নতুন বাজার। –সংবাদচিত্র

মেডিকেলে গজিয়ে ওঠা বাজারে দুশ্চিন্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে একটি বাজার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা চলছে। এই বাজারটি তুলে দেওয়ার দাবিতে চিকিৎসক, নার্সরা বারবার সোচ্চার হয়েছেন। ঠিক একই ক্যাম্পাসে আরও একটি বাজার গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় মনোরোগ বিভাগের সামনের ফাঁকা জায়গায় ওই বাজারে গ্যাস জ্বালিয়ে রান্নাও হচ্ছে। যে কোনও সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে চিকিৎসকদের আশঙ্কা। এই বাজারগুলিতে প্রচুর বহিরাগত এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তাহলে কেন এভাবে বাজার বসতে দেওয়া হচ্ছে? হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'এভাবে মেডিকেল চত্বরে বাজার বসানো ঠিক নয়। আমরা পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'

পুলিশ জানিয়েছে, মাঝেমধ্যে ওই বাজারের ব্যবসায়ীদের তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু সকাল হলেই আবার এসে বসছে।

দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড ব্যাংকের পিছনে একটি বাজার রয়েছে। অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থেই ব্যবসায়ীদের কার্যত ওই জায়গায় বাজার বসানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে দোকানের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। প্রচুর ব্যবসায়ী হোটেল, চায়ের দোকান থেকে সংসারের টুকিটাকি জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। সেখানে গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে দিনরাত রান্না হচ্ছে। অথচ, সেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই। যে কোনও কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে শুধু এই বাজারই নয়, আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংক, মেল মেডিসিন, ফিমেল মেডিসিন বিভাগ, প্রসূতি বিভাগ সহ হাসপাতালের একটা বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শুধু তাই নয়, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি) মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো পরিদর্শনে এসে বারবার এই বাজার নিয়ে অভিযোগ তুলেছে। মেডিকেলে বাজার কেন? এনএমসির প্রতিনিধিরা সেই প্রশ্ন তুলেছেন। তার পরেও ওই বাজার দিব্যি চলছে। অভিযোগ, ইদানীং ওই বাজারে মদ, গাঁজা, জুয়ার আড্ডা বসছে। টাকা দিলেই ওই বাজারে বিভিন্ন দোকানে মদ পাওয়া যাচ্ছে। প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্তর কথায়, 'দেশের কোনও মেডিকেল চত্বরেই এমন বাজার নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখানে দীর্ঘদিন ধরে একটি বাজার বসে রয়েছে।'

এরই মাঝে মনোরোগ বিভাগের সামনে এবং ডিজিটাল এক্স-রে বিভাগের পাশের ফাঁকা জায়গায় প্রচুর দোকান গজিয়ে উঠেছে। প্রতিদিন ওই দোকানগুলি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে। যার ফলে রোগীদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া, অ্যাম্বুল্যান্সের যাতায়াতেও সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত এই বাজার তুলে দেওয়ার দাবি জোরালো হচ্ছে।

দেখেও দেখে না প্রশাসন

সারি সারি অসম্পূর্ণ প্রতিমা। শনিবার শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভালোবাসেন
কাজ করতে ভালোবাসেন
কাজে আনন্দ পান ?

তাহলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি হতে পারে আপনার ঠিকানা

প্রুফরিডার
বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। প্রুফরিডিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। না থাকলেও অসুবিধা নেই, যদি থাকে নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস। অনভিজ্ঞদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে।
যোগ্যতা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে (বা সমতুল্য বোর্ড) ফার্স্ট ডিভিশন, ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০।

বিজ্ঞাপন এগজিকিউটিভ
প্রার্থীকে হতে হবে মিষ্টভাষী, হাসিখুশি, মিশুকে, ধৈর্যশীল এবং কথা বলায় দক্ষ। বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। না থাকলেও অসুবিধা নেই, যদি থাকে নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস। অনভিজ্ঞদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে।
যোগ্যতা স্নাতক।

পার্ট-টাইম অনুবাদক
ইংরেজি এবং হিন্দি থেকে সাবলীল বাংলায় অনুবাদের দক্ষতা। অনুবাদের অভিজ্ঞতা না থাকলেও অসুবিধা নেই, যদি থাকে নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস। অনভিজ্ঞদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে।
যোগ্যতা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে (বা সমতুল্য বোর্ড) ফার্স্ট ডিভিশন, ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

ই-মেল করুন ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এর মধ্যে
jobs.uttarbanga@gmail.com
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নজর যখন দক্ষিণে

ভোট আসছে। উত্তরবঙ্গের ছবিটা তো অনেকটাই স্পষ্ট। কিন্তু কী দেখব, চোখ দক্ষিণে রাখলে? সেখানকার রাজনৈতিক ছবিটা আসলে কেমন? দক্ষিণ মানে দক্ষিণবঙ্গ, দক্ষিণ মানে দক্ষিণ ভারত। পুনে এবং কলকাতা থেকে দুটি বিশেষ প্রতিবেদন।

রাম-বামের ভোট কাটাকাটিই গুরুত্বপূর্ণ

সুমন ভট্টাচার্য

১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশের পর সিপিএমের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক, প্রয়াত অনিল বিশ্বাস একবার আমাকে বলেছিলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল মূলত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক শক্তি। তার কারণ সেবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল যে ৭ আসন জিতেছিল, সেই সবক'টিই জিতেছিল গঙ্গার এপাশে-ওপাশে গড়ে ওঠা জনপদগুলিতে।

তারপরে গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের বয়স ২৫ পেরিয়েছে, আর গত ১৩ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায়। আর পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতা পেতে গেলে দক্ষিণবঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতেই হয়। কারণ দক্ষিণবঙ্গে প্রায় ২৪০টির মতো বিধানসভার আসন, লোকসভা নিরিখেও দক্ষিণবঙ্গ ৩৪ জনকে ভারতের সংসদে পাঠায়। তাই দক্ষিণবঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন না করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও উত্তরবঙ্গে সাফ হয়ে গেলেও তৃণমূল যে শেষপর্যন্ত রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিল, তার কারণ ছিল দক্ষিণবঙ্গ। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের ৩৪টি আসনের মধ্যে ২২টি আসন পেয়েই তৃণমূল এই রাজ্য থেকে সবচেয়ে বেশি সাংসদ পাঠাতে পেরেছিল।

একইসঙ্গে এটাও সত্যি, উত্তরবঙ্গের চমকপ্রদ সাফল্যের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বামেদের মুছে দিয়ে প্রধানতম বিরোধী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল গেরুয়া শিবির। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে, অর্থাৎ বর্ধমান থেকে শুরু করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে বিজেপির সাফল্য ছিল চমকে দেওয়ার মতো। কিন্তু ২০১৯-এর রাজনৈতিক সাফল্যকে পরবর্তীকালে বিজেপি ধরে রাখতে পারেনি। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলিতে, অর্থাৎ দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামে আবার প্রবলভাবে ফিরে এসেছে ঘাসফুল শিবির।

সামনের লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে, তাই সকলেই হিসেব কষছে, এবার কী হবে? সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, যিনি গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই রামের কাছে চলে যাওয়া বামেদের ভোট ফেরাতে তৎপর, তিনি যেমন দাবি করছেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন সবাইকে চমকে দিতে পারে। একথা অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই যে ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখিয়েছে রাজ্যে বিরোধী পরিসরে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে সমানে সমানে যুঝছে সেলিম-অধীর এবং নৌশাদ সিদ্দিকীর জোট। অর্থাৎ বাম, কংগ্রেস এবং আইএসএফ যথেষ্ট শক্তি বাড়িয়ে বিজেপির সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছে। কিন্তু লড়াইটা যেখানে লোকসভা নির্বাচনের, যেখানে নরেন্দ্র মোদি 'ফ্যাক্টর' কাজ করবে, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বেছে নেওয়ার নির্বাচন, সেখানে 'নমো' ক্যারিশমা-কে মোকাবিলা করতে পারবে বাম-কংগ্রেস জোট?

২০১৯-এর নির্বাচনে বামেদের ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ভোট বিজেপির দিকে গিয়ে যাবতীয় রাজনৈতিক সমীকরণকে উলটে দিয়ে গেরুয়া শিবিরকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাফল্য দিয়েছিল। তাই বামেরা চাঙ্গা হলে বিজেপির ভোটবাক্সে টান পড়বেই। সেই কারণেই বোধহয় রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় মুর্শিদাবাদে বাম নেতৃত্ব যোগ দিয়েছে। আর এই সমীকরণকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাহুলকে একেবারে গাল দিয়ে শালীনতার সীমাকে লঙ্ঘন করে গিয়েছেন।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। প্রথমত পূর্ব মেদিনীপুরে ঘাসফুল শিবিরের সেনাপতি শুভেন্দু দল ছেড়ে গেরুয়া ঝান্ডা হাতে তুলে নিয়েছেন। স্বভাবতই পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি লোকসভা আসন, অর্থাৎ কাঁথি এবং তমলুক, যেখান থেকে গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে অন্য দুই অধিকারী জিতেছিলেন, সেখানে এবার অ্যাডভান্টেজ গেরুয়া শিবির। আবার পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে। আসানসোল থেকে নির্বাচিত সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় ইস্তফা দিয়ে পদ্মফুল ছেড়ে ঘাসফুলের প্রার্থী হয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য। আর ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং গেরুয়া শিবির ছেড়ে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে ফিরে গিয়েছেন। তাহলে পাটিগণিত

দক্ষিণবঙ্গ

অনুযায়ী দক্ষিণবঙ্গের সমীকরণে তৃণমূল এবং বিজেপি, দুই শিবিরই ২টি করে আসন বদলাবদলি করে নিয়েছে।

দুই বর্ধমান, যা গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে যথেষ্টই হতাশ করেছিল, সেখানে হারানো জমি পুনরুদ্ধারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্টই মরিয়া। সেই কারণেই তৃণমূল সুপ্রিমো রেড রোডের ধর্না মঞ্চে বসেও দুই বর্ধমানের দলের নেতাদের ডেকে বৈঠক সেরে নিয়েছেন। বুদ্ধিমান রাজনীতিক হিসেবে মমতা জানেন তিনি শত্রুঘ্ন সিনহাকে প্রার্থী করে যেমন আসানসোল পুনরুদ্ধার করেছেন, তেমনই বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনও এবার ফেরত পেতে পারেন বিজেপির সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার বিরুদ্ধে অনুপস্থিতির অভিযোগে শান দিয়ে।

আবার বীরভূমকে পাখির চোখ করে রাখা বিজেপি নেতৃত্ব যদি আশাবাদী হয় যে, অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতি এবং সীমান্তের ওপাশের ঝাড়খণ্ডের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ তারা পাবে, তাহলে মমতাও তৎপর এবং বামেরাও লাল মাটিতে লাল পতাকার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে ঝাঁপ দিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বিজেপির সাফল্যের রেসিপিতে যদি পুরোনো তাস মতুয়া ভোট থাকে, তাহলে নতুন ইয়ার্কি অবশ্যই রাম মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা!

গেরুয়া শিবির মনে করে যে, রাম লহর দিয়ে ঝাড়খণ্ড, বিহারের লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা আসনগুলিতে তারা আবার পদ্মফুল ফোটাতে পারবে। ঠিক যেমনই বিজেপি এবার আশাবাদী যে, উত্তর ২৪ পরগনায় যদি মতুয়া ভোট তাদের ডিভিডেন্ড দেয়, তাহলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জয়নগর বা মথুরাপুরে জাতপাতের রাজনীতি এবং রামলহর ভিকট্রি স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেবে এবং এই ধরনের নতুন আসন যোগ করতে পারলেই গেরুয়া শিবির অমিত শা'র দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলবে। এর বিপরীতে রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সাফল্যে উজ্জীবিত কংগ্রেস নেতারা অবশ্য বিজেপির এইসব হিসেবনিকেশের পিছনে 'সেটিং তত্ত্ব'কেই সামনে আনছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী তো ধারাবাহিকভাবে তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের গোপন সমঝোতার কথা বলেই যাচ্ছেন আর তাঁর দলের দক্ষিণবঙ্গের নেতারা, যেমন সৌম্য আইচ রায়রা বলছেন তৃণমূল সেটিংয়ে না গেলে উত্তর কিংবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিজেপির পক্ষে আসন পাওয়া মুশকিল।

গত লোকসভা নির্বাচনের সময় কলকাতায় অমিত শা'র রোড শো-র দিন কলেজ স্ট্রিটের বিদ্যাসাগরমূর্তি ভাঙার ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক অনেক হিসেবকে উলটেপালটে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার পরে পশ্চিমবঙ্গের যে ক'টি আসনে লোকসভা ভোট হয়েছিল, সবক'টিতে বিজেপি হেরেছিল। অনেকেই মনে করেন বামেদের ভোট রামে গিয়ে গেরুয়া শিবিরকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসার যে সুযোগ করে দিচ্ছিল, সেই বাম ভোট বা শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি আর বিজেপির সঙ্গে নিজেদের একাত্মতাকে অনুভব করতে পারেনি। দমদমের মতো আসনে শমীক ভট্টাচার্যের মতো বিজেপির সুবক্তা প্রার্থী যে শেষপর্যন্ত সৌগত রায়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন তার কারণ এই হিন্দু বাঙালির মোহভঙ্গ হওয়া এবং বামেদের দিকে ফিরে যাওয়া!

২০২৪-এ কি আবার দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে সেইরকম কিছুর পুনরাবৃত্তি হতে পারে? তৃণমূল শিবিরও জানে যে হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়ায় বামেরা যদি নিজেদের শক্তি ফেরত পায়, তাহলে বিজেপির বিপদ আর ঘাসফুলের সুবিধা!

যাঁরা মনে করেন যে দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূল টিকে রয়েছে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোটের সমর্থনে, তাঁরা ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাবেন- উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি কিংবা নদিয়ায় তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন হয়েছিল আসলে হিন্দু ভোটের উপর ভর করেই। গ্যাসের দাম থেকে মূল্যবৃদ্ধি, মমতা আমজনতার হৃদয়ের কথা বলে বিজেপিকে কিস্তিমাত করে দিয়েছিলেন। এবারের ২০২৪-এর নির্বাচনে কি মোদি বিরোধী শক্তিগুলি, সেই কৌশলকে আবার প্রয়োগ করতে পারবে? অর্থাৎ বিজেপি যদি রামের ছবি দিয়ে প্রচারকে এগিয়ে রাখে, বামেরা চাকরির অভাবকে হাতিয়ার করে কতটা সেই লহরকে ভোঁতা করে দিতে পারবে, তার উপরই দক্ষিণবঙ্গের রাজনীতি নির্ভর করে আছে।

(লেখক সাংবাদিক)

রামের দাক্ষিণ্যে জয় অসম্ভব, মোদির লক্ষ্য ভিন্ন

সম্বিত পাল

২৫ বছরের তরুণীটি বোধহয় সারা জীবনে এতটা অবাক হননি, যতটা এই বছরের ২২ জানুয়ারি হয়েছেন! সারা দিন অবাক হয়ে চারদিকে দেখেছেন, এ কোন উৎসব এসে গেল তাঁর ঘরের কাছে। দিন দশেক কেটে যাওয়ার পরও কথা বলতে গিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সেই দিনটি নিয়ে তাঁর ঘোর কাটেনি।

হায়দরাবাদের এই তরুণী রামনবমীর দিন মন্দির বা বাড়িতে রামের পুজো হতে দেখেছেন ছোট থেকেই। কিন্তু রামের এরকম সর্বজনীন 'অকালবোধন উৎসব' তাঁর কাছে প্রথম। দুর্গাপুজোর সময় তেলেঙ্গানাজুড়ে যে কোনও জলাশয়ের কাছে ফুল নিয়ে গান গেয়ে বটুকাম্মা এতদিন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল। কিন্তু ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার আচার ঘিরে হায়দরাবাদ শহরজুড়ে রাস্তা আটকে প্যান্ডেল করে রামের মূর্তিপুজো, অযোধ্যার অনুষ্ঠানের লাইভ টেলিকাস্ট, চারদিকে গেরুয়া পতাকায় ছেয়ে যাওয়া — তাঁর প্রথম দেখা।

সবচেয়ে বেশি বোধহয় তাঁকে অবাক করেছে তাঁর বয়সি বন্ধুদের বাড়িতে বাড়িতে রামের পুজো করা, প্রদীপ দিয়ে বাড়ি সাজানোর আয়োজন!

হায়দরাবাদের এই তরুণীর অভিজ্ঞতা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। 'জয় শ্রীরাম' মূলত উত্তর ভারতের 'স্লোগান' হলেও, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতো সেই স্লোগান দক্ষিণের রাজ্যগুলিতেও সুচারুভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছেন বিজেপি ও সংঘ পরিবারের কর্মীরা। শ্রীরামের প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান ঘিরে সেই চেষ্টা খানিকটা সংগঠিতভাবে করা হয়েছে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে। কোনও কোনও জায়গায় তা সাধারণ মানুষের উৎসবে পরিণত হয়েছে। কোথায় বিরোধও তৈরি হয়েছে। কেরলে খুব মাতামাতি না হলেও বেশির ভাগ জায়গায় ২২ জানুয়ারি ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলেছে। কর্ণাটকে বিজেপির থেকেও নিজেকে বেশি রামভক্ত প্রমাণ করতে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া নিজেই রামসীতার মূর্তির আবরণ উন্মোচনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন এবং সরকারি উদ্যোগেই মন্দিরে মন্দিরে রাম-ভজনের আয়োজন হয়েছে। তামিলনাড়ুতে রাম মন্দিরের অনুষ্ঠানের লাইভ টেলিকাস্টে ডিএমকে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে — এই অভিযোগ নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে গিয়েছে একদল। কাজেই উত্তরের মতো দক্ষিণেও রামনাম হয়েছে সর্বত্র।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশজুড়েই রামের অস্তিত্ব আছে। তুলসীদাসের রামায়ণ যেমন উত্তর ভারতে বহুল প্রচলিত, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণ জনপ্রিয়, তেমন দক্ষিণ ভারতে দ্বাদশ শতকের কাম্পান ও ইঝুথাচানের রামায়ণের চল। গল্পে ও আলেখ্যতে কিছুটা ফারাক থাকলেও রামের কাহিনী অজানা নয় দক্ষিণ ভারতীয়দের। তবে উত্তর ভারতের মতো বা বাংলায় এখনকার রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করে রামনবমী পালনের মতো রাম কখনোই 'জনদেবতা' হয়ে ওঠেননি দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে। তার মূল কারণ দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও জাতিগত আন্দোলন, লৌকিক দেবতার পুজো ব্রাহ্মণ্যবাদকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই।

তামিলনাড়ুর দ্রাবিড় আন্দোলন তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তাই ডিএমকে নেতা ও তামিলনাড়ুর মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন সনাতন ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করতে পিছপা হন না।

এ কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও অজানা নয় যে, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের মধ্যে একটি ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বিভাজনরেখা রয়েছে। কর্ণাটক এবং হায়দরাবাদের পুরসভার নির্বাচন ছাড়া বিজেপি দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে দাঁত ফোটাতে পারেনি। গত বছর কর্ণাটক নির্বাচনে বেঙ্গালুরু সংলগ্ন অঞ্চলগুলির বাইরে মোদি ম্যাজিক কাজই করেনি। কেরলে আরএসএস-এর সবচেয়ে বেশি শাখা থাকলেও, সেখানে বিজেপি কিন্তু বাম-কংগ্রেস দ্বৈরথে ভাগ বসাতে পারেনি। তেলেঙ্গানাতেও প্রমাণিত হয়েছে, হিন্দুত্বের রাজনীতি বিজেপিকে নির্বাচনি ডিভিডেন্ড দেয়নি। শেষমুহূর্তে কৌশল বদল করেও লাভ হয়নি গেরুয়া শিবিরের।

তবু রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামায়ণের পথ ধরে একে একে দক্ষিণের রামবিজড়িত মন্দিরগুলি শুধু দর্শনই করেননি, সেখানে পুজো-আচার সব পালন করেছেন। একে একে ঘুরে বেড়িয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের জটায়ুর স্মৃতি নিয়ে তৈরি বীরভদ্র মন্দির (যেখানে রামনবমীর দিন রামসীতার বিয়ের অনুষ্ঠান হয় প্রতি বছর), কেরলের ত্রিশূরে ত্রিপ্রায়ার শ্রীরামস্বামী মন্দির (কাছাকাছি রাম ছাড়াও লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতের মন্দির রয়েছে), তামিলনাড়ুর শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির (কথিত রয়েছে এখানের বিষ্ণুমূর্তি রাম বিভীষণকে দিয়েছিলেন লঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার জন্য), রামেশ্বরম মন্দির (সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় যাওয়ার আগে রাম এখানে শিবের পুজো করেছিলেন), শ্রীকোঠানধারামা স্বামী মন্দির (যেখানে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছিল)।

তিনি কাশীতামিল সংগম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বারাণসীর সঙ্গে তামিলনাড়ুর যোগাযোগ বহুকালের। অবশ্য দক্ষিণকে দিল্লির সঙ্গে জোড়ার জন্য নতুন সংসদ ভবনে সেঙ্গল স্থাপন করে সেই কাজ তিনি অনেক আগেই শুরু করেছেন। এর অন্যতম কারণ যদি হয় এটা দেখানো যে, রাম শুধুমাত্র উত্তর ভারতের দেবতা নন, তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের যোগ রয়েছে। অন্য কারণও রয়েছে এর পিছনে।

২০২৪-এ তৃতীয় বারের জন্য সরকারে ক্ষমতায় আসার প্রস্তুতির মধ্যে নরেন্দ্র মোদি নিজেকে ভারতের একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয়তার কাছাকাছি আর কোনও নেতা নেই। রাজনৈতিক নেতা থেকে তিনি নিজেকে একজন 'স্টেটসম্যান' বা রাষ্ট্রনেতা হিসেবে তুলে ধরছেন। যিনি ছোটখাটো রাজনৈতিক জটিলতার ঊর্ধ্বে। এই ইমেজটি পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ তিনি

দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণের মানুষের মন জয় করতে পারবেন। তাই তিনি রামের হাত ধরেছেন।

এর পিছনে নির্বাচনি রাজনীতির অঙ্ক যে একেবারেই নেই, তা নয়। তৃতীয় বারের জন্য যদি মোদি ক্ষমতায় আসেন, তাঁর লক্ষ্যই থাকবে ৪০০-র বেশি আসন পাওয়া এবং দেশের ৫০ শতাংশ মানুষের ভোট। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির হত্যার পরে কংগ্রেস সহানুভূতির হাওয়ায় ৪১৪টি আসন পেয়েছিল। যদিও উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের রাজ্যগুলির উপরই বেশি ভরসা বিজেপির। জম্মু-কাশ্মীর ও পঞ্জাবকে বাদ দিলে এবং বিহারকে ধরে এদিকে ২৯৩টি আসন রয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে আরও ২৫টি। এই রাজ্যগুলি থেকে সব আসনই মোদি জিতে নেবেন এমনটা নয়। মহারাষ্ট্রে বিজেপির একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। পূর্ব ভারতের ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৭৮টি আসনের মধ্যে কতগুলি আসন বিজেপি পেতে পারে তা এখনই হলফ করে বলা যায় না। ২০১৯-এ পশ্চিমবঙ্গে যে ফলাফল বিজেপি করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং দক্ষিণের দিকে তাঁকে তাকাতেই হবে।

২০১৯-এর নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরি এবং লাক্ষাদ্বীপ মিলিয়ে ১৩১টি লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল মাত্র ২৯টি আসন। তার মধ্যে কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা থেকেই ছিল ২৫টি। আঞ্চলিক দলগুলি বেশিরভাগ আসনে জয়ী হলেও দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছিল ২৮টি আসন।

তবে মোদি আশার জায়গাগুলি চিহ্নিত করেছেন। যেমন ত্রিশূর। মন্দির দর্শনের পরে অভিনেতা-রাজনীতিবিদ সুরেশ গোপীকে নিয়ে রোড শো করেছেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মেয়ের বিয়েতে যোগ দিয়েছেন। তাঁকেই এবার লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করতে চলেছে বিজেপি। কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য মাঝে মাঝেই শিরোনামে উঠে আসা ত্রিশূরে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে ১১ শতাংশ থেকে বিজেপির ভোট ২৮ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল।

তামিলনাড়ুতে জোটসঙ্গী এআইডিএমকে বিজেপির হাত ছেড়ে দিলেও রাজ্য সভাপতি আন্নামালাইয়ের হাত ধরে মেরুকরণের রাজনীতির আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটকের ভোটাররা বিধানসভা নির্বাচনে যাই করুন, লোকসভা নির্বাচনে মোদিকেই ভোট দেবেন বলে ধরছে গেরুয়া শিবির।

এইসবের মধ্যে রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে ঘিরে দাক্ষিণাত্য সফরে রাম কতটা দাক্ষিণ্য দেখাবেন, তা বলা কঠিন। রামনামের তেজ যে জানুয়ারির পরে দক্ষিণীদের মনে বেশিদিন থাকবে না, তাও একপ্রকার নিশ্চিত। কিন্তু ছবিগুলি সাধারণ মানুষের মনে থেকে যাবে। যেমন হায়দরাবাদের তরুণীর এখনও বিস্ময় কাটেনি। তাই রামনামের প্রচার হোক বা না হোক, মোদি নামের একজন নেতা যে দক্ষিণীদের মনে নিজের ছবি ও ইমেজের ছাপ রাখতে চেয়েছেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এবার সেই ছবি দিয়ে ভোট পাওয়া সংগঠনের কাজ। সে কাজে বিজেপি এখনই কতটা সফল হবে তা বলা কঠিন।

(লেখক পুনের এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পুনের বাসিন্দা)

৮
ছোটগল্প
জয়দেব সাহা
বিশেষ নিবন্ধ
দাউদ হায়দার

৯
ধারাবাহিক পর্ব-৫
সখা হে
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১০
বিশেষ আকর্ষণ অর্ণব সেন ও জ্যোতি সরকার
কবিতা : শর্মিষ্ঠা ঘোষ, দুর্গাশ্রী মিত্র, আশুতোষ বিশ্বাস, মুহা আকমাল হোসেন, জয়ন্ত কুমার দত্ত, অর্পিতা রায়চৌধুরী ও সোমা দে

বিহারে রাজনীতির নাটকীয় পালাবদলে আবার প্রশ্নটা উঠছে। ‘বিশ্বাস’ শব্দটা কি এখন সমাজের সব স্তরেই সোনার পাথরবাটি? রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসকে বিচার করা হল এবারের প্রচ্ছদে।

বিশ্বাস

রাজনীতিতে বেশি বদল গত এক যুগে

দেবদূত ঘোষঠাকুর

দেশের রাজনৈতিক মহলে এখন একটাই আলোচনা-নীতীশ কুমার কি হারাতে পেরেছেন হরিয়ানার গয়া লালকে? কে এই গয়া লাল যাঁকে নীতীশ কুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করা হচ্ছে?

গয়া লালকে চেনার জন্য চলুন ফিরে যাই প্রায় ছয় দশক আগে। সেটা ১৯৬৭ সালের কথা। হরিয়ানার হোদাল থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন ওই গয়া লাল। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে। নির্বাচনে জিতেই তিনি যোগ দেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে। এটাই শেষ নয়, এক পক্ষকালের মধ্যে তিনি তিনতিনবার দল পরিবর্তন করেন। স্বতন্ত্র থেকে কংগ্রেস, কংগ্রেস থেকে যুক্তফ্রন্ট আবার যুক্তফ্রন্ট থেকে কংগ্রেস। গয়া লাল যখন যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে আসেন, তখন কংগ্রেস নেতা রাও বীরেন্দ্র সিংহ চণ্ডীগড়ে এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন, ‘গয়া রাম এখন আয়া রাম’। ওই ঘটনার পরে শেষ পর্যন্ত হরিয়ানা বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়।

এরপর থেকে দেশে ঘনঘন দলবদলের সংস্কৃতির নাম হয়ে যায় ‘আয়ারাম গয়ারাম’। কেউ দলবদল করেন। কেউ জোট সঙ্গী পালটান। গয়া লাল থেকে চরণ সিংহ, শারদ পাওয়ার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ কুমার- সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। তবে নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে গয়া লালের কড়া প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্যই নীতীশ কুমার।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে জোট নিয়ে ঘোঁট ক্রমশ বাড়ছেই।

দলবদল রুখতে ১৯৮৪ সালে একটি দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ করা হয়েছিল, তবে রাজনীতিবিদদের মধ্যে কংগ্রেস বা বিজেপির মতো একটি বিস্তৃতভিত্তিক দলে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব দল তৈরির প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের মধ্যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সংখ্যা ৩৩ থেকে বেড়ে ১১৩ হয়। তার পরের দশকগুলিতে এই বিভক্তি অব্যাহত রয়েছে। আর দলবদল রুখতে কড়া আইন তৈরি হলেও জোট বদল রুখতে কোনও আইন কিন্তু হয়নি। এই জোট বদলের ক্ষেত্রে ডান-বাম, সাম্প্রদায়িক- নিরপেক্ষ এসব তত্ত্ব কখনও খাটে না।

পশ্চিমবঙ্গে দলবদলের খেলা বস্তুতপক্ষে শুরু হয় এই শতকের গোড়ার থেকে। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। এরপর থেকে কংগ্রেস থেকে তৃণমূল আর তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যাওয়ার প্রবণতা চলতে থাকে বছর দুই-তিন পর থেকেই। মমতার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সৌগত রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত পাঁজা, সাধন পান্ডেরা মাঝেমধ্যেই এদিক-ওদিক করেছেন। অজিত পাঁজা মৃত্যুর সময় তৃণমূলের ছিলেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও তাই। সৌগত রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেই আছেন।

সুব্রত ছিলেন এঁদের সবার মধ্যে সব থেকে বর্ণময় চরিত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলার ক্ষমতা ছিল কেবলমাত্র কলকাতার ওই প্রাক্তন মেয়রের। তাঁর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় একবার কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে একবার ঘড়িচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। বেশ কয়েকজন অনুগামীকেও সঙ্গে পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। নিজে পুরসভা দখল করতে না পারলে কী হবে, সেবার তৃণমূলকে হারিয়ে পুরসভার মেয়র হন সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

একেবারে ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা সুব্রতর সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে একমাত্র প্রিয়ই শেষ পর্যন্ত বানপ্রস্থ হিসেবে কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের নেতা দেবপ্রসাদ রায়ও এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। তাঁকে নিজের দলে টানতেই পারেননি তৃণমূল নেত্রী। ১৯৯৬ সালে যাঁদের প্রার্থী করা নিয়ে মমতার সঙ্গে তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধের সূত্রপাত সেই শংকর সিংহ, সুলতান আহমেদ, মৃণাল সিংহরা পরবর্তী সময়ে তৃণমূলে মিশে গিয়েছিলেন। ব্যতিক্রম অধীর চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে যাঁর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাদ সর্বজনবিদিত।

তবে ২০১২ সালের পরে আমাদের এই রাজ্যে রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকেছে। এমন নেতাকেও দেখেছি যাঁরা কংগ্রেস থেকে বিজেপি, তারপরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের হাত ধরেছেন। এমন নেতাকেও চিনি ২০১৩-২০১৪-তেই কালীঘাটের বাড়ি নিয়ে চাঁছাছোলা মন্তব্য করতেন। *এরপর আটের পাতায়*

মনোবিজ্ঞানের চোখে

রিমঝিম রায়

বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যদি করতে হয় তাহলে দেখা যাবে আমাদের জন্মের পর থেকে পরিবেশ ও পরিবারের মধ্যে তার বীজ লুকিয়ে আছে। একটি শিশু যখন জন্মায়, তখন সে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে তার পরিবারের ওপর, বিশেষত তার ‘মা’র ওপর। সেই সময় শিশুর সঙ্গে তার ‘মা’র যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়, পরবর্তী জীবনে শিশু সেই চোখ দিয়েই সমগ্র পৃথিবীকে দেখে। সেই সম্পর্কের মধ্যে যদি যথেষ্ট নির্ভরশীলতা থাকে, আবেগগত পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, সেখান থেকে শিশু তার সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা পৃথিবীকে একটু একটু করে চিনতে শুরু করে, নির্ভর করতে শুরু করে, বিশ্বাস করতে শুরু করে। ক্রমে তার প্রতিচ্ছবি শিশুর সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়। ঠিক এই কারণেই কোনও কোনও মানুষ জীবনের প্রতি খুব সদর্থক, আর কিছু মানুষের সেই সদর্থকতার একটা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সুতরাং কোনও শিশু তার পরিণত বয়সে সম্পর্কের প্রতি কতটা যত্নশীল হচ্ছে, কতটা দায়বদ্ধ হচ্ছে, সেটাও কিন্তু তার সেই প্রথম এক বছরের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। বিভিন্ন সময়ে অনেক বিখ্যাত মনোবিদ এই বিশ্বাসের জায়গাটাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন এই ধারণাটা মনোবিজ্ঞানী এরিকসনের দেওয়া। আবার অন্য এক মনোবিজ্ঞানী জুঙ এই ধরনের ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Collective Unconscious-এর কথা বলেছেন যে, আমরা আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কিছু আচরণের ধারাবাহিকতা বহন করে চলি। কিন্তু ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, বিশ্বাসের মধ্যে যে রসায়ন, তার রূপ সময়ের পথ ধরে পরিবর্তিত হচ্ছে।

এরপর আটের পাতায়

একটি শিশু যখন জন্মায়, তখন সে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে তার পরিবারের ওপর, বিশেষত তার ‘মা’র ওপর। সেই সময় শিশুর সঙ্গে তার ‘মা’র যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়, পরবর্তী জীবনে শিশু সেই চোখ দিয়েই সমগ্র পৃথিবীকে দেখে।

একলব্য ও দ্রোণাচার্যের কথা

যান্ত্রিক জীবনে সবকিছুতেই প্রথম হওয়া ও টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ আরও বেশি দরকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসের সম্পর্ক। টানাপোড়েনের মাঝেও বেঁচে আছে ছাত্র-শিক্ষকের বিশ্বাসের সম্পর্ক। সময়ের নিয়ম মেনে সেই সম্পর্কের মধ্যেকার বিশ্বাসের বিবর্তন হয়েছে।

মৌমিতা আলম

দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী উশখুশ করছে অনেকক্ষণ থেকেই। দিদিমণি খেয়াল করতেই জিজ্ঞেস করলেন, উশখুশ করার কারণ! দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী বলল, দিদিমণি... যাব! দিদিমণি ছাত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন ওয়াশরুমে। ছাত্রীর সহজ, অকপট উত্তর শুনে নিজের স্কুলজীবনের কথা মনে পড়ল দিদিমণির। কারও স্কুলে এসে মাসিক হয়ে গিয়েছে, সেটা বলে ছুটি চাইতে টিচার্স রুমে যাবে ভাবতেই পা ঠান্ডা হয়ে যেত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠান্ডার সময় হলে গায়ের সোয়েটার খুলে কোমরে বেঁধে কিংবা স্কুলের সারাটা সময় এক জায়গায় বসে থেকে কোনওরকমে বাড়ি পৌঁছানো। দিদিমণিকে নিজের খুব স্বাভাবিক একটা অবস্থা খুলে বলার মতোও বিশ্বাসের জায়গা ছিল না দিদিমণির নিজের স্কুলজীবনে।

আজকে উত্তর সত্যযুগে যখন বিশ্বাসের মতো শব্দগুলো ফাঁকা ধারণা ছাড়া কিছুই নয় বলে মনে হয়, তখন ছাত্রীর উত্তর ও দিদিমণির নিজের সময়ের ক্লাসরুম কিন্তু অন্য ইঙ্গিত দেয়। তবে কি যাঁরা শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক আর নেই বলে গেল গেল রব তুলছেন তাঁরা ভুল?

নয়া আর্থিক উদারনীতি ও তার হাত ধরে মানুষকে জাপটে নিজের হাতের মুঠোয় পুরে ফেলা সামাজিক মাধ্যম পালটে দিয়েছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণ। সামাজিক মাধ্যমগুলোর উপস্থিতিতে শিক্ষকদের সম্পর্কে একটা ধারণা নিজের অজান্তেই তৈরি হচ্ছে ছাত্রদের মনে। শিক্ষক যা বলছেন তা সব মেনে নেওয়ার দিন এখন নেই।

কুড়ি-তিরিশ বছর আগেও তুমুল মার খেয়ে নিঃশব্দে পড়াশোনার বাইরে চলে যাওয়া ছাত্রটি বোধহয় এখন আর চুপ থাকে না। সে আওয়াজ তোলে। তাই বলে যদি আমরা এটা ভাবতে বসি যে, শিক্ষকের প্রতি তার বিশ্বাস নেই এটা ভুল ভাবা হবে। মার খেয়ে চুপ করে থাকার মতো তার অন্ধবিশ্বাস নেই। বিশ্বাস আর অন্ধবিশ্বাসের মাঝের ফাঁক প্রকট হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, সেই প্রতিবাদ বা আওয়াজ তোলার ভাষার মধ্যে শালীনতার সীমারেখা হয়তো পার হয়ে যায় কখনো-কখনো, চলে আসে রাজনৈতিক সমীকরণ। তা অনেকসময় পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়ার জায়গাটা সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে চুরমার করে দেয়।

তবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে এখনও বিশ্বাস আছে বলেই বছর নয়-দশ আগে মুর্শিদাবাদের এক মাদ্রাসায় নিজের বাবা মাদ্রাসা থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে বলে, ক্লাসরুম থেকে পালিয়ে এসে টিচার্স রুমে দিদিমণির পা জড়িয়ে ধরে একটি ছাত্রী। একটাই আকুলান, আমায় বাঁচান দিদিমণি!

তারপর ক্লাসরুমের চার দেওয়ালের মাঝে একাকী দিদিমণিকে খুলে বলে নিজের বাবার কাছেই নিপীড়নের ইতিহাস। নিজের রক্ত মাংসের বাবার থেকেও শিক্ষকরা হয়ে ওঠেন তার বিশ্বাসের জায়গা। সেই পরম বিশ্বাসে সে আগলে ধরেছিল বাঁচার এক টুকরো অবলম্বন। এভাবেই হেরে যেতে বসা অসংখ্য শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বাসের জায়গা হয়ে ওঠেন শিক্ষকরা।

যান্ত্রিক জীবনে সবকিছুতেই প্রথম হওয়া ও টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ আরও বেশি দরকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসের সম্পর্ক। এক মুহূর্তে পিছিয়ে পড়লে, জীবনের পাদানি থেকে কয়েক কদম নীচে নেমে যেতে হবে- এই ভয়ে দড়ির ওপর হাঁটছে ছাত্র সমাজ। উলটোদিকে নিয়মের যাঁতাকলে, রাজনৈতিক অবস্থা, ব্যক্তিগত জীবনে চড়াই উতরাই, বাজার-বাড়ি, নিজের আকাঙ্ক্ষা সামলে কর্মস্থলে নানারকম লবির শিকার শিক্ষক সমাজও ধুঁকছে নিজের মতো করে। পারস্পরিক ছাত্র-শিক্ষকের বিশ্বাসের জায়গায় উঠে আসছে নানারকম সমীকরণ। সবকিছু প্রাইভেটাইজেশনের যুগে পেশার চাপ মারাত্মক। আর নিজের পেশায় সিঁড়ি ভাঙতে অনেকসময় সেও ভুলে যাচ্ছে বিশ্বাসের হাত বাড়িয়ে দিতে শ্রেণিকক্ষের পেছনের সারিতে বসা ব্যাক বেঞ্চার ছাত্রটিকে। ক্রমাগত চাপের ফলে অকালে ঝরে যাচ্ছে কত প্রাণ।

তবুও এই টানাপোড়েনের মাঝেও বেঁচে আছে ছাত্র-শিক্ষকের বিশ্বাসের সম্পর্ক। সময়ের নিয়ম মেনে সেই সম্পর্কের মধ্যেকার বিশ্বাসের বিবর্তন হয়েছে। শিক্ষককে দেখে সাইকেল না থামিয়ে, শিক্ষককেই বাইকের পেছনে বসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো বিশ্বাস জন্মেছে ছাত্রদের মধ্যে। *এরপর আটের পাতায়*

নির্বাক স্রোত

জয়দেব সাহা

স্বপ্নের পাণ্ডুলিপি ঠিক কেমন দেখতে? ইতিহাসে পড়া হরপ্পা-মহেন-জো-দারো সভ্যতার উত্থানের মতো নাকি মেঘের বালিরাশি দিয়ে তৈরি কোনও উপত্যকার ঢেউয়ের মতো? উত্তরটা সকলের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু অণুরঞ্জনের কাছে এর পরিধিটা ঠিক কেমন? না অণুরঞ্জনকে কেউ চেনে না। কিন্তু সকালের আধো-অন্ধকারে, পড়ন্ত বিকেলে অথবা শীতের দুপুরে ট্রেনগুলো যখন এনজেপি স্টেশনে এসে দাঁড়ায়, বাবুদের ঘুমঘুম চোখে ওর চা একটু স্বস্তি এনে দেয়। যাত্রাপথের মাঝখানে চলন্ত মানুষগুলোর সঙ্গে এইটুকুই সম্পর্ক ওর। অথবা বলা যায় সম্পর্কটা হয়তো আরেকটু বেশি।

ওই যে সেদিন যখন ভোর তিনটে নাগাদ ট্রেনটা এসে পৌঁছাল, প্রায় সাত ঘণ্টা দেরি, সূর্যদীপ্ত ঘুমিয়েই ছিল। 'চা চা' চিৎকারে ঘুম ভাঙতেই দেখে পৌঁছে গিয়েছে গন্তব্যে। তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে, অমনি পেছন থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এসে কানের পর্দায় ধাক্কা দিল- 'দাদা, আপনি মানিব্যাগটা ফেলে এসেছেন।' ঘুরে তাকাতেই দেখে একটা মধ্যবয়সি লোক, এক হাতে চায়ের কেটলি নিয়ে আরেক হাতে এগিয়ে দিচ্ছে টাকার ব্যাগটা। তাড়াহুড়োতে ধন্যবাদ জানানোও আর হয়ে ওঠেনি। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ছেলে অপেক্ষা করে আছে তো। বাবা দিল্লি থেকে কত কী নিয়ে আসবে তার জন্য। অফিসের ট্যুরে গেলেই বাবুর জন্য নানা জিনিস নিয়ে আসে সূর্যদীপ্ত।

অণুরঞ্জনের এক ছেলে আছে। প্রতিদিন রাতে বাড়ি ফেরার সময় ওর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসতে হয়। কখনও চকোলেট-বিস্কুট; আবার কখনও বা মিষ্টির প্যাকেট। তাতে অবশ্য বৌয়ের কাছে বকাবকিও শুনতে হয় মাঝেসাঝে- 'তুমি এত টাকা নষ্ট করো কেন? কী দরকার এসব কেনার? তোমার কি টাকার পাহাড় নাকি?' আসলে সবার কাছে আনন্দের নিজস্ব পরিভাষা থাকে। এই যেমন ছেলেটার মুখে হাসি দেখলে রঞ্জন খুব আনন্দ পায়। হ্যাঁ, পাড়ার লোকেরা রঞ্জন বলেই ডাকে। আর ওর ছেলেকে বলে অঞ্জন। ভালো নাম অবশ্য একটা আছে। কিন্তু দীর্ঘ অনভ্যাসে পাড়ার লোক থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন সবাই সেটা ভুলেই গিয়েছে। সেবার অঞ্জন যখন স্কুলে ফার্স্ট হল, বাবার কী না আনন্দ। পাশের বাড়ির লোককে পর্যন্ত মিষ্টি খাইয়েছিল। সেসব অবশ্য অনেক পুরোনো গল্প। ইতিহাসের পাতা ওলটালে ওসব চোখে পড়বে হয়তো। আবার নাও পড়তে পারে। মাঝে একটা ভয়ানক অধ্যায়ে ঢাকা পড়ে গিয়েছে সেসব সোনালি গল্পের সবুজ পাণ্ডুলিপি।

একবার হঠাৎ ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। মালগাড়ি আর বিশেষ কয়েকটা যাত্রীবাহী ট্রেন ছাড়া কিছুই চলে না। বলা নেই কওয়া নেই, পকেটের আয়টা বড্ড কমে গেল রঞ্জনের। তারপর সময়ের চাকায় সেটাও থেমে গেল এক সময়। স্টেশনে ফেরিওয়ালাদের প্রবেশ নিষেধ। আসলে কেউই আসতে পারবে না। গেটে চেকিং, স্যানিটাইজেশন কত কী! মানুষ বলল নিউ নর্মাল। কিন্তু রঞ্জনদের কাছে আর যাই হোক সেটা নর্মাল তো ছিলই না। পেটে টান পড়লে সাধারণ বলে কিছু হয় না। অঞ্জন দেখে বাবা আর কাজে যায় না। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকে আর মায়ের সঙ্গে কী সব পরামর্শ করে। স্কুলও বন্ধ। সবাই তো বলছে ক্লাস এইটের পরীক্ষা নাকি হবে না। আবার কেউ বলছে মাস্টাররা প্রশ্ন দিয়ে দেবে, বাড়িতে লিখে স্কুলে জমা করতে হবে। বাইরে খেলতে যাওয়া বারণ ওর। ও পাড়ার পল্টু, শীতল আর আসিকের সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি। কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে শুধু। পল্টু পড়াশোনায় একটু দুর্বল, কিন্তু খুব ভালো ছেলে। অঙ্ক করতে একদম ভালো লাগে না ওর, কিন্তু ইতিহাসটা বেশ ভালোই পারে। ওর বাবা নেই, আজ তিন বছর হল ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে আর ফেরেনি। কেউ বলে অন্য সংসার পেতে নিয়েছে, কেউ বলে হয়তো মারা গিয়েছে। কিন্তু পল্টু বলে, 'বাবা ঠিক ফিরবে।'

সেদিন আকাশটা বড্ড আনমনা লাগছিল। পরশুদিনের তুলে আনা ঢেঁকিশাকগুলো প্রায় শুকিয়ে গেছে। কিন্তু মা সেগুলো ধুয়ে রান্না করতে ব্যস্ত। আর আছে পাড়ার ক্লাবের দেওয়া মোটা চাল। গত প্রায় এক মাস ধরে এটাই অঞ্জনের পাতের অমৃত। প্রথম প্রথম খুব অতৃপ্তিকর মনে হত ওর, অল্প ভাত খেয়েই উঠে যেত। সারাটাদিন প্রায় শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিত। পেটের টান এর আগে কখনও অনুভব করেনি সে। আসতে আসতে সয়ে গিয়েছিল এই নতুন অনিশ্চিত দিনগুলো। সকাল-সন্ধ্যা বাবা ছেলেতে কত গল্প, আবার কোন বিকেলে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত করলার ধারে ঢেঁকিশাক তুলতে। পিঠে ব্যাগ নিয়ে সে কি লাফালাফি। কখনও বা করলার জলে মাছ ধরতে ছিপ পাতত বাপ-ছেলেতে। গত সপ্তাহে বাড়ির চাল শেষ হয়ে গেল। দু'দিন শুধু ঢেঁকিশাকের ঝাল খেয়েই কাটিয়েছিল ওরা। সেদিন বাবা সারাদিন বাড়ি ফেরেনি। ভোর থেকে নাকি শাক তুলে বাজারে বিক্রি করতে গিয়েছিল। কিন্তু বাজার কোথায়? জুটেছিল পুলিশের লাঠি। পায়ের নীচে তখন ব্যথা। কিন্তু অণুরঞ্জন বোধহয় তখন আর অণু নয় অনেক বড় হয়ে উঠেছে। হয়তো বা সৌরমণ্ডল থেকেও বড়! সেই ফোলা পা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করতে।

দিনশেষে দেড়শো টাকা জুটেছিল তার। সেই দিয়েই চাল আর ডাল কিনে যখন সন্ধ্যা গড়াতে বাড়ি ফিরে, সেদিনের আনন্দটা পুরোনো দিনের চকোলেট-বিস্কুট আর মিষ্টির প্যাকেটকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন পর ছেলে ভাত-ডাল খাবে। পাশের বাড়ির পেঁপে গাছ থেকে একটা পেঁপে চেয়ে এনেছে মা। সেই দিয়ে পেঁপের ঝোলও জুটবে আজকে। এই সময় কেউ কাউকে কিছুই দিতে চায় না। কিন্তু পাশের বাড়ির বুড়িটা বড্ড ভালো। ছোট থেকেই অঞ্জনকে কোলেপিঠে মানুষ করেছে তো! ছেলেটার প্রতি বড় মায়া তার। এই তো সেদিন অঞ্জন খেতে পাচ্ছে না শুনে কোথা থেকে এক কিলো চাল জোগাড় করে দিল। বুড়ির কোনও ছেলে নেই। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে একাই থাকে। ছোট মেয়ে কোনও খবর রাখে না মায়ের। বড়টা তবু মাঝেসাঝে ফোন করে। বছরে একবার দেখা করতে আসে। তখন সস্তা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে আসে সঙ্গে করে। কী-ই বা করবে আর? ওদেরও তো আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। জামাইটা একটা দোকানে মজুরি খাটে। দিন গেলে দেড়শো টাকা হাতে পায়। সেই দিয়ে অভাবের সংসার ওদের। সে যাই হোক, সস্তার মিষ্টির অর্ধেকের বেশি অঞ্জনের পাতেই যায়। সে মিষ্টির স্বাদও এখন ভুলতে বসেছে সে।

ছোটগল্প

ওই যে সেদিন যখন ভোর তিনটে নাগাদ ট্রেনটা এসে পৌঁছাল, প্রায় সাত ঘণ্টা দেরি, সূর্যদীপ্ত ঘুমিয়েই ছিল। 'চা চা' চিৎকারে ঘুম ভাঙতেই দেখে পৌঁছে গিয়েছে গন্তব্যে। তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে, অমনি পেছন থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এসে কানের পর্দায় ধাক্কা দিল- 'দাদা, আপনি মানিব্যাগটা ফেলে এসেছেন।'

সেদিনের সকালটা বড্ড আনমনা লাগছিল ওর। ঘুম থেকে উঠতেই মা খবর দিল পাশের বাড়ির বুড়ি দিদার খুব জ্বর। ক্লাবের লোকজন খাবার আর ওষুধ পৌঁছে দিয়ে বাড়ির মেইন গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। বলে গেছে 'বাড়ি থেকে এখন বের হবে না দিদা। তোমার যখন যা লাগবে, আমাদের ফোন করে জানিও। আমরা সব তোমার দরজায় পৌঁছে দেব।' সেই থেকে প্রতিদিন পালা করে ওরা দিদার খবর নেয়, প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেয়। ক'দিন খুব জ্বর ছিল দিদার। তারপর কমে গেল, কিন্তু শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। আগের মতো আর হাঁটাচলা করতে পারে না। বাড়ি থেকে বেরোনো এখনও বারণ, তাই বাড়ির উঠোনটাতে বসে রোদ পোহায়। কখনও বা সন্ধ্যায় আকাশের তারা গোনে আর চিৎকার করে বলে, 'আজকে আকাশের একশো দশটা তারা আছে রে অঞ্জন।'

দেওয়ালের এদিক থেকে সেও সাড়া দেয়, 'না গো দিদা, তুমি দুটো তারা কম গুনেছ।'

'আজকে কী খেয়েছিস রে?'

'বাবা, করলা থেকে মাছ ধরে এনেছিল গো। মাছের ঝোল ভাত খেলাম।'

'আর কয়েকদিন দাঁড়া বাবু। আমি ঠিক হয়ে যাই, তর জন্য মিষ্টি নিয়ে আসব।'

হঠাৎ করেই একদিন পাড়ার লোকেরা আলোচনা করতে শুরু করল, 'বুড়ি সকাল থেকেই বাড়ির উঠোনে শুয়ে আছে। সকালে ক্লাবের ছেলেরা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছে। এত ডাকাডাকিতেও কোনও সাড়াশব্দ করছে না। অঞ্জন দেওয়ালের এপার থেকেও খুব ডাকাডাকি শুরু করল, 'ও দিদা, রোদ উঠেছে যে গো। আর কত ঘুমোবে? তুমি কি সারারাত বাইরেই শুয়েছ নাকি? দিদা, আমাকে মিষ্টি এনে দেবে না? ওঠো এবার। মুখ হাত ধুয়ে ভাত বসাও।' না, কোনও সাড়াশব্দ নেই তো। দেওয়ালের ওপারে কোনও এক নিঃশব্দতা উড়ে এসে বসেছে। নির্বাক অস্তিত্বের দেশ ঘাঁটি জমিয়েছে সেখানে।

বিকেলে প্রশাসনের লোকজন এসে বুড়িকে নিয়ে গিয়েছিল। কাউকে কাছে আসতে দেয়নি। মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিল অঞ্জন, 'মা, দিদা আর আসবে না? দিদা যে বলেছিল আমাকে আবার আগের মতো গল্প শোনাবে, আমার জন্য মিষ্টি এনে দেবে! মা বলো না, দিদা কি আর আসবে না কোনওদিন? মা, আবার যদি আমাদের চাল শেষ হয়ে যায়, তখনও দিদা আসবে না?' মা কোনও উত্তর দেয়নি। শুধু ছেলেকে শক্ত করে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। রঞ্জন ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, 'দিদা কোথাও যায়নি রে। দিদা বলেছে যেদিন তুই লেখাপড়া করে অনেক বড় হয়ে যাবি, সেদিন আবার আসবে। তোর জন্য মিষ্টি নিয়ে আসবে সেদিন।'

বিকেলের আকাশে অনেক পাখি উড়ছিল সেদিন। ইদানীং অনেক নতুন নতুন পাখি দেখতে পায় অঞ্জন। পাড়ার লোকজন বলে শহরের রাস্তায় নাকি নতুন নতুন পশুও দেখা গিয়েছে। একদিন নাকি একজনের ছাদে ইয়া বড় একটা কাঠবেড়ালি এসেছিল। বিশাল বড় বাঁকানো কালো লেজ তার। পশ্চিম আকাশের লাল সূর্যের সঙ্গে গল্প করছিল অঞ্জন। তখনই ফোনটা বেজে উঠল। 'জানিস, আসিক আর ওর মা-বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ওদের ফোনও লাগছে না রে। ওদের নাকি খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান বলে ওই পাড়ার লোকজন চালও দিত না। চার-পাঁচ দিন থেকে নাকি দরজায় তালা লাগানো। ওর পাশের বাড়ির লোকেরা বলছে ওরা নাকি শহরে চলে গেছে', পল্টুর ফোন।

'ওরা আর আসবে না?'

'জানি না রে। মা বলছিল যারা শহরে চলে যায়, তারা নাকি আর ফেরত আসে না কোনওদিন।'

এভাবে যে কতগুলো দিন কেটে যেত, হিসেব করা ছেড়ে দিয়েছিল ও। অনেকদিন পর বাবা এসে বলল, 'জানিস, আজ থেকে আবার স্টেশনে যাব। অঞ্জনের মা, কেটলিটা দাও গো। ট্রেন চলছে আবার, আমাদের ঢুকতেও দিচ্ছে শুনলাম।' বাবা আবার কাজে যাচ্ছে। অঞ্জনও স্কুলে যাবে আজ। পল্টু আর শীতল যাবে না। ওরা আর স্কুলে পড়বে না।

পাড়ার গলি দিয়ে একাই হেঁটে যাচ্ছে অঞ্জন। সাদা জামা, খাকি প্যান্ট আর কাঁধে নীল রঙের ব্যাগ। আগে এই রাস্তায় ওরা চারজন একসঙ্গে হাঁটত। কখনও হাসি, কখনও ঝগড়া- সব মিলে রূপকথার তো নয়, তবে একটা বাস্তবের গল্প লিখেছিল ওরা। লোকে বলে গল্পরাও কথা বলে। আচ্ছা কথাও তো ফুরিয়ে যায় একদিন, তাই না? যেভাবে ওদের গল্পের কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। ফুরিয়ে গিয়েছে বুড়ি দিদার গল্প। হাঁটতে হাঁটতে ঠিক স্কুলে পৌঁছে যাবে অঞ্জন, কিন্তু কতজন অঞ্জন সেখানে আসবে সেটা অজানা। সকালে বাবা বলে গিয়েছে, 'খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবি বাবু। অনেক বড় হতে হবে তো তোকে।'

'তাহলে দিদা আবার আমার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসবে বলো!', কথাগুলো খুব জোরেই বলেছিল সে, শুধু কোনও শব্দ বেরোয়নি।

বিশেষ নিবন্ধ

বাংলাদেশে ৫০ বছর নির্বাসিত কবির চোখে কলকাতা বইমেলা

আমার বইই কিনতে বলা হল

দাউদ হায়দার

পড়ন্ত বিকেল। ভিড় বাড়ছে। ইতস্তত জটলা। আড্ডা। বইমেলার সরকারি অফিস ছোট তাঁবুর মধ্যে। আয়োজকদের কয়েকজন গল্পে মশগুল। সামনে টেবিল। তিন-চারটে কাপ। খালি দেখলুম সুপ্রিয় সরকার হাত নেড়ে ডাকলেন। পাশে বসে সুশীল মুখোপাধ্যায়। আরও কেউ কেউ। 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'র কর্তা। সহকারী। এমসি সরকারের কর্ণধার সুপ্রিয় সরকার জিজ্ঞেস করলেন, 'বই কিনেছ?' দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'একা এসেছ?'

বিস্ময় মানি। দোকলা পাব কোথায়?

'একা'র প্রশ্ন কৌতুককর। পরে বুঝলাম, তরুণ-তরুণীরা কেউ একা নয়। সঙ্গী সহ।

বাচ্চুদা (সুপ্রিয় সরকার) চোখেমুখে গম্ভীর। বন্ধুকুলে নিশ্চয়ই দিলখোলা। প্রাণবন্ত। শুনলাম, সুশীল মুখার্জিকে বলছেন, 'তরুণ-তরুণীরা বই কিনছে না, খালি হাতে ঘুরছে। বইমেলায় এসেছে প্রেম করতে।' সুশীল মুখার্জির সংযোজন, 'তরুণী বাড়িতে বলে এসেছে বইমেলায় যাচ্ছে। অর্থাৎ কালচার করতে।'

দুজনের সংলাপ হুবহু নয় হয়তো, কানে যেটুকু সেধে আছে, তথা মনে পড়ছে। ভুলও হতে পারে।

রবীন্দ্র সদনের উলটোদিকের প্রবেশ গেটে (মেলায়), একটু ভিতরে দেখলুম অনেকে দাঁড়িয়ে। জটলা। কী যেন দেখছে। কারও মুখে কথা নেই। দেখি বিষ্ণু দে'র কবিতা নিয়ে (যেমন 'জল দাও') পূর্ণেন্দু পত্রী বিশাল ক্যানভাসে ছবি আঁকছেন। দুটো ছবি এর আগে আঁকা হয়ে গেছে। অরুণ সেন জানালেন, 'প্রতিটি ছবির দাম দেড়শো টাকা।'

এসব ১৯৭৬ সালের কথা বলছি। প্রথম বইমেলার কথা।

এখন বইমেলা সল্টলেকে। এবার ক'দিন আগে জার্মানি থেকে ভারত গিয়ে সেখানে গিয়েছিলুম। অভিজ্ঞতা সুখের নয়। বিস্তর প্রকাশকের যোগদান। ভিড় আছে ঠিকই, ক্রেতার সংখ্যা কম। ব্যাগ ভর্তি বই কোনও ক্রেতার হাতে দেখিনি।

ভিড় বেশি খাবারের স্টলে। বসার জায়গা পাওয়া দুষ্কর। খাবারের দামও তিন গুণ। নানা রকম খাবার। লোকে গিলছেও খুব। কারও হাতে বই দিখিনি। মেলায় গিয়েছে খেতে। মনে হল খাদ্যমেলা হচ্ছে। হতে পারে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে ক্ষুধার্ত। বইমেলা উপলক্ষ্য।

বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ক্রেতার সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশের বই চটজলদি পাওয়া দুষ্কর কলকাতায়। বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন সুদৃশ্য। বাংলাদেশ থেকে বিস্তর প্রকাশক যোগ দিয়েছেন। নানা বিষয়ে বই। বাংলা অ্যাকাডেমি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অন্যতম আকর্ষণ। কর্মকর্তা, কর্মী হাজির। সরকারের কেউ কেউ।

বাংলাদেশ নিয়ে এক সন্ধ্যায় বিশেষ অনুষ্ঠান। শ্রোতার সংখ্যাও কম নয়। দেখলুম, মূল মঞ্চে রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। এ বছর ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পেয়েছেন তিনি।

১৯৭৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকায় বাংলা অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে বটতলার নীচে মাদুর পেতে কয়েকটি বই সাজিয়ে বইমেলা শুরু করেছিলেন। তারপর থেকে লোকের মাথায় বুকফেয়ার ব্যাপার শুরু হল। পরের বছর আরও কিছু প্রকাশক তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। পরে শুনি, ১৯৭৫ সালে বইমেলা হয়নি সেখানে। পরের বছর থেকে ঢাকাতেই বইমেলা শুরু হয় বাংলা অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে। এখন সেটা রামনা উদ্যানে ঢুকে গিয়েছে। শুনেছি, বাংলাদেশে ৮০০'র বেশি প্রকাশক এখন। একমাসব্যাপী বইমেলা শুরু হয়ে গিয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে।

দেশ ছেড়েছি ১৯৭৪ সালের ২১ জুলাই। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। সবই আমার কাছে এখন ইতিহাস। কলকাতায় বাংলাদেশের প্রকাশকদের অনেকেই আমার প্রকাশক। নিজের পরিচয় দিইনি। শুধু দেখেছি। নিজের বইও দেখলাম। কেউ বললেন, কিনুন কিনুন। হেসে বললাম, গাঁটে কড়ি নেই। বাংলা অ্যাকাডেমির এক সচিব চিনতে পেরেছেন। ছুটে এসে বললেন, আপনি... চলুন চলুন, কী খাবেন, কী খাবেন? তারপর তিনি নিজের সঙ্গে আমার ছবি তুললেন। বেরিয়ে এসেছি। পিছনে দেখি, আরও কয়েকজন ছুটে এসে ঘিরে ধরলেন। প্রশ্ন, কবে এসেছেন? কোথায় উঠেছেন? অতঃপর অনুরোধ, চলুন আমাদের স্টলে। পিছন থেকে শংকরলাল ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলো চলো।

কলকাতার বইমেলা নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। গানের আসর। শিশুদের অনুষ্ঠান। নাচানাচিও। ইসকন, বাউল, সং- কে নেই। মূলত প্রাণবন্ত।

শুনলুম, আগামী বইমেলায় একটি দিন শিশুদের জন্যে। জার্মানির লাইপজিগ বইমেলায় শিশু (পাঁচ বছর বয়স), কিশোর-কিশোরীর এটি নির্ধারিত। জার্মানির বিভিন্ন শহর থেকে হাজির।

কলকাতার বইমেলা এখনও প্রাণের মেলা হয়নি। কেন? আয়োজকদের বহুবিধ ঘাটতি।

রাজনীতিতে বেশি বদল

সাতের পাতার পর

তিনি এখন তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ পদাধিকারী। তৃণমূলের দুই তাজা নেতা দলে আমল না পেয়ে বিজেপির হাত ধরে এখন সাংসদ। আর এক নেতা তৃণমূল-বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। রাজনীতিতে এখন নীতিটাই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

আর কড়া আইনকে ধোঁকা দিয়ে দলত্যাগের যে ফর্মুলা মমতার মাথা থেকে বেরিয়েছে তা অনন্য। বিজেপির এক নেতার মন্তব্য, ''এক দলের টিকিটে জিতে অন্য দলে নাম লিখিয়েও বিধানসভায় খাতাকলমে জয়ী দলের সদস্য থাকার যে 'শিল্প' মমতা শুরু করেছিলেন, তার সুফল এখন আমরা পাচ্ছি।'' সংসদের খাতায় তৃণমূল কিন্তু উপস্থিত থাকেন বিজেপির সভায়। এমন দুজন তৃণমূল সাংসদ যেমন আছেন, তেমনই একজন বিজেপি সাংসদ তৃণমূলে নাম লেখালেও, তাঁর সাংসদ পদ অটুট রয়েছে। দলত্যাগ আইনকে এড়িয়ে এ এক নতুন ধারার প্রবর্তক অবশ্যই মমতা।

তবে জোট সঙ্গীর ভূমিকা নিয়ে এবার তৃণমূল যে সংস্কৃতি নিয়ে এল তার ভূমিকা সুদূরপ্রসারী হবে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

এখন পশ্চিমবঙ্গে রাহুল গান্ধির পরিক্রমা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকার পিছনে প্রদেশ কংগ্রেসের অনেকেই আবার বিজেপির ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছেন।

সিপিএমের এক নেতার দাবি, 'আমরা ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গে জোট সরকার চালিয়েছি। কেন্দ্রে দু-দুটি জোট সরকারের ভারসাম্য জুগিয়েছি। আমরা দেশের স্বার্থকে আগে দেখি। তাই আমরা জোট করলে তার মর্যাদা রাখি।'

ইন্ডিয়া জোটের প্রধান শরিক কংগ্রেসের মুখ রাহুল গান্ধির পশ্চিমবঙ্গ সফরে তৃণমূলের আচরণে বিজেপি কর্তারা এমন একটা ভাব করছেন, যেন তাঁদের অঙ্গুলিহেলনেই এহেন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য বিজেপির এক নেতা রসিকতা করে মন্তব্য করেছেন, 'কংগ্রেসকে ঠেকাতে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কোনও ভূমিকাই নেই। বন্ধু তৃণমূল কংগ্রেসই আমাদের কাজটা করে দিচ্ছে।' ইন্ডিয়া জোট ছাড়ার কারণ হিসেবে আবার কংগ্রেস-তৃণমূল যৌথ বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলেছেন নীতীশ। এখন পশ্চিমবঙ্গে রাহুল গান্ধির পরিক্রমা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকার পিছনে প্রদেশ কংগ্রেসের অনেকেই আবার বিজেপির ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছেন। আসলে কে কোথায় যে কীভাবে ঘুঁটি সাজাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। পঞ্জাব, দিল্লি, মহারাষ্ট্র আর উত্তরপ্রদেশে রাহুলের পদযাত্রা পৌঁছোলে আম আদমি পার্টি, শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) আর সমাজবাদী পার্টি কী খেলা দেখাবে তা দেখার জন্য উন্মুখ রাজনীতির কলমচিরা। দক্ষিণ ভারতের কেরল নিয়েও যথেষ্ট উদ্বেগে রয়েছেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। যদিও পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক কংগ্রেস ও সিপিএম হাত ধরাধরি করেই চলেছে। এই সখ্য কেরলে অন্য রূপ নেবে না তো!

একলব্য ও দ্রোণাচার্যের কথা

সাতের পাতার পর

স্যরের মোবাইল নম্বর থেকে স্যরের জন্মদিন সবই ছাত্র জানতে চাইছে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ভয়ের আবহে যে শিক্ষকতা পেশা মুড়িয়ে তাকে মহান বলে ধারণা করা হত এতদিন, তা সরিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কে বন্ধুত্বের আবেশ লেগেছে। শিক্ষার্থী এখন নিজের কথা বলতে চায়, শিক্ষকদের কথাও জানতে চায়। কিছু বললেই পিটিয়ে ছাল তুলে দেবে এই ভয়ার্ত আবহের বদলে অনেকখানি এসেছে বিশ্বাস পরস্পরকে জানার। এই বিশ্বাসের হাত ধরেই হয়তো মিটবে সব ক্ষত আর গ্লানি।

একলব্য সুলভ বিশ্বাসে গৌরবান্বিত হয়ে যাঁরা দ্রোণাচার্য হয়ে থাকার নস্টালজিয়ায় ভোগেন, তাঁদের কাছে এই কলিযুগ ঘেন্নার, অবিশ্বাসের। ছাত্র পারলে ঘাড়ে হাত দিয়ে গল্প করে, ছাত্রের এই আত্মবিশ্বাসের প্রতি তাদের চরম আপত্তি। কিন্তু আপনার, আমার লড়াইয়ের দিনে কোনও মাস্টারমশাই যদি কাছে ডেকে বলতেন- আমার বিশ্বাস তুই পারবি! তবে আমাদের কঠোর দিনগুলো কি একটু সোজা হয়ে যেত না। অঙ্কটা অন্যভাবে করলেও হবে না কেন- এই জিজ্ঞেস করার বিশ্বাস বা অমত পোষণ করলে বেদম মার জুটবে না এই বিশ্বাস যদি মাস্টারমশায়ের প্রতি থাকত, তাহলে হয়তো বিষয়টি আর একটু সহজ হত। বিশ্বাসের হাত ধরেই আসে ভরসা আর লড়াই করার অদম্য সাহস।

আজকের ছাত্র তাই গুগল সার্চ করে উত্তর মিলিয়ে প্রশ্ন করতে জানে, বিশ্বাস আছে যে মাস্টারমশাই শুনবেন মন দিয়ে। আর যে সব মাস্টারমশাই বিবর্তিত পরিস্থিতিতে একলব্য খুঁজছেন তাদের নস্টালজিয়ায় দিন গুজরান ছাড়া উপায় নেই। শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস অর্জনে সফল মাস্টারমশাই হলেন ভবিষ্যতের কান্ডারি। কাটিং চায়ের ভাড়ে চুমুক দিতে দিতে মার্কস থেকে কাফকা নিয়ে তুমুল মতবিরোধ হলেও মাস্টামশায় নম্বর কম দেবেন না সিমেস্টারে এই বিশ্বাস ছাত্র-শিক্ষক সমাজের পবিত্র পুঁজি।

সব সময়েই সব যুগেই ব্যতিক্রম আছে। যেমন আছেন থ্রি ইডিয়টস-এর ডক্টর ভাইরাস-এর মতন শিক্ষক তেমনই আছেন রামশংকর নিকুম্ভ-এর মতন শিক্ষক। প্রথাগত চশমা দিয়ে দেখে যেখানে ডক্টর ভাইরাস অবিশ্বাসের নজরে দূরে ঠেলে দিয়েছেন রণছোড়ের মতো একজন ছাত্রকে। সেখানে রামশংকর নিকুম্ভ অটিস্টিক ঈশানকে নিজের রাস্তা চিনিয়ে দেন পরম বিশ্বাস ও ভালোবাসায়।

এই বিশ্বাস মসৃণ নয়, আঘাত আসে বারবার। কিন্তু আশ্বস্ত হই যখন নির্দ্বিধায় ছাত্রী মাসিকের প্যাড চায়। যখন বাৎসরিক খেলার আগে আমার সদ্য দ্বিতীয় শ্রেণিতে ওঠা ছোট্ট মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে প্রথম শ্রেণির শ্রেণি শিক্ষককে জড়িয়ে ধরে। আর শিক্ষক পরম মমতায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, আমার বিশ্বাস তুই মেডেল পাবি! বিশ্বাস জন্মে নতুন করে।

এ বিশ্বাস একলব্য আর দ্রোণাচার্য-এর মধ্যেকার বিশ্বাস নয়। এই বিশ্বাস সেই বিশ্বাস, যে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ছাত্র বারবার প্রশ্ন করে বিব্রত করবেন, মাস্টারমশায় বারবার উত্তর দেবেন। ছাত্র বিশ্বাস করবে যে, এতে গুরুকে অভক্তি করা হয় না। প্রশ্ন থেকেই বিশ্বাস খাঁটি হয়। এ যুগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার বিশ্বাস দৃঢ় হয় অসংখ্য প্রশ্ন আর তার উত্তরের মধ্য দিয়ে, প্রশ্নহীন আনুগত্যে নয়।

মনোবিজ্ঞানের চোখে

সাতের পাতার পর

বিশ্বাসের ইতিহাসকে যদি ঘেঁটে দেখতে যাই, তাহলে দেখব আচরণ, বিশ্বাস, দৃঢ়তা, নৈতিকতা-র যে প্রথাগত সংজ্ঞা, তা সময়ের হাত ধরে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষের Impulsive Desire তার পারিপার্শ্বিকতা এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী বলে আমার মনে হয়। প্রয়োজন আর ইচ্ছার অসমতা, চাহিদার অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ আর ব্যক্তিত্বের অভিন্নতার দোলাচল (Identity Crisis)-এর কারণে অনেক সময় বিশ্বাসের একাল সেকালের ছবিটা ক্রমশ অচেনা হয়ে উঠেছে। নিজের মননের প্রতি সচেতনতা, প্রয়োজন আর ইচ্ছের যথার্থ সমতা, আর প্রতিটা সম্পর্কের প্রতি পরিমিতি বোধ ও শুদ্ধতাই 'বিশ্বাস' নামক সম্পদকে আমাদের জীবনযাপনে পরিণত ও সম্পৃক্ত করতে পারে বলে আমি মনে করি।

সখা হে

পর্ব -৫

ট্যাক্সি থেকে নেমে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে গেলাম, ‘নতুন সূর্য’ ক্লাবটা ঠিক কোথায়? কেউই বলতে পারছিল না ঠিকঠাক, তাই অর্থহীন চক্কর কাটছিলাম। শেষমেশ রাস্তার উপরেই একটা দোকানের মতো ঘরের দরজা খোলা পেয়ে মুখ বাড়ালাম। বুঝতে পারিনি যে ওটা কোনও জ্যোতিষীর চেম্বার। ভিতরে একজন বসেছিলেন; তাঁর গায়ের রং ঘন কৃষ্ণবর্ণ, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা আর কপালে রক্ততিলক আঁকা।

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
আঁকা : অভি

অন্তিম স্পর্শ শুনে কীরকম যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সেই ভয় কেটেও গিয়েছিল অবশ্য ‘মৃত্যুভয় সে মুক্ত্ কাশী জীবন কা শাশ্বত উৎসব হ্যায়’ শুনে।

মৃত্যুভয় অথবা মোক্ষ পেরিয়ে বারাণসীর অসম্ভব সরু একটি গলির ভিতর অবস্থিত একটা বাড়িতে আমরা বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে উঠেছিলাম এক সপ্তাহের জন্য। সেই বাড়ির মস্ত উঠোনে বাচ্চারা গোল হয়ে পায়খানা করতে বসত সকালে। তখন তাদের ভিতর কে বাড়িওয়ালা আর কে ভাড়াটে আলাদা করার উপায় থাকত না। ওই বাচ্চাদের থেকেই আমি শিখেছিলাম নতুন কয়েকটা শব্দ, যার মধ্যে একটার কথা স্পষ্ট মনে আছে।

দুপুরে সবাই মিলে খেলা হত সেই খেলা যাকে কলকাতায় বলে, লুকোচুরি। ওরা বলত, ছুপম ছুপাই। খেলতে খেলতে ওই গলি ছাড়িয়ে এদিক-ওদিক এগিয়ে যেতাম আমরা।

পছন্দের কোনও কোণ যে পেয়ে যেত সে চিৎকার করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিত, খুঁজে বের করবে যারা, তাদের। একদিন ওভাবেই আমি লুকিয়ে গিয়েছিলাম একটি বাড়িতে আর কেউ আমাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। একটা সময় ভয় করতে আরম্ভ করল। কিন্তু সেই ভয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ, কীভাবে কে জানে, নিজেই নিজের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। পরে জেনেছিলাম ওই বাড়িটা ধনপত রাই শ্রীবাস্তবের।

সারা দুনিয়া যাঁকে মুন্সি প্রেমচন্দ নামে চেনে। এখন ভাবি, অত বড় মানুষ কিন্তু তাঁরও একটা আড়াল প্রয়োজন হয়েছিল, নিজের সাহিত্যকে পৃথিবীর দরবারে আনতে।

যেমন দরকার হয়েছিল মার্ক টোয়েন বা ও হেনরির। এই সব আড়াল চিরকালের কিন্তু সাধারণ লোকেরা আড়াল নিলেও তা কেবল ক্ষণকালেরই হতে পারে, আমার মন বলে।

আমরা কাশীতে থাকতে থাকতেই শ্রাবণের প্রথম পূর্ণিমা চলে এসেছিল ক্যালেন্ডারে। ওইদিন নাকি দুধ-দই-ঘি-মধু-চিনির পাশাপাশি নিজের চোখের জলও মাখাতে হয় শিবলিঙ্গে। তারপর গঙ্গাজলে ধুয়ে দিতে হয়। আমি শুনেছিলাম। কিন্তু আমার চোখে জল আসেনি। কী করে আসত? কলকাতার আর্দ্রতা কি বারাণসীতে মেলে?

আশ্চর্যের এই যে, মথুরা এবং বৃন্দাবনে একটু বেশি করে কলকাতাকে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। সেই আবিষ্কার ঘটেছিল আমার দাদির কিংবা মায়ের বয়সি মহিলাদের সূত্রে, যাঁরা মথুরা আর বৃন্দাবনের রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতেন। আমি ইতিউতি শুনতাম ওঁদের নাকি নিজেদের বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে। আমার অবাক লাগত শুনে। আমাদের ঘরে দাদি দু’ঘণ্টার জন্য এলে পরেও কত উল্লাস হয় আমার। সেখানে বাড়ি থেকে দাদিকে কেউ তাড়িয়ে দেয় কী করে, ভেবে পেতাম না আমি।

ওই মহিলারা যখন লোক দেখলেই পিছন থেকে তারস্বরে ‘বাবা দু’টো পয়সা দিয়ে যা’ বলত, আমি একছুটে রাস্তা থেকে ধর্মশালায় চলে আসতাম। মা একদিন ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে বলল, ‘ভয় পাওয়ার কী আছে? বাঙালি দেখিসনি নাকি?’

উত্তরে অনেক কথা বলব ভেবেও কিছুই বলতে পারলাম না। মনের ভেতর বুজকুড়ি দিয়ে উঠল যে শব্দগুলো তা হল, বাবার সঙ্গে যখন মাল বিক্রি করতে যাই তখন রঙিন শাড়ি কেনে অল্পবয়সি মেয়েরা কিংবা যাদের মাথায় সিঁদুর আছে সেইসব মহিলা। আর পুরুষমানুষদের জন্য ধুতি কেনার পাশাপাশি, থান কেনা হয় মাথায় যারা সিঁদুর দেয় না, হাত যাদের খালি, তাদের জন্য। ‘সধবারা নিজেদের শাড়ি আর বিধবারা ধুতি নিয়ে নাও বাপু, দেখেশুনে’, একটা বাড়ির গিন্নি-মাকে বলতে শুনেছিলাম। শুনে বুঝেছিলাম যে যাদের স্বামী নেই, তাদের গায়েই সাদা শাড়ি ওঠে।

একটা মানুষ না থাকলে আর একজনকে কেন সাদা পরতে হবে তা অবশ্য আমার মাথায় ঢোকেনি। মাকে জিজ্ঞেস করতে মা আমায় থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, ‘প্রার্থনা করিস আমায় যেন সাদা শাড়ি না পরতে হয় কখনও। তোদের রেখে, তোর বাবাকে রেখে চলে যেতে পারি।’ ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়ায় আমি জানতে চেয়েছিলাম মা কোথাও যায়নি তাও বাবা কেন সাদা ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবি পরে?

উত্তর না দিয়ে আমার কান মলে দিয়েছিল মা।

সে মুলুক, তবু বলব, বাইরে এসে মায়ের মেজাজ অনেক ফুরফুরে ছিল। মথুরা-বৃন্দাবনে পাঁচ-সাতদিন কাটিয়ে রাজস্থানের দিকে রওনা দেবার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু ঝুনঝুনুতে যাবার আগে মা একবার হরিদ্বার দেখে যাবার বাসনা ব্যক্ত করে ফেলল। পয়সায় কুলোবে না তাছাড়া অত ধকল দাদির সইবে না বলে বাবা পত্রপাঠ সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিল। হরিদ্বার গৌণ, মা আসলে যত বেশিদিন সম্ভব কলকাতার ওই ঘুপচি আস্তানা, চুলহা-চাক্কি থেকে দূরে থাকতে চাইছিল। মাঝে মাঝে আমাকে তাই উসকে দিত যেন ওই ভ্রমণ আরও সাত-দশদিন বাড়াবার জন্য বায়না ধরি।

খানিক ট্রেন, খানিক বাসের পর উটের পিঠে চেপে আগুনের হলকা তোলা বালির ভিতর দিয়ে দেশের বাড়ির দিকে এগোনোর সময় মীরার রাজপ্রাসাদ ছেড়ে তপ্ত বালির উপর দিয়ে কৃষ্ণের সন্ধানে পাগলপারা হয়ে ছুটে যাওয়ার গল্প মনে পড়ত আমার।

দাদি বলেছিল যে মীরা নাকি এমনভাবে কৃষ্ণকে লুকিয়ে নিয়েছিলেন নিজের ভিতরে যে কেউ আর কৃষ্ণের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি ওঁকে।

...

ট্যাক্সির হর্নে চটকাটা ভেঙে যেতেই বুঝলাম, গন্তব্য প্রায় চলে এসেছে। আদৌ কি আমার গন্তব্য এই জায়গা? মীরার হৃদয়ে নয় কৃষ্ণ সুপ্ত ছিলেন, আমার হৃদয়ে কী লুকিয়ে আছে যে আমি রবীন্দ্রনাথের ছবি বুকে ধরে আধো চেনা জায়গায় অচেনা কাউকে খুঁজতে এলাম?

দুঃখদিনের রক্তকমল

ট্যাক্সি থেকে নেমে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে গেলাম, ‘নতুন সূর্য’ ক্লাবটা ঠিক কোথায়? কেউই বলতে পারছিল না ঠিকঠাক, তাই অর্থহীন চক্কর কাটছিলাম। শেষমেশ রাস্তার উপরেই একটা দোকানের মতো ঘরের দরজা খোলা পেয়ে মুখ বাড়ালাম। বুঝতে পারিনি যে ওটা কোনও জ্যোতিষীর চেম্বার। ভিতরে একজন বসেছিলেন; তাঁর গায়ের রং ঘন কৃষ্ণবর্ণ, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা আর কপালে রক্ততিলক আঁকা। একটি ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি তাঁর গায়ে। আমাকে দেখেই দু’হাত উপরে তুলে কাছে ডাকতে থাকলেন। ওরকম আহ্বানের মুখে না বলা যায় না।

তাই ঘরে ঢুকে, ভদ্রলোকের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওপারের চেয়ারে বসে ভদ্রলোক একদম স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে মিনিট দুয়েক তাকিয়ে থাকলেন।

হাসিতে ফেটে পড়লেন তারপর।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ এত হাসির কারণ কী জানতে পারি?

-কারণ তুই রে বেটা, তুই। অনেক বড় জিনিসে হাত লাগবে তোর কিন্তু ছোট ছোট

জিনিসগুলো পিছলে যাবে হাত থেকে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থেকে তখন আমার প্রাণান্তকর অবস্থা। অনেক কষ্টে বিরক্তি চেপে বললাম, ‘নতুন সূর্য’ ক্লাবের ঠিকানাটা একটু বাতলে দিতে পারেন আমায়?’

-নিশ্চয়ই পারব। তবে তার আগে অন্য একটা কথা বলি। রক্তমুখী নীলা যদি ধারণ করিস তবে আগে কয়েকদিন বালিশের তলায় রেখে দেখে নিবি। কারণ ও এমন এক বস্তু যে তোকে সিংহাসনে বসাতে পারে আবার ফেলে দিতে পারে নর্দমাতেও।

-আমার নীলা, পলা কিচ্ছু ধারণ করার দরকার নেই। আর দরকার থাকলেও কেনার পয়সা নেই। আপনি দয়া করে যদি ঠিকানাটা বলে দিতেন একটু।

-বলে আমি সবই দিই। আর তার জন্য হাত দেখারও দরকার করে না। কারও কপালের দিকে তাকিয়ে থাকলেই তার জীবনে কী কী ঘটবে সব ছবির মতো ভেসে উঠতে থাকে চোখের সামনে। তোরটাও উঠছে। শিগগিরই অনেক অর্থ লাভ হবে তোর। তবে সেই টাকা তুই রাখতে পারবি কি না সেটাই হল কথা।

- আপনি যে ঠিকানাটা জানেন না সেটা একটু আগে বলে দিলে সুবিধা হত।

কথাটা বলেই পিছু ফিরে বেরিয়ে আসছি, ভদ্রলোক বলে উঠলেন, জানব না কেন, জয়ন্তীর ঠেক তো? ওই আর এক পাগল মেয়ে, অল্পবয়স থেকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তবে ওর এই অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। আসছে বছর আষাঢ় মাসে সূর্য যখন বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবেন তখনই...

আমার তখন সারা শরীরে বৃশ্চিকদংশন শুরু হয়েছে। রাগ সামলাতে না পেরে ঘুরে দাঁড়ালাম, চুপ করুন তো আপনি।

ভদ্রলোক পালটা রেগে যাওয়ার বদলে গলা নামিয়ে বললেন, চটে যাচ্ছিস কেন, চল তোকে নিয়ে যাচ্ছি জয়ন্তীদের ঠেকে। তার আগে কালভৈরবের প্রাপ্যটুকু দিয়ে যা।

- আপনার আবার কী প্রাপ্য হয় আমার কাছে?

মোলায়েম গলায় উত্তর এল, আমার নয় রে বাপ, কালভৈরবের প্রাপ্য। যখন আমি ওই চেয়ারে গিয়ে বসি তখন আর আমার মধ্যে আমি থাকি না তো। কালভৈরব এসে অধিগ্রহণ করে নেন আমাকে। আমার সম্পূর্ণ সত্তা তাঁর ভিতরেই বিলীন হয়ে যায়

আর তিনি কথা বলতে থাকেন আমার মুখ দিয়ে।

-আমি ওই গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস করি না।

-গাঁজাখুরি নয় সত্যি। প্রমাণ পাবি।

-যখন পাব, তখন দেব।

আমি ভেবেছিলাম যে ভদ্রলোক রেগে যাবেন আমার জবাব শুনে কিন্তু আমাকে অবাক করে উনি বললেন, বেশ তাই দিস না হয়। আপাতত চল তোকে জয়ন্তীদের ক্লাবটা দেখিয়ে দিই।

বলতে বলতে ঘরের দরজা খোলা রেখেই আমার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ওই কালভৈরব আর ঘরটার পিছনের গলি দিয়ে মিনিট তিনেক হেঁটে ডানদিকে বাঁক নিয়ে যেখানে এলাম, তার সামনেই একটা বাড়ির একতলায় ‘নতুন সূর্য’ ক্লাবের হোর্ডিং।

সেই হোর্ডিং এমনই যে নতুন’এর ‘ন’ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ‘...তুন সূর্য’ দেখাচ্ছে।

আমি ছবি হাতে বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, কালভৈরব, ‘জয়ন্তী, এই জয়ন্তী’ ডাকতে ডাকতে ক্লাবের ভিতরে ঢুকে গিয়ে আবার ফিরে এলেন মুহূর্তের মধ্যে।

-তোর কপাল খারাপ রে বাবু, জয়ন্তী ক্লাবে নেই। এমনিতে ও পঁচিশে বৈশাখ এখানেই থাকে, বিকেলে প্রোগ্রামও করে ক্লাবের মেয়েরা কিন্তু সামনেই চোরকাঁটা বস্তিতে দুটো না একটা বাচ্চা নাকি কলেরায় মৃতপ্রায়, ব্যাস খবর পাওয়ামাত্র উনি ছুটেছেন। তোর কিছু বলার থাকলে তুই ক্লাবের কাউকে বলে যেতে পারিস। সুমতি, মিতালি এরা সব আছে।

আমার কিছুই বলার ছিল না কেবল ছবিটা দিয়ে আসার ছিল। কিন্তু নিশি যখন ডাকে তখন একেবারে খাদের ধারে গিয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত মানুষ থামতে পারে না। আমি

তাই জানতে চাইলাম, চোরকাঁটা বস্তিটা কোথায়? এখান থেকে অনেক দূরে?

-খুব একটা দূরে নয়। তুই চাইলে আমি তোকে নিয়ে যেতে পারি। যাবি?

আমি ঘাড় নেড়ে ওঁর পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম আর কিছুক্ষণ হাঁটার পরই কেমন যেন লজ্জা লাগতে শুরু করল। কিছু না পেয়েও একজন অপরিচিত আপনাকে সাহায্য করছেন দেখলে সংকোচ বোধ করবেন না আপনি? সেই জায়গা থেকেই হয়তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাজের ক্ষতি করে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন, দরজাটাও দিয়ে এলেন না...

আমাকে থামিয়ে দিয়ে কালভৈরব বলে উঠলেন, সকাল থেকে তুই ছাড়া কেউই ঢোকেনি আমার ঘরে। তুইও ঢুকেছিলি ভুল করে। দরজা বন্ধ থাকুক বা খোলা, চোর ভিতরে ঢুকে নেবে কী?

এরপর আর নিষ্ক্রিয় থাকা যায় না। আমি তাই হাঁটা থামিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে এক টাকা তুলে দিলাম ওঁর হাতে। উনি হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে, আমার নাম জানতে চাইলেন স্মিতমুখে।

-দয়াশঙ্কর কোঠারি, আমি মাড়োয়ারি।

কালভৈরব কান এঁটো করা হাসি হাসলেন, খুব ভালো হল তোর থেকে টাকা পেয়ে। তোরা টাকার মর্ম বুঝিস তাই তোদের উপর মা লক্ষ্মীর অচলা আশীর্বাদ। আমাদের বাঙালিদের ব্যবসা তো তিনপুরুষেই শেষ। এই জয়ন্তীর ঠাকুরদারই তো বিরাট বড় কাস্ট আয়রনের ব্যবসা ছিল। আমরা সেই ছোট থেকে শুনেছি ‘ডাস্ট থেকে কাস্ট’ মানে গুঁড়ো লোহা আগুনে দিয়ে মণ্ড বানিয়ে তারপর তাই দিয়ে কড়াই, খুন্তি, বালতি ইত্যাদি তৈরি হয় ওদের সালকিয়ার কারখানায়। কিন্তু কারখানা পঞ্চাশ বছর চলার পরই শুরু হল, ‘কাস্ট থেকে ডাস্ট’ মানে যা সোনা ছিল তার ধুলো হয়ে যাওয়া।

হবে নাই বা কেন? জয়ন্তীর বাবা তবু ধুতির কোঁচা দুলিয়ে টপ্পা গাওয়ার পাশাপাশি ব্যবসাটা টিকিয়ে রেখেছিল কোনওমতে, ওর বড়দা আরও এককাঠি সরেস। একেবারে লালবাতি জ্বেলে দিল অত বড় প্রতিষ্ঠানটায়, রকমারি গাড়ি কিনে আর বছর ঘুরতেই সেই গাড়ি বিক্রি করে নতুন গাড়ি কেনার নেশায়। জয়ন্তীর নিজেরও তো ব্যবসায় মন নেই, থাকলে পরে আজ মেয়েরা বলে প্লেন চালাচ্ছে, ওই সামান্য কারখানা চালাতে পারত না? কিন্তু সেই মেয়ের তো দশ টাকা হাতে পেলে কোথায় কোন গরিব আছে তার পিছনে বারো টাকা খরচ করার জেদ। কে ওকে বোঝাবে যে ওভাবে দান নিতে নিতে গরিব, গরিবই থেকে যায়। গরিবকে টেনে তুলতে হয়, হাতে পয়সা নয়, কাজ দিয়ে।

-কী অবস্থা এখন ব্যবসাটার?

- যাদের মন ব্যবসায় নেই তাদের ব্যবসা কখনও বাঁচে? তবে কারখানাটা পটল তোলার আগে বিক্রি করে দিয়ে ভালো পয়সা পেয়েছে, শুনেছি। কিন্তু ওই টাকাও থাকবে না তা আমি এখনই বলে দিচ্ছি। বসে খেলে কুবেরের ধনও ফুরিয়ে যায় আর এদের তো এক গেলাস জল দরকার হলে, কলসির থেকে তিন গেলাস গড়িয়ে নেওয়ার স্বভাব।

-ওই পরিবারের লোকদের বোঝাবার কেউ নেই?

- গোটা বাঙালি জাতটাই তো ওই পরিবারের মতো। যার ক্ষমতা আছে সে করছে, যার ক্ষমতা নেই সে পারছে না। কিন্তু সক্ষম বা অক্ষম, নেশা সবার একটাই। কে

কীভাবে আরও নাম কামাবে। ওরে বাবা, দাম না থাকলে যে নামটাও থাকে না, তা কবে বুঝবি? এই জয়ন্তীদেরই আর এক আত্মীয়, সম্পর্কে জয়ন্তীর কাকা, ঘোড়ার পিছনে সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে বসে আছে। বলে কিনা, শ্রেষ্ঠ রেসুড়ে হিসেবে নিজের নামটা তুলে যাবে মহাকালের খাতায়। অবশ্য বলা যায় না, কলকাতার লোক যা হুজুগে তাতে তাকে নিয়েই হয়তো মেলা বসিয়ে দেবে ভবিষ্যতে।

-আপনি তো ভবিষ্যৎ দেখতে পান, এখনই ওদের জানিয়ে দিন, মেলা বসবে কি বসবে না।

আমার কথার ভিতরে বোধহয় একটু খোঁচা ছিল, কালভৈরব চটে উঠলেন, আমি কী বলব না বলব সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি আমাকে বলো তো সকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার?

‘তুই’ থেকে ‘তুমি’তে প্রোমোশন পেয়েও, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে লাগায়, কষ্টটাই বেড়ে গেল। ঢোঁক গিলে বললাম, রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পর্ক আছে। একজন ভারতবাসী হিসেবে আমিও তাই মনে করি মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত...

কালভৈরব থামিয়ে দিলেন আমাকে, লেকচার দিও না। সিংহাসনে রবি ঠাকুর বসে নেই, বসে আছ তোমরা। আর তোমাদের সিংহাসনে বসে থাকতে যে লোকটা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছে তার নাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

-কী আবোল তাবোল বকছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

- ‘আবোল তাবোল’ পড়েছ, সুকুমার রায়-এর ‘আবোল তাবোল’?

- না। বাংলা পড়তে জানি না।

-কিন্তু বাংলা বলতে জানো। কেন জানো? বাংলা বললে এখানে ব্যবসার সুবিধা হয় তাই তো? তার মানে যাতে বিজনেসের সুবিধা হয় তাই করো তোমরা। দরকার হলে তামিলও শিখে নেবে কাল। আর আমাদের দ্যাখো। যাতে করে ব্যবসা উঠে যায়, আমরা সেগুলোই করে যাই, ক্রমাগত। আজ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গোটা কলকাতা উচ্ছ্বাসে ভেসে যাচ্ছে। গত বছর শতবার্ষিকী ছিল তখন তো মনে হয়েছিল, রবি ঠাকুর দিয়ে মেখে ভাত খাচ্ছে সবাই। গানে-কবিতায়-নাটকে গড়াগড়ি খেল একটা জাতি গোটা এক বছর ধরে। কেউ খবর নিল না, সেই এক বছরে কতগুলো কারখানার গেটে তালা ঝুলল।

-রবীন্দ্রনাথের জন্য?

-একদম টোন কাটবে না ডেঁপো ছোকরা। তুমি জানো ফ্যাক্টরির গেট বন্ধ দেখার কষ্ট? লক আউট নোটিশের যন্ত্রণা? আমি জানি। আমাদের রমরমা মেশিন টুলসের কারখানা বন্ধ হয়ে গেল তিন মাসের ঝামেলায়। যারা বলছিল যে মালিক রক্ত চুষে খাচ্ছে, তারা কেউ বলল না যে কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে রক্ত বিক্রি করেও খেতে পাওয়া যাবে না। আমার শ্রম বিক্রি করে আমি ডেইলি চার টাকা পাচ্ছি সেটা ধরে নিলাম কম। কিন্তু সেই মজুরি বাড়িয়ে সাত টাকা করে দেবে বলে হুজ্জতি বাধিয়ে যারা ফ্যাক্টরিতে লালবাতি জ্বালল, তারা আমাকে চার পয়সাও দেবে? এত শ্রমিক না খেয়ে মরছে কই কোনও ইউনিয়ন লিডারকে তো মরতে দেখলাম না।

- আপনার কষ্ট বুঝতে পারছি...

-না পারছ না। পারা সম্ভব নয়। যে লোকটার আন্ডারে কুড়িটা লোক খাটত, দেশের ভবিষ্যৎ তৈরি করত যে নিজের দুটো হাত দিয়ে, আজ সে দু’বেলার ভাতের জন্য বানিয়ে বানিয়ে লোকের ভবিষ্যৎ বলছে...

-বানিয়ে বলেন আপনি?

-হ্যাঁ। কারণ লোকে সেটাই শুনতে চায়। কাউকে যদি বলি যে সাতদিনের ভিতরে তার সর্বনাশ হবে, ছেলে মরবে বা বাড়িতে আগুন লাগবে তাহলে সে কথাটা শোনার দু’ঘণ্টার ভিতর মুখ থুবড়ে পড়বে রাস্তায়। আর বেঁচে থাকলেও, আমার ছায়া মাড়াবে না কোনওদিন। তাই বানিয়ে বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথও তো বানিয়ে বলতেন। এই যে এত কবিতা, এত গান! বানিয়েই তো লিখেছেন। তাই বলে সেগুলো মিথ্যে?

কালভৈরবের কথার তোড়ে ভেসে গিয়েছিলাম প্রায়। সংবিৎ ফিরতে জিজ্ঞেস করলাম, রবীন্দ্রনাথ আমাদের খুব উপকার করেছেন, বলছিলেন। কী উপকার?

-চরম উপকার করে গেছেন তোমাদের। অবশ্য উনি একা নন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও নাম করতে হবে। তোমাদের উপকার করা তিনিই শুরু করেন।

-উনি কে?

-রবীন্দ্রনাথের বাবা। ওই বাপ-ব্যাটা দুজন মিলে বাঙালিকে ভুলিয়ে ছেড়েছে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির এই রোশনাইয়ের পিছনে আসলে তো ছিল সেই লোকটা। লবণের এজেন্ট থেকে আবগারি বিভাগের দেওয়ান। সেখান থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক, বেঙ্গল মাইন, কার টেগোর কোম্পানি, বেঙ্গল বন্ডেজ ওয়্যারহাউস অ্যাসোসিয়েশন, বিমা কোম্পানি, ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি, কী করেননি বলো তো? নিজের জাহাজে চেপে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। রানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে প্রিন্স দ্বারকানাথের প্রেম ছিল, অনেক চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছিল, সবাই বলে। বিলেতের সাহেব-মেমদের জন্য জাহাজের খোল ভর্তি করে দুর্মূল্য কাশ্মীরি শাল নিয়ে যেতেন দ্বারকানাথ। দুর্ভাগ্য যে তাঁর ছেলে হল ‘মহর্ষি’ আর নাতি হল গিয়ে ‘বিশ্বকবি’। *(চলবে)*

এডুকেশন ক্যাম্পাস

অস্মিত সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণি, ডিএভি স্কুল, শিলিগুড়ি।

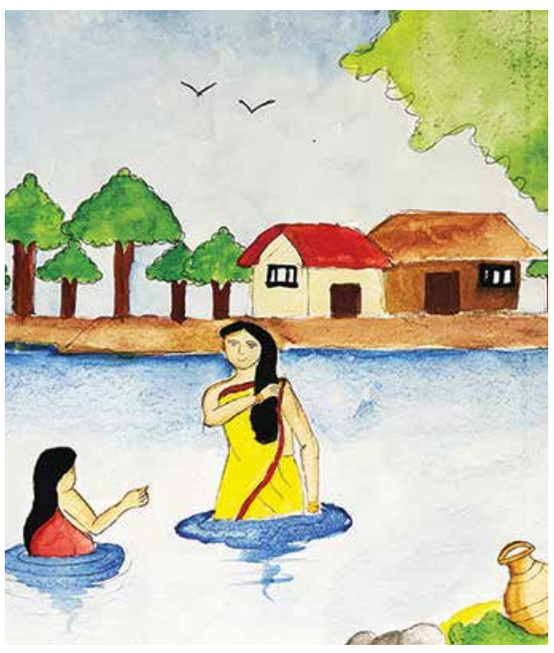

সিদ্ধিতা সরকার, তৃতীয় শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির (সিবিএসই), রায়গঞ্জ।

অংশুমান ঘোষ, প্রথম শ্রেণি, সারদা শিশুতীর্থ, কোচবিহার।

সৌমিল সাহা, অষ্টম শ্রেণি,
তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।

শ্রেষ্ঠা পাল, সপ্তম শ্রেণি,
জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিকের জন্মদিন তিনদিন পরেই। তাঁকে নিয়ে দুটি প্রতিবেদন

আমার টুকরো কথা

অর্ণব সেন

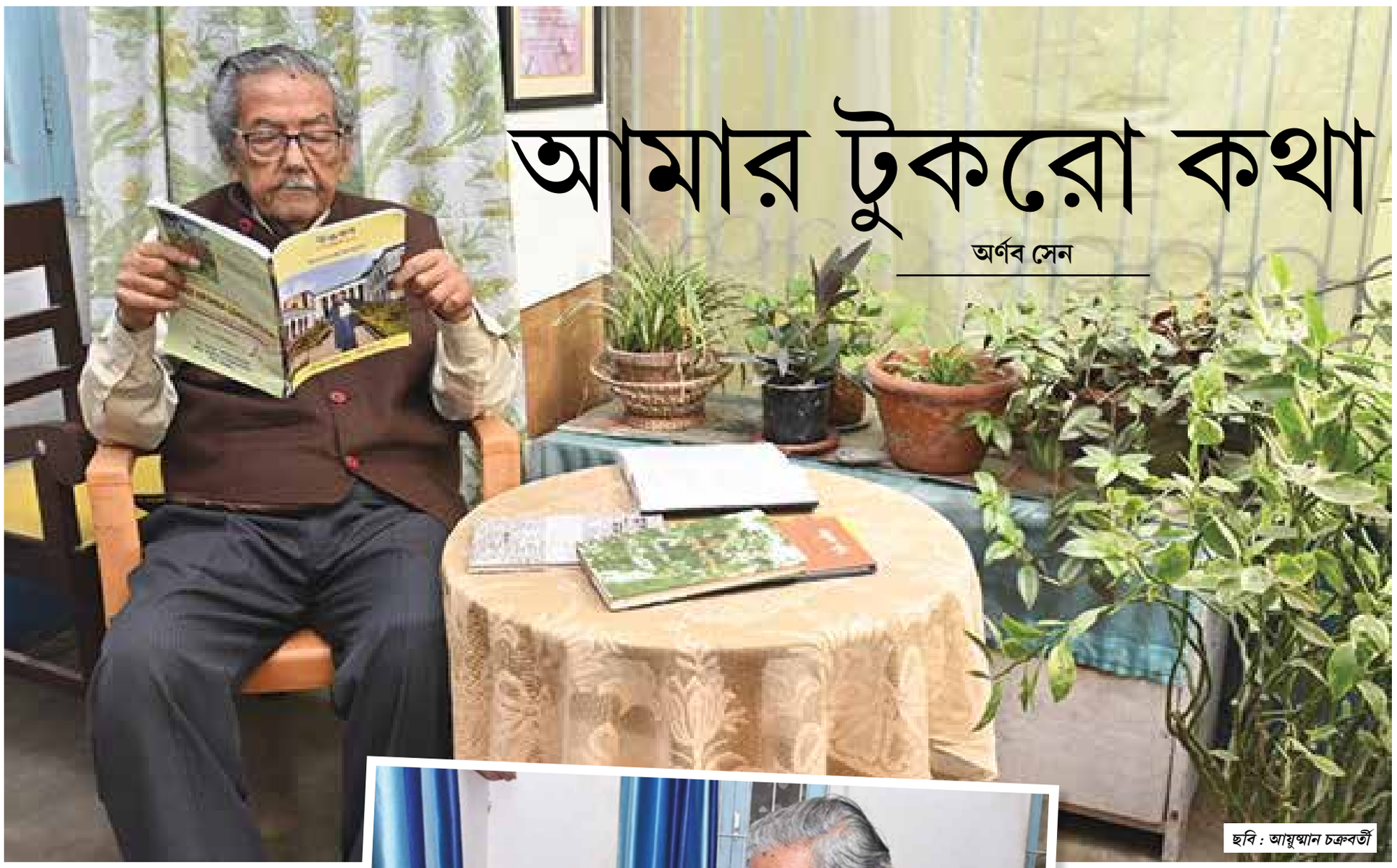

ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

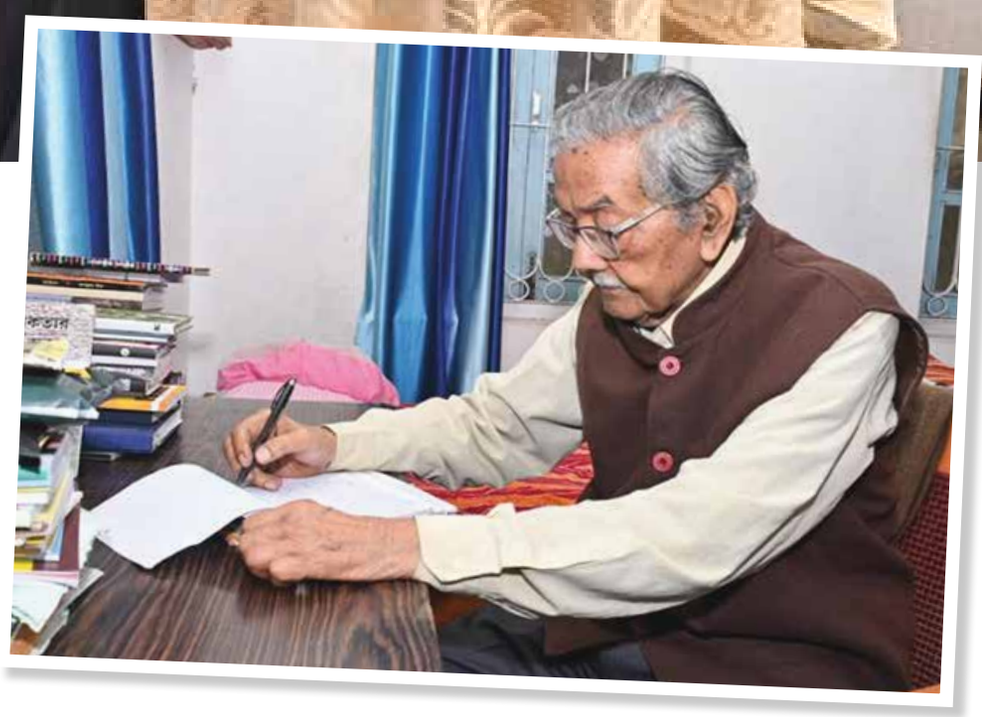

ঘটনাটি অনেক বছর আগের। ছাপাখানার জগতের ধ্যানধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দেন। দিলীপকুমার গুপ্ত, সংক্ষেপে ডিকে, যিনি সেই সময় সত্যজিৎ রায়কে ছবি আঁকা নিয়ে নানা নির্দেশ দিতেন, সত্যজিৎ রায়ের মতো মানুষও তাঁর যুক্তি মেনে নিতেন। সত্যজিৎ রায় সিগনেট প্রকাশিত জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' ও 'রূপসি বাংলা' কাব্যের প্রচ্ছদ আঁকেন। ডিকে 'টুকরো কথা' নাম দিয়ে ঘুরে ছোট টুকরো কথায় বইয়ের বিষয় জানাতেন। আমি লেখার নামটা তাঁর কাছে ধার করেছি।

অনেক বছর হয়ে গেল। ষাটের দশক বিশ শতক। আলিপুরদুয়ার তখন ছোটখাটো শহর। অবশ্য কিছু কিছু পত্রপত্রিকা বেরোয় সংবাদ ও সাহিত্য নিয়ে। সেই সময় হঠাৎ সাংবাদিকতা নিয়ে একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল নেহরু যুবকেন্দ্রের উদ্যোগে। তিনদিনের আয়োজন। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে এসেছিলেন বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সঙ্গে সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সন্তোষ সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সম্পর্কটি খুব সুন্দরভাবে সামান্য কথায় বুঝিয়ে দেন। 'বাংলা সাংবাদিকতা বাংলা গদ্য সাহিত্যের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট, তাই অনেকদিন ধরে সাহিত্যের হাত ধরেই নানা আঙিনায় তার ঘোরাঘুরি।'

আমি এবং সহপাঠী বঙ্কুবিহারী দত্ত ১৯৫৪ সালে 'কনিষ্ঠ' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন বের করি। ছাপার খরচ নিয়ে মোট খরচ পড়েছিল তিরিশ টাকার কাছাকাছি। ২০০ কপি পত্রিকা কয়েকদিনেই বিক্রি হয়ে যায়।

সেমিনারে সন্তোষকুমার ঘোষ ছোট পত্রপত্রিকার সাংবাদিকদের ভেতর থেকে একজনকে বেছে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট' বাংলায় কেমনভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। উত্তর এসেছিল : 'একশো ভাগ খাঁটি।' সন্তোষবাবু বলেছিলেন :'ষোলোআনা খাঁটি'। উত্তরটা অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক দেশজ দিকটা মনে রাখতে হবে।'

সেমিনার পর্বে একদিন আলিপুরদুয়ার কলেজেও তাঁরা এসেছিলেন। অনেকেই অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। অধ্যাপক বনবিহারী দত্ত জানতে চান –'স্বাধীন সাংবাদিকতা সত্যি' না, স্বাধীন সাংবাদিকতা করা সর্বদা সর্বত্র সম্ভব নয়। আমি তো একটা নতুন পত্রিকা বের করতে চাই স্বাধীনভাবে। কেউ রাজি হচ্ছেন না। মালিকপক্ষ মেনে নিতে পারে না।'

জলপাইগুড়ি শহর আমার জন্মস্থান। আবার আমার সাত পুরুষের আদি নিবাস হুগলি জেলার ব্যান্ডেলের কাছে দেবানন্দপুর, শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি। তবে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আমাকে ব্যক্তিগত কারণেই জলপাইগুড়ি, কলকাতা, বর্ধমান, দেবানন্দপুর, বীরপাড়া (দলগাঁও), আলিপুরদুয়ার এবং আরও কোথাও কোথাও থাকতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আছি আলিপুরদুয়ারে। তাই এই শহরটির সঙ্গে, আমার সম্পর্ক খুবই ভালো, নিবিড়।

ব্যক্তিগতভাবে আমার পৃথক পত্রিকা প্রকাশ এবং তখনকার পরিস্থিতির কথাটা জানাতে চাই। যুগটা কত বদলে গিয়েছে তা বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে। আমি এবং সহপাঠী বঙ্কুবিহারী দত্ত ১৯৫৪ সালে 'কনিষ্ঠ' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন বের করি। ছাপার খরচ নিয়ে মোট খরচ পড়েছিল তিরিশ টাকার কাছাকাছি। ২০০ কপি পত্রিকা কয়েকদিনেই বিক্রি হয়ে যায়।

তখনকার দিনে বহু খ্যাতনামা লেখক সুদূর

আমি যখন জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজে পড়ি, তখন দেবেশ রায় পড়তেন আমার দুই ক্লাস ওপরে। সমরেশ মজুমদার পড়তেন জেলা স্কুলে। থাকতেন আমাদের বাড়ির কাছেই।

মফসসলের অখ্যাত পত্রকারের চিঠির উত্তর দিতেন। অন্নদাশংকর রায় আমাদের লেখা পাঠিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে। ঠিকানা : অর্ণব সেন, সম্পাদক কনিষ্ঠ, জলপাইগুড়ি। 'জনমত' সম্পাদক মুকুলেশ সান্যালকে পিওন চিঠিটা দিয়ে যায়। উনি আমাকে ডেকে দিয়ে দেন। সম্প্রতি 'জনমত' ১০০ পার হয়েছে। মুকুলেশদা নেই। অন্নদাশংকর রায়ের চিঠিটি ছিল পোস্ট কার্ডে বাংলা টাইপে লেখা একটা ছড়া জাতীয় কবিতা। নাম 'শিক্ষা' সম্ভবত উনি আমাদের ছোট ভেবেছিলেন। লেখাটি তুলে দিচ্ছি : কবিতার নাম : 'শিক্ষা'। 'মানবে ওরা আপন ভুল / পড়বে যবে মুশকিলে / ভ্রান্তি হতে রক্ষা করা / শেখায় নাকো ইসকুলে ।'

আমি যখন জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজে পড়ি তখন দেবেশ রায় পড়তেন আমার দুই ক্লাস ওপরে। সমরেশ মজুমদার পড়তেন জেলা স্কুলে। থাকতেন আমাদের বাড়ির কাছেই। ডাক নাম বাবলু। অনেক পরবর্তীকালে সমরেশ লেখক হিসেবে আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়। লেখক হওয়ার আগে বিমল করের 'পিয়ারিলালবাজ' নাট্যরূপ দেয়। আমরা অমিতাভ দাশগুপ্ত সহ অনেকেই দেখতে গিয়েছিলাম। সমরেশও নেই এখন।

অনেক পরবর্তী সমরেশ আমায় বলেছিল : 'বড় লেখক হতে গেলে কলকাতায় থাকতে হয় অর্ণবদা। লেখার বিষয়টা হতে পারে জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স নিয়ে' বলতে হয় আমার প্রথম লেখা ১৩৬৪ মাঘ সংখ্যা প্রবাসী-তে 'রাজকন্যা'। ১৯৫৭-র ২২ সেপ্টেম্বর রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে 'নতুন মা'।

এখন অর্ণব

জ্যোতি সরকার

প্রত্যন্ত ডুয়ার্সের বীরপাড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবাস থেকে এক তরুণ বাংলার শিক্ষক ডাকযোগে কলকাতার বিশিষ্ট পত্রিকায় 'অপরাহ্নে' নামে গল্প পাঠিয়েছিলেন। সেটা ১৯৫৬ সাল। দেখা গেল, তাঁর লেখার সঙ্গে বেরিয়েছে বিজ্ঞানী সত্যেন বসু এবং সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। তিনিই পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ার কলেজের খ্যাতিমান অধ্যাপক। অর্ণব সেন।

জলপাইগুড়িতে এই কিংবদন্তি সাহিত্যিকের জন্ম। শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে দেবানন্দপুর অর্ণবের পিতৃকুলের বাড়ি। বয়স ৮৬ হলেও মনের বয়স বাড়েনি। আলিপুরদুয়ারে কলেজপাড়ায় শরৎ সরণিতে দোতলা বাড়ির দোতলাটা প্রায় পুরোটা বইবোঝাই। অর্ণব থাকেন একতলায়। বেশি বেরোতে পারেন না। সেখানেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল।

ভোজনরসিক অর্ণব ডুয়ার্সের বীরপাড়াতে পা রাখলেই 'দিলখুশ' রেস্তোরাঁতে ছুটে যেতেন। এখনও বলছিলেন, মাদারিহাটের ননী পালের দোকানের কমলাভোগ, বীরপাড়ার দিলখুশ রেস্তোরাঁর ভেজিটেবল চপ, হ্যামিল্টনগঞ্জের মিষ্টি তাঁর খুবই প্রিয়।

অর্ণবের গলায় জীবন্ত স্মৃতি, 'অমিতাভ দাশগুপ্ত জলপাইগুড়িতে অধ্যাপনা করার সময়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই শহরে আসতেন। আমরা বেরিয়ে পড়তাম ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তরে। শক্তি অন্তত গড়ে এক মাস থাকতেন।'

কলকাতায় অর্ণব দীর্ঘদিন ছিলেন ঢাকুরিয়াতে, দিদির বাড়িতে। 'দিদির বাড়ির কাছেই থাকতেন অমিতাভ। ফলে দেখাশোনা প্রায় নিয়মিতই হত। অমিতাভ, শক্তিদের সঙ্গে কফি হাউসে আড্ডা মারতে যেতাম প্রায় নিয়মিতই। অর্ণবের স্মৃতিতে উজ্জ্বল শক্তি। উত্তরের কবি সনৎ চট্টোপাধ্যায় একবার কবিতা দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন শক্তিকে। কবিতার বদলে শক্তি ছড়া দিয়েছিলেন। 'অনেক জায়গায় গেছি, অনেক কিছু খেয়েছি / গাঙ্গুটিয়ায় যাইনি, গাঙ শালিকটি খাইনি।'

অর্ণব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, 'সংবাদ ও সাহিত্য পৃথক ধারা হলেও আধুনিক যুগের জীবনধারা, জীবনযাপনের গভীর যোগ। তাই সাহিত্য আধুনিক সময়ের ছবি, আবার ঘটনার ছবি সংবাদ।' তাঁর আক্ষেপ, 'আধুনিক প্রজন্মের সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ কমে আসছে।' অর্ণবের গলায় ক্ষোভ, 'বর্তমানে বইমেলা বিভিন্ন শহরে হচ্ছে। কিন্তু পাঠক ও ক্রেতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আবার সেইসঙ্গে বইমেলাতে বিভিন্ন গান, বাজনা, নাচ ইত্যাদি প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে বইয়ের দোকানগুলি অবহেলিত হচ্ছে। পাঠকের বইমনস্কতা কমছে।'

আলিপুরদুয়ার নিবাসী সাহিত্যিকের স্মৃতি বলে, 'জলপাইগুড়ি পিডব্লিউডি মেসে দীর্ঘদিন লেখালেখি করেছি। এখানে থাকতেন কার্তিক লাহিড়ী। একদিকে তিস্তা অন্যদিকে করলার– মাঝখানের ভূখণ্ডে আমার শৈশবকাল থেকে গাঁথা হয়ে আছে। তিস্তা নদী– ফরেস্টের ডিএফও বাংলো, উলটো পিঠে হাসপাতালের সার্জেন বাংলো, লাল রংয়ের ইট মনে গেঁথে শৈশব থেকেই। তাঁর মনে আছে দোলনা ব্রিজের কথা– যা এক ছটপুজোয় ভেঙে পড়েছিল।'

বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বিশ্লেষণ, 'কবি ও কবিতা নিয়ে ব্যস্ত তরুণ সমাজ এখনও ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের নানা শহরে। কিন্তু লক্ষ করতে হবে গদ্য'র চর্চা ক্রমশ কমছে। উপন্যাসচর্চাও যথেষ্ট কমেছে। জেলার সংখ্যা যত বেড়েছে, কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের বিস্তার বাড়েনি। অথচ এখন বই ছাপানের সুযোগ– উত্তরবঙ্গের ছোট-বড় শহরে গড়ে উঠেছে। সেইমতো প্রকাশকদের ভালো ছাপা, ভালো প্রচার আছে বলেই জানি।'

অর্ণবের মতে, 'মানুষ জীবন-জীবিকার টানে সদাই ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার জন্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সময় দেবার সুযোগ কমে আসছে। জীবন এখন তারুণ্যের কাল থেকেই নানা সংকটে বিব্রত। একদিকে চাকরির হাহাকার, অন্যদিকে আধুনিক জীবনে বহুমুখী চাহিদা– এই দুই-এর সংঘাত বর্তমান সমাজকে বিপর্যস্ত করেছে। রাজনীতির আবর্ত, মূল্যবোধের অভাব, যান্ত্রিক জীবন মানুষের ভবিষ্যৎ ক্রমশ অন্ধকার করে তুলেছে। এই পটভূমিতে মূল্যবোধ এবং মানবিকতা নিয়ে সাহিত্যচর্চা নিয়ে আগ্রহ– বই কেনা কি সত্যি বাস্তবে সম্ভব!'

পাঠক কমার পিছনে অর্ণবের মতে দুটি কারণ। 'সরকার নিযুক্ত গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না আবার পাঠকের সংখ্যা কমছে। সরকারি তরফে বলা হচ্ছে, গ্রন্থাগার চালাতে হবে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে। বাস্তবে তা সম্ভব নয়। এখন জীবিকার জন্য চারদিকে ছুটছে মানুষ। কখন বই পড়বে মানুষ?'

তাঁর প্রশ্নটি সত্যিই ভাবায়।

কবিতা

সুগন্ধ

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

তোমার সুগন্ধ কি বই এর চেয়ে বেশি?
শ্রবণ বিভ্রান্ত হতে পারে
জটিল সন্ধিক্ষণে ভেঙে যায় স্বর
কচি থেকে পূর্ণ ডাগর হতে কত ছলা কলা!
যেমন পালক রঙ কিংবা কেশর
নিপুণ কলাকার ঘর বাঁধুনিটি
কিন্তু অবাক! হিম যুগ পার হয়ে প্রাণ কণিকাটি
প্রথম স্পর্শ পেলে আলো হাওয়া জল
ঠিক চেনে বীজপত্র ফাটানো সকাল
ঠিক চেনে সুবাসিত টানের সুতোটি

সাতরঙা আকাশ

জয়ন্ত কুমার দত্ত

উন্মত্ত সন্ত্রাসের বুকে, লাল কালিতে
বিপ্লবের কৌশল আঁকে ঝরনাকলম
অধিকারের ক্যানভাসে রাষ্ট্রেরা আজ মৃত্যুপুরী

রক্তাক্ত শিশুর আর্তনাদেও তাই বিষাক্ত উল্লাস!

পিচকালো রাস্তায় বয়ে যাওয়া রক্তস্রোতে
শ্বেত পায়রা খোঁজে নবজাতক
ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে রাখি
অকৃত্রিম ভালোবাসা।
সাদা চকে আঁকা তাতে সাতরঙা আকাশ।

সন্ত্রাস তুমি কাকে খোঁজো?
তুমি তো জানো –
ভালোবাসায় রক্ত নেই।
রামধনুতে সাদা রং নেই।

কালরাত্রি

সোমা দে

সন্ধ্যাতারার সন্ধানে বিকেল হারিয়ে ফেলি ফিরতি পথে
তমসার বুকে মুখ রেখে গিলে নেই জন্মান্তরের অবক্ষয়
শূন্য পকেটে রেখে দেই স্মৃতির ক্যালকুলাস
তবুও অভাবের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন অসুস্থ ফুসফুস

কাজল ঘেঁটে গিয়ে চোখজুড়ে টর্নেডোর অশনিসংকেত
অথচ ঝড়ের অন্দরেই শায়িত থাকে সৃষ্টির ফুল

ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে অপেক্ষা ... নতুন কাকভোর
ভেজা উঠোনে ছড়িয়ে থাকবে কৃষ্ণচূড়ার ক্রোম্যাটিক মায়া
অভিশপ্ত সম্পর্কের গা থেকে খুলে নেওয়া হবে
মৃত নামের ভগ্নপ্রায় সাইনবোর্ড।

সাথির গলির জানালা থেকে

আশুতোষ বিশ্বাস

পাখিদের ঘুম ভাঙার আগে ছাদবাগানের ঋতুমতী ফুলেরা
বর্ণে বর্ণে নাম পরিচয়ে স্বয়ংবরে প্রস্তুত, কাঁচা ঘুম ভেঙে
দেবতারা দ্রুত বরসেজে বসে
আমানিগির্জার ঘণ্টা কামিনের কাজ শেষ হবার আগেই বেজে ওঠে ঢং ঢং
চৌপথির লাল-হলুদ-সবুজ আলোর নিশানা কাউকে এগিয়ে দিচ্ছে সামনে
কাউকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, বলছে- 'অত তাড়া কেন ভাই-
একটু দাঁড়িয়ে যাও, অনেকটা পথ যেতে হবে' ।

এগারো হাত কালীমন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে ধূপের সুগন্ধ যেমন সাথির গলির
জানালা হয়ে খোকার পড়ার টেবিলে- তেমনি মায়ের ভেজা চুল
ভেজা শাড়ির আঁচল থেকে টুপ টুপ জলের ফোঁটা ঠাকুরঘরে হেঁটে যায়
দ্রুত আহ্নিক সেরে মা রান্নাঘরে ঢুকবেন
আমাদের প্রতিদিন শুভ দিন

পাইনের উঁচু মাথায় ধাক্কা খেয়ে বারোয়ারি মেঘ এখানে বৃষ্টি হয়ে নামে
ভোরের কুয়াশা কেটে প্রশস্ত পুকুরে শালুকের খল খল হাসি
কলকল ম্যাক উইলিয়ামের ছেলেরা গলার টাই ঠিক করতে করতে
মানবিক মুখ হয়ে অশীতিপর রুগ্নকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়
ডুয়ার্সকন্যার বারান্দায় ডুয়ার্স উৎসবের বিজ্ঞাপন-
এবার বাতাসের শীতদাঁত ভাঙা
নারানদার চায়ের দোকানে চায়ে চুমুক দিতে দিতেই -বলছিল চা-পানকারীর দল

কার্তিকের কথা

মুহা আকমাল হোসেন

গোটা কার্তিক মাস
ধান ঋতু পোয়াতি পার্বণের পূর্ণিমা গড়ায় অনন্তের উপত্যকার দিকে।

কলমি ফুলের কোমরের কাছে বেনামী ভ্রমর শীতের শ্লোক পড়ে।
স্বপ্নের দিস্তা খান জমি পালং শাক হয়ে ওঠে।

হাজার হাজার ভোল্টের তারের নীচে মাঠ পার হয়ে যাচ্ছি,
বিদ্যুৎ পড়শি কার্তিকের সন্ধিবদ্ধ ফড়িং দুপুর, নুয়ে পড়ে ধান শিষ
চুমে চুমে...

আদিবাসীপাড়ার দেওয়াল ঘেঁসে জবুথবু বিকেলের বার্ধক্য

এখানে একলা মন খারাপের তাল গাছ
বাউল-বাবুয়েরে কীর্তনের রাস উৎসব শোনে।

বিরহযাপন

দুর্গাশ্রী মিত্র

দীর্ঘ বিরহের শেষে প্রদীপ জ্বলে বুকে
আরও একধাপ পরিণত হয় প্রেম
মনে হয়, যা কিছু যন্ত্রণাদায়ক তা সত্য
অপ্রাপ্তিকে আর ভয় করি না।
আমার কাছে তুমি পূর্ণ স্বাধীনতার মতো
যা সবসময় আমাকে তোমার করে রাখে...

মেটামরফোসিস

অর্পিতা রায়চৌধুরী

সেদিন তুমি প্রশ্ন করেছিলে :
'স্পর্শ করলে আজকাল এমন চমকে ওঠো কেন?
আগে তো পশমিনা শালের মতো,
নীরবে এই উত্তাপ শরীরময়ে জড়িয়ে নিতে।'

ওজন মাপার মেশিনে খুচরো পয়সা ফেললে,
বিশ্রী ঢংঢং শব্দে জেগে ওঠে তার ধাতব দেহ।
সে চমকে ওঠে!

কারখানার ঘণ্টা বাজতেই যেমন সক্রিয় হয়ে ওঠে শ্রমিকগণ!

নীরবতা তার আসে না...

কারখানাতে বারংবার ভেঙেচুরে আগুনের উত্তাপেই তো
তিলে তিলে গড়ে উঠেছে তার এই চকচকে দেহখানা!
এরপর রঙ আলো আওয়াজ কত কী!

নীরবতা তার আর আসে না।।

বোসের তুলনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তুলনা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। শনিবার ভবানীপুরে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বললেন, শ্রীকৃষ্ণের মতো মোদি ভারতকে রক্ষা করছেন বিপদের হাত থেকে।

সিবিআই হানা

ভুয়ো শংসাপত্র বানিয়ে আধাসেনায় চাকরি দেওয়ার অভিযোগে শনিবার আট জায়গায় হানা দেয় সিবিআই। বসিরহাটে রজতকান্তি মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে ৫ ঘণ্টা তল্লাশি চালায় তারা।

হস্টেলে দেহ

শনিবার বান্দোয়ানের বিধায়ক রাজীব লোচেন সোরেনের দেহরক্ষী জয়দেব ঘড়াইয়ের দেহ উদ্ধার হয় এমএলএ হস্টেলে। হস্টেলের ক্যাম্পাসে ওই দেহ পড়েছিল।

পরীক্ষার্থীর মৃত্যু

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। আহত দুই ছাত্র সহ আরও এক ছাত্রী। সকলের বাড়ি বীরভূমের নলহাটি থানার মাঠকলিঠা গ্রামে।

পার্থর জামিনের আবেদন খারিজ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : অন্তরালে থেকে নিয়োগ দুর্নীতির কলকাঠি নাড়তেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শনিবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে এমনটাই দাবি করল সিবিআই। দুর্নীতিতে মদত না দিলে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হত বলেও অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদিন পার্থর জামিনের আবেদন খারিজ করা হয়।

এদিন পার্থর জামিনের মামলার শুনানি ছিল। এই শুনানিতেই সিবিআই আদালতে জানায়, কাকে কোন পদে নিয়োগ করা হবে, কাকে সরানো হবে, সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করতেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি 'পিকচারে' না থেকেই গোটা প্রক্রিয়া চালাতেন। নিজের বাড়িতে বৈঠক করে পদ থেকে সরানোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, 'দুর্নীতির সমস্ত ছবিতেই পার্থ। যাঁরা দুর্নীতিতে থাকতে চাইতেন না তাঁদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করানো হত। কথা না শুনলে হুমকি দেওয়া হত। ২০২০ সালের ৮ জানুয়ারি বাড়িতে বৈঠক করে এক আধিকারিককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।'

পার্থর আইনজীবী অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, সিবিআইয়ের দ্বিতীয় চার্জশিটে পার্থর নাম ছিল না। পার্থ যাঁদের সরিয়েছেন বলে সিবিআই দাবি করছে, বাগ কমিটির রিপোর্ট ও সিবিআইয়ের চার্জশিটে পরে তাঁদের অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর এখনও সম্পূর্ণ চার্জশিট কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দেয়নি বলেই আদালতে দাবি করেন পার্থর আইনজীবী।

এদিন সিবিআইয়ের আইনজীবী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'শিক্ষকরা সমাজ গঠন করেন। একজন চিকিৎসক কোনও ভুল করলে রোগীর ক্ষতি হয়। কিন্তু এঁনারা যেভাবে অযোগ্য প্রার্থীদের শিক্ষক করেছেন, তাতে সমাজ কোনদিকে যাবে তার ঠিক নেই।' দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর পার্থর জামিনের আবেদন খারিজ করে আদালত।

বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ একটি সংগঠিত দুর্নীতি। যা অন্তরাল থেকে নিয়ন্ত্রণ করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্থ একসময় মমতার আস্থাভাজন ছিলেন। তাই তাঁরও যে এই বিষয়ে সংযোগ রয়েছে, সে নিয়ে সন্দেহ নেই।'

রোদের একটু তেজ বাড়তেই ধান শুকোনোর ব্যস্ততা। শনিবার নদিয়ায়। –পিটিআই

লোকসভা ভোটে দলের দিশা নিয়ে আলোচনা

শীঘ্রই পদ্মের জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশজুড়ে দলে ভোট প্রস্তুতির হাওয়া তুলতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছে বিজেপি। ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি দলের জাতীয় কাউন্সিলের ওই বৈঠক। নয় নয় করে দলের প্রায় ৭ হাজারের মতো কার্যকর্তা বৈঠকে থাকবেন। সেখান থেকেই দেশের সব রাজ্যে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে লোকসভা ভোটের হাওয়া তুলতেই দু'দিনের ওই বৈঠককে বেছে নেওয়া হয়েছে। ভোট প্রস্তুতির পথে দল কীভাবে কোন পথে এগোবে বৈঠকে সেই দিশা দেবেন দলের কেন্দ্রীয় শীর্ষনেতারা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দলের সভাপতি জেপি নাড্ডা, দলে 'চাণক্য' বলে পরিচিত অমিত শা-র সঙ্গে শীর্ষ নেতাদেরও বৈঠকে থাকার কথা। বিজেপি প্রায় নিশ্চিত, ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের গোড়ায় লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণা হবে।

৯ ফেব্রুয়ারি সংসদের অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন শেষ হচ্ছে। তারপর হাতে থাকবে ৫ থেকে ৭ দিন। ওই সময়ের মধ্যে যে কোনো দিন পশ্চিমবঙ্গে তাঁর বকেয়া সফর করলেও করতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। অতি সম্প্রতি তাঁর এরাজ্যে আসার কথা না থাকলেও রাজনৈতিক কোনও কারণে তিনি দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেননি। পদ্ম শিবিরের খবর, সংসদের অধিবেশন ৯ তারিখ শেষ হলে অমিত শা সময় দিলেই জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠকের আগে এরাজ্যে আসতে পারেন তিনি। সেটা না হলে জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠকের পর তিনি এরাজ্যে আসবেন।

তিনি রাজ্যে এলে একটি বা দুটি দলের কর্মীসভা করবেন। রাজ্যে দলের নেতাদের সঙ্গে তিনি বৈঠকও করবেন বলে গুজরাট থেকে শনিবার জানালেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিনই দিল্লি থেকে গুজরাট গিয়েছেন তিনি। ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ফিরবেন। এই মাসে দলের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠক লোকসভা ভোটের আগে দলের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মেনে নিলেন তিনি। তাঁর কথায়, ওই বৈঠকের পর দলের শীর্ষ নেতৃত্ব দলের ভোট প্রস্তুতি সহ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে ময়দানে সক্রিয়ভাবে নেমে পড়বেন। দলের সব রাজ্যের প্রায় ৭ হাজার কার্যকর্তাকে ভোট প্রস্তুতির গাইডলাইনও বাতলে দেবেন তাঁরা। তাঁর কথায়, 'জাতীয় কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ দু'দিনের বৈঠকে লক্ষ্য হবে শুধু দলের কাছে আগামী লোকসভা ভোট। বৈঠকে রাজ্যওয়াড়ি আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গ বাদ থাকবে না। সার্বিক পরিস্থিতি ও দলের করণীয় এটাই হবে মূল আলোচ্য বিষয়। সঙ্গে থাকবে শীর্ষ নেতৃত্বের গাইডলাইন।' সুযোগ হতে পারে এরাজ্য সহ সব রাজ্যের প্রতিনিধিদের কথা বলার।

অল আউট খেলা হবে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেসের 'অনড়' মনোভাবের জন্য এই রাজ্যে যে তৃণমূল একাই লড়াই করবে, তা আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি বহরমপুরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর কেন্দ্রে তৃণমূল যে আদাজল খেয়ে মাঠে নামবে, তাও দু'দিন আগে বহরমপুরের সভা থেকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মমতা। আর আজ তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এবার ভোটে অল আউট খেলা হবে।

মমতা বলেন, 'আমাদের জিততেই হবে। সব আঞ্চলিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।' তবে জাতীয় স্তরে তিনি যে জোটের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সরে আসছেন না, তাও এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, 'বিজেপিকে হারানো আমাদের সকলের লক্ষ্য। এই রাজ্যে আমরাই একমাত্র বিজেপিকে রুখে দিতে পারি।' এদিন মমতার এই মন্তব্যের পর ইন্ডিয়া জোটকে তা নতুন করে কোনও অক্সিজেন দেয় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাজনৈতিক মহলের।

মালদা-বিহার সীমানায় রাহুল গান্ধির গাড়িতে হামলা সহ একাধিক ঘটনার পরও তৃণমূলের সঙ্গে জোট নিয়ে সুর নরম রেখেছিল কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও কংগ্রেসের শীর্ষনেতা জয়রাম রমেশ জোট নিয়ে বরাবরই আশাবাদী ছিলেন। তবে শুক্রবার রেড রোডের সভা থেকে মমতা দাবি করেছিলেন, কংগ্রেস একা লড়াই করলে তারা ৪০টি আসনও পাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এমনকি ওই সভা থেকেই রাহুল গান্ধির নাম না করে তাঁকে ভোটপাখি ও পরিযায়ী বলে কটাক্ষও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন জয়রাম। শনিবার তিনি বলেন, 'কংগ্রেস ৪০টি আসন পাবে, এমন তথ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কে দিয়েছে আমি জানি না। মমতার এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে। তবে আমরা চাই, বিজেপির বিরুদ্ধে যারা যারা লড়াই করতে চায় তারা সবাই একসঙ্গে লড়াই করুক। তৃণমূল ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক।'

শুক্রবার রেড রোডের সভা থেকে মমতা বলেছিলেন, 'এই রাজ্যে মুসলিম ভোটকে সুড়সুড়ি দিতে সিপিএম ও কংগ্রেস একজোট হয়ে লড়াই করছে।

কিন্তু আমরা এই সুড়সুড়ির রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। এই যাত্রা এই রাজ্যে করতে এসেছেন। কই উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে তো কেউ যাচ্ছে না।' এই প্রশ্নের উত্তরও এদিন দিয়েছেন জয়রাম। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাতে চাই, ঝাড়খণ্ড, বিহার হয়ে এই ন্যায় যাত্রা উত্তরপ্রদেশেও যাবে। এছাড়াও রাজস্থান, গুজরাটেও ন্যায় যাত্রা হবে।'

মমতা অবশ্য এদিন বলেন, 'যে রাজ্যে যে আঞ্চলিক দল শক্তিশালী, তাদের সেখানে লড়াই করার সুযোগ দেওয়া হোক। কারও দাদাগিরি চলতে পারে না। তাতে বিজেপির হাতই শক্ত করা হবে।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী এদিনও তৃণমূলকে আক্রমণ করে বলেন, 'বিজেপি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একই ভাষায় কথা বলছেন কেন? এটা দুর্ভাগ্যজনক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ইন্ডিয়া জোটের শরিক বলে দাবি করলেও তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিজেপি কেউই কংগ্রেসের ভালো ফল চায়ই না। সেই জন্যই তারা একসঙ্গে কংগ্রেসকে আক্রমণ করছে।'

হুঁশিয়ারি মমতার

ধর্না মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কলকাতায়। -পিটিআই

> বিজেপিকে হারানো আমাদের সকলের লক্ষ্য। এই রাজ্যে আমরাই একমাত্র বিজেপিকে রুখে দিতে পারি।
>
> **- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

হেপাজতে শংকর

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : শংকরকে ইডি কোনও নোটিশই পাঠায়নি। যাঁর নামে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল তিনি অন্য ব্যক্তি বলে আদালতে দাবি করলেন শংকর আঢ্যর আইনজীবী। শনিবার জেল হেপাজতের মেয়াদ শেষে ইডির বিশেষ আদালতে শংকর আঢ্যকে হাজির করানো হয়। অভিযোগ শোনার পর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করেন বিচারক। শংকরকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন শংকরের আইনজীবী আদালতে জানান, ইডি ২৬ ডিসেম্বর শংকরকে সমন পাঠিয়েছিল। হাজিরা দেওয়ার জন্য একমাস সময় দেওয়া হয়েছিল। পরে ইডি জানায়, তারা কোনও সমন পাঠায়নি।

প্রশ্নবাণ

■ নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন এবং অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আর এক বাঙালি বিজ্ঞানী আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের সদস্য হয়েছেন। কী নাম তাঁর?

■ দশরথ ও কৌশল্যার প্রথম সন্তান ছিলেন শান্তা। শিশুকালেই তাঁকে দত্তক দিয়ে দেওয়া হয়। কারা দত্তক নিয়েছিলেন?

■ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে দুটো ছদ্মনামে লেখালেখি করেছেন। তাঁর একটি নাম হল রূপচাঁদ পক্ষী, আরেকটি কী?

আগের দিনের উত্তর

বুদ্ধদেব বসু, গ্রিক, বিচারপতি মনোজকুমার মুখার্জি।

ঠিক উত্তরদাতা : ভাস্কর ঘোষ-শিবমন্দির, কালিদাস সাহা ও কৃষ্ণা সাহা- কামাখ্যাগুড়ি, তরুণকুমার রায়, মোহন পাল-চালসা, তমাল রায়, সঞ্জীব দেব-শিলিগুড়ি, ডঃ বিশ্বজিৎ গোস্বামী-বালুরঘাট।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

ফের শান্তনুর মুখে সিএএ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : কয়েকদিনের মধ্যেই এরাজ্যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ) চালু হতে পারে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। দিন কয়েক আগেই তিনি বলেছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যে সিএএ চালু হবে।

শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে শান্তনু বলেন, 'দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ধীরে ধীরে সিএএ চালু হচ্ছে। এরাজ্যেও অধিকাংশ মানুষ চাইছেন সিএএ চালু হোক। কয়েকদিনের মধ্যেই তা চালু হয়ে যাবে।' এর আগে এক সপ্তাহের মধ্যে সিএএ চালু হবে বলে যে মন্তব্য করেছিলেন তিনি সেবিষয়ে তাঁর বক্তব্য, স্টেজে কথা বলার সময় একটা দিন 'টার্গেট' দিতে হয়, তাই দিয়েছিলাম। তবে সিএএ চালু হবেই। সিএএ চালু নিয়ে বিরোধীদের ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, 'বিরোধিতা করা মানে হাঙ্গামা, বিদ্রোহ ও সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করা।' প্রশ্ন উঠছে, এদিন যে সময়ের কথা বললেন, পরবর্তীকালে তাও কি তিনি 'কথার কথা' বলেই মন্তব্য করবেন?

আজ টিভিতে

নাটকের মঞ্চে অভিনেতা খুন। সন্দেহের তালিকায় দুজন। কোন পথে এই রহস্যভেদ করবেন ব্যোমকেশ বক্সী? **জলসা মুভিজ প্রিমিয়ারে** আজ দেখুন **ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ** রাত ৯টায়।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ ইচ্ছে পুতুল, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নম্বর ১, ৯.৩০ দাদাগিরি সিজন ১০, রাত ১১.০০ শ্রীকৃষ্ণ লীলা
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ সন্ধ্যাতারা, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি, ১১.০০ বোঝে না সে বোঝে না
কালার্স বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ নাগিন ৬, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ টুম্পা অটোওয়ালি, রাত ৮.০০ রাম কৃষ্ণ, ৮.৩০ তুমি যে আমার মা-অন্তিম পর্ব, ৯.০০ শিবশক্তি, ৯.৩০ নীর্জা, ১০.০০ স্বপ্নডানা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ টোটাল দাদাগিরি, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ নকাব, সন্ধ্যা ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ চ্যালেঞ্জ
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ বস ২, বিকেল ৩.৩০ মেমসাহেব, সন্ধ্যা ৬.০০ স্বপ্ন, রাত ৮.৪৫ টক্কর, রাত ১১.৩০ ফুলেশ্বরী
জলসা মুভিজ : সকাল ৮.১০ দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন, সকাল ১০.৪৫ মন মানে না, দুপুর ১.৩০ সতীর একান্ন পীঠ, বিকেল ৫.৩০ হাঙ্গামা, রাত ৯.০০ ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ, রাত ১১.৪৫ আসছে আবার শবর
জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১১.১৫ অসুখ, দুপুর ১.৫৫ অর্জুন, বিকেল ৪.২০ কুলের আচার, সন্ধ্যা ৬.৩০ কাছের মানুষ, রাত ৯.০০ ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ, রাত ১১.৪৫ চার
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ আমিও নেব চ্যালেঞ্জ

কালার্স বাংলা সিনেমায় আজ বিকেল ৪টায় দেখুন **নকাব**

আকাশ আটে বিকেল ৩টে ৫ মিনিটে উত্তমকুমারের **সন্ন্যাসী রাজা**

সিনে দুপুরে **জি বাংলা সিনেমায়** বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে দেখুন **বস ২**

ফাঁসানোর চেষ্টার নালিশ আদালতে

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় শাহজাহানের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে বলে আদালতে দাবি করলেন তাঁর আইনজীবী। শনিবার নগর দায়রা আদালতে শাহজাহানের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কী তথ্য প্রমাণ রয়েছে? মানি লন্ডারিং নিয়েও কী অভিযোগ রয়েছে? তাঁর আইনজীবীর দাবি, শাহজাহান যেহেতু রাজনীতি করেন, তাই তাঁকে অভিযুক্ত করার কৌশল নেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই তাঁকে ফাঁসানোর চক্রান্ত চলছে।

এদিন আদালতে শাহজাহানের জামিন মামলার শুনানি ছিল। তখনই তাঁর আইনজীবী প্রশ্ন করেন, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছ থেকে যে চিঠি ইডি পেয়েছে, তাতে শাহজাহানের নাম ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। যদি নাম থাকত, তাহলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেন ইডি ডাকেনি? কেন বয়ান নেওয়া হয়নি? পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ থাকলে আগেই পদক্ষেপ করত ইডি। তিনি আরও বলেন, 'আমি রাজনীতিক বলে এটা করা হয়েছে। ইডির কাছে পিএমএলএ অ্যাক্টের ১৭ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়েরের মতো তথ্যপ্রমাণ নেই। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ফ্রেম করা হচ্ছে।'

৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়েছিল ইডি। সেখানে তাঁর অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল বলে ইডির অভিযোগ। ওইদিন কোনও সমন পাঠানো হয়নি বলেই আদালতে দাবি করেন শাহজাহানের আইনজীবী। আদালতে তাঁর দাবি, সমন না পাঠিয়ে নোটিশ সাঁটিয়ে ২৯ জানুয়ারি শাহজাহানকে হাজিরা দিতে বলা হয়। ইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। তাই আগাম জামিনের আবেদন করা হয়েছে। র‍্যাশন দুর্নীতিতে পুলিশ ৬টি মামলা দায়ের করেছে। কয়েকটি চার্জশিটও দাখিল করেছে। ইডি সেখান থেকে ইসিআইআর করেছে।

দাবি শাহজাহানের আইনজীবীর

সেই এফআইআর বা ইসিআইআরে শাহজাহানের নাম নেই। অথচ তাঁকে অভিযুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে বলেই শাহজাহানের আইনজীবীর বক্তব্য।

শনিবার অধরা শাহজাহানকে নোটিশ দিয়ে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি শাহজাহান যাতে হাজিরা দেন, ই-মেল মারফত তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছে। এর আগে ২৯ জানুয়ারি ইডি তলব করে তাঁকে। যদিও তিনি হাজিরা দেননি। দ্বিতীয় তলবে হাজিরা দেন কিনা, এখন সেটাই দেখার।

অগ্নিকাণ্ডের পর। হাওড়ার একটি কারখানায়। শনিবার। –পিটিআই

নির্দেশিকায় কোচিংয়ের বয়ঃসীমা

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : অল্প বয়সে ইঁদুর দৌড়ের জাঁতাকলে পড়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয় বহু ছাত্রছাত্রী। সাফল্যের লক্ষ্য স্পর্শ করতে নামজাদা কোচিং সেন্টারগুলিতে ছোট থেকেই ভর্তি করিয়ে দেন অভিভাবকরা। অনেকসময় অতিরিক্ত চাপের ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে পড়ুয়ারা। এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি কোচিং সেন্টারগুলিতে ১৬ বছরের কমবয়সি পড়ুয়াদের ভর্তি করানো যাবে না বলেই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। আর এতেই আপত্তি তুলেছে কোচিং সেন্টারগুলি ও অভিভাবকদের একাংশ। শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটলে সেন্টারগুলি তৈরির প্রয়োজন হতো না বলেই মন্তব্য তাঁদের।

কোচিং সেন্টারগুলির জন্য অতিরিক্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। আবার অতিরিক্ত ফি নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। তাই সম্প্রতি বিশেষ নির্দেশিকা বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পরই কোচিং-এ ভর্তি করানো যাবে। সেখানে শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক হতে হবে। কোনও বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতি বা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না। কোচিং-এর নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ, সাপ্তাহিক ছুটি রাখা, কেরিয়ার গাইডেন্স ও কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

আপত্তি অভিভাবক মহলে

এই সিদ্ধান্তেই কোচিং সেন্টারগুলির বক্তব্য, পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য সঠিক রাখার দায়িত্ব বর্তায় সরকারের ওপর। অনেক ছাত্রছাত্রীর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিজস্ব লক্ষ্য রয়েছে। অথচ স্কুলগুলিতে পড়াশোনার মান ক্রমশ নিম্নমুখী। কোচিং সেন্টারগুলি রয়েছে বলেই ডাক্তারি, মেডিকেল সহ নানা প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলির জন্য তৈরি হওয়া যায়। স্কুলগুলিতে সেই ব্যবস্থা নেই।

রাজস্থানের কোটার একটি কোচিং সেন্টার হাজরা মোড়ে সদ্য তাদের শাখা খুলেছে। অতিস্বল্প সময়েই সেখানে পড়ুয়াদের রমরমা। সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা বা নিট, জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেইন ও অ্যাডভান্সড), জাতীয় মেধা অন্বেষণ বা এনটিএসই, অলিম্পিয়াড সহ বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি সেখানে করানো হয়। তাদের এক কর্মচারী প্রমোদ শর্মা বলেন, 'আমাদের প্রধান কার্যালয় আমাদের যে নির্দেশ দেবে সেইমতোই ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার যদি ঠিকমতো পড়াশোনার ব্যবস্থা করত তাহলে আমাদের কোচিং সেন্টার খুলতেই হতো না।'

এর অপর প্রান্তে দীর্ঘদিনের আরও একটি কোচিং সেন্টার রয়েছে। এখানেও বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অনুশীলন করানো হয়। এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার সুকুমার ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্র এভাবে সিদ্ধান্ত নিলে হয় না। আমাদের তরফ থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হবে। রাজ্য যে নির্দেশ দেবে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

অভিভাবকদের একাংশের বক্তব্য, স্কুলে পড়ার পরও বিভিন্ন বিষয়ে তৈরি হতে গেলে কোচিং দরকার। এক অভিভাবক বলেন, 'আমার ছেলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য এই ধরনের কোচিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে।' এদিকে আরেক অভিভাবক বলেন, 'সন্তানকে যোগ্য করে তুলতে আমরা এধরনের কোচিংয়ে ভর্তি করাই। কিন্তু এতটাই ফি নেওয়া হয় যে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে চালানো সম্ভব নয়।' কিছু কোচিং সেন্টারের আবার প্রশ্ন, এরকম অনেক কোচিং সেন্টার নানা জায়গায় গজিয়ে উঠেছে। সেখানে ১৬ বছরের কমবয়সিরা পড়ে। সেগুলি রোখা যাবে কি?

মাছের সন্ধানে। সিউড়ির তিলপাড়া জলাধারে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

ডিএস কলোনির শিশু উদ্ধার বিহারে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্রতিবেশীরা অভিযোগ জানিয়েছিলেন, ওই দম্পতি টাকার বিনিময়ে তাদের শিশু বিক্রি করে দিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার শিশুর বাবা অজয় পাসোয়ান ও দালালকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। শনিবার সকালে বিহার থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। এদিকে, শিশু বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মা রেণু পাসোয়ান। রেণুর বক্তব্য, 'আমার বাচ্চাকে বিক্রি করিনি। সংসারে অভাব ছিল, সেই কারণে এক আত্মীয়কে রাখতে দিয়েছিলাম। বিক্রির অভিযোগ ওঠার পর সন্তানকে নিয়ে আসা হয়েছে।' গোটা ঘটনায় প্রতিবেশীদের ওপর দায় চাপিয়েছেন রেণু। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, শিশুটিকে উদ্ধারের পর জলপাইগুড়ি জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। কমিটির চেয়ারম্যান মান্না মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শিশুটি বর্তমানে আমাদের হেপাজতে রয়েছে। তবে কতদিন থাকবে, সেটা তদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়।' এই শিশু বিক্রির ঘটনাটি কতটা সত্যি অথবা এই কাণ্ডে আরও কারা কারা জড়িত, সেই বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কোনওভাবে বিষয়টিকে হালকা করে দেখা হচ্ছে না।

২৩ ডিসেম্বর পুত্রসন্তান প্রসব করেন রেণু। ওই দম্পতির আগে থেকে দুই সন্তান রয়েছে। শিলিগুড়ির ডিএস কলোনিতে ভাড়ায় থাকে এই পরিবার। অভিযোগ, সংসারে অভাব ও অনটন থাকায় ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে শিশুটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। কয়েকদিন আগে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। বিষয়টি জানতে পেরে ডিসিপিইউ (ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট) জলপাইগুড়ির তরফে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অজয়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেইসঙ্গে দালালির অভিযোগে এক মহিলাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার এই বিষয়ে জানতে ডিসিপিইউর চেয়ারম্যান সুদীপ ভদ্রাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এদিকে, বিক্রির বিষয়টিকে ভুয়ো বলে দাবি করেছেন রেণু। তাঁর বক্তব্য, 'প্রতিবেশীরা শত্রুতার জেরে ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে।'

শুক্রবার ধৃতদের কোর্টে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ মেলে। শুক্রবার বিকেলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের একটি দল বিহারের উদ্দেশে রওনা দেয়। সেইমতো শনিবার সকালের মধ্যে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়।

নতুন মোড়

- এদিন শিশুর মায়ের দাবি, কোনও শিশু বিক্রি করা হয়নি
- অভাব থাকায় কয়েকদিন এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাখতে দিয়েছিলেন সন্তানকে
- প্রতিবেশীরা শত্রুতা করে শিশু বিক্রির ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ

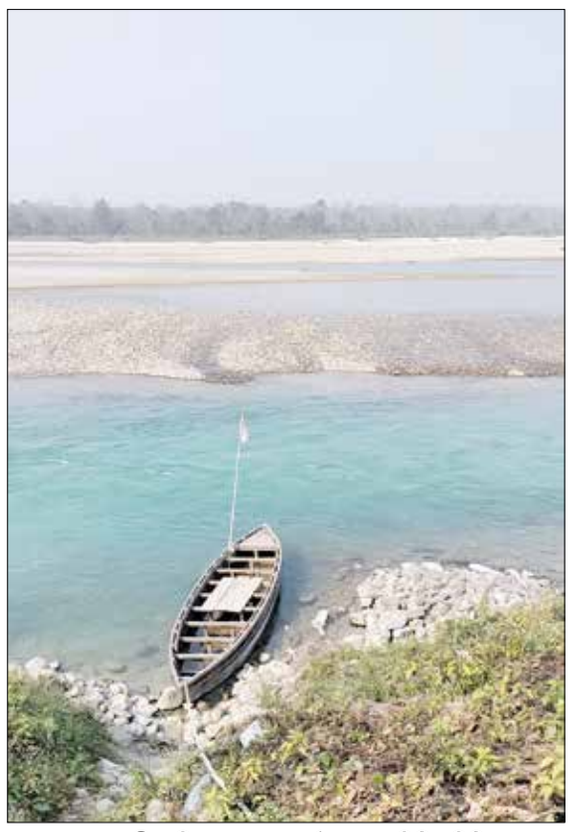

একাকী।। চিলাপাতায় তোর্ষার পাড়ে ছবিটি ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের চিন্ময় গোস্বামী।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অসমে বাস, ভোগান্তিতে পরীক্ষার্থীরা

শামুকতলা ও বারবিশা, ৩ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক চলাকালীনই যানবাহন সমস্যায় পড়তে হল আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দাদের। অসমে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচির জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে ২০টিরও বেশি বাস অসমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে শনিবার ছিল মাধ্যমিকের দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা। রাস্তায় বাস চলাচল কম থাকায় বিশেষ করে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। যদিও জেলার পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি, শিক্ষার্থীদের কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি। সোমবারের মধ্যেই বাসগুলি জেলায় ফিরবে।

শনিবার দুপুরে বেসরকারি বাসগুলো সারিবদ্ধভাবে বারবিশা থেকে অসমের দিকে চলে যায়। এর ফলে এদিন কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, কুমারগ্রাম সহ জেলার একাধিক রুটে পর্যাপ্ত বাস ছিল না। দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা শেষে বারবিশা থেকে দলদলি, শিববাড়ি, হেমাগুড়ি, ঘাকসাপাড়া, রাধানগর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বাড়ি ফিরতে সমস্যায় পড়ে। বাসে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে এমনকি বাদুড়ঝোলা হয়ে ফিরতে দেখা গিয়েছে। ভিড়ের চাপে বাসে উঠতে না পেরে পরীক্ষার্থীদের অনেকে বাড়তি টাকা খরচ করে ছোট গাড়ি করে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়েছে।

হেমাগুড়ির বাসিন্দা স্বপ্ননীল সরকারের কথায়, 'পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার বাস পাচ্ছিলাম না। টোটো ভাড়া করে বাড়ি ফিরেছি।' দলদলির পরীক্ষার্থী সুরজ সরকার পরীক্ষার পর বারবিশা বাসস্টপে প্রায় ৪০ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল।

নর্থ বেঙ্গল মোটর ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুশান্ত বসাক বলেন, 'পরীক্ষার্থীদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য পরীক্ষা স্পেশাল গাড়ি বাদ দিয়ে অন্য গাড়ি অসমে পাঠানো হয়েছে।'

ফিরলেন অঙ্গীরা

জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির রাজপথে প্যারেড করে জলপাইগুড়ির আদরপাড়ার বাড়িতে ফিরলেন অঙ্গীরা ঠাকুর। শনিবার ফুলের মালা পরিয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করেন আদরপাড়ার বাসিন্দারা। সঙ্গে ছিলেন পিডি উইমেন্স কলেজের ছাত্রীরাও।

সম্প্রতি প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির কর্তব্য পথে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির সামনে প্যারেডে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রসন্ন দেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী অঙ্গীরা। প্রায় এক মাস ধরে দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে প্রস্তুতিপর্ব চলে। অঙ্গীরার এই কৃতিত্বে খুশি তাঁর পরিবারের সদস্যরাও।

সাউন্ডবক্সে ক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : অনুকূল ঠাকুরের প্রপৌত্র অবিন দাদার জলপাইগুড়িতে আগমন নিয়ে শনিবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শহরের এবিপিসি ময়দানে। আর সেখানে সাউন্ডবক্স বাজানো নিয়ে আশপাশের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শেষপর্যন্ত জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্তর হস্তক্ষেপে সাউন্ডবক্স আর বাজানো হয়নি।

সমস্যা সমাধান

ক্রান্তি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শনিবার ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দপুরে সমস্যা সমাধান কর্মসূচি হয়। আধিকারিকদের সামনে পেয়ে কন্যাশ্রী ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন। প্রশাসনিক আধিকারিকরা সেগুলো নোট করে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, এডিএম তেজস্বী রানা প্রমুখ। এই কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

বিজেপির বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সরব তৃণমূল

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : জমি দখল কাণ্ডে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এবার উলটপুরাণ। এতদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাবতীয় জমি দখল কাণ্ডে অভিযোগ ছিল। এবার পালটা ঘাসফুল শিবিরের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়ের অভিযোগ, 'এখানে বিজেপি পঞ্চায়েতের শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দিকে দিকে জমি দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসছে। কোনওরকম দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। বেশ কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির মিতালি মালাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ওরা বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা করছে। আমি অন্তত কোনওদিন জমি নিয়ে বেআইনি কারবারকে সমর্থন করিনি। এসব বিষয়ে কিছু জানিও না। দুর্নীতি রয়েছে মনে হলে প্রশাসনকে বলে ব্যবস্থা নিক।'

গত কয়েকমাস থেকেই এই গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকজন

> বিজেপি পঞ্চায়েতের শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দিকে দিকে জমি দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসছে। কোনওরকম দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। বেশ কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **মনীষা রায়,** *সদস্য জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ*

বিজেপি জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে জমি কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে বিজেপি শিবিরেও অস্বস্তি রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক সরাসরি উপপ্রধান সুপেন রায়ের বিরুদ্ধে জমি কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগ করেছেন।

তৃণমূলের তরফে ঠাকুরনগর এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অভিনাশ রায় সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছে। অসুস্থ থাকার কারণে শনিবার উপপ্রধানের বক্তব্য মেলেনি। অভিনাশও অভিযোগ মানতে চাননি।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'বিজেপি কখনোই এসব কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না। তবে বিষয়টির খোঁজ নিয়ে দেখব। দোষ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'এটুকু বলতে পারি এতদিন যেটা দেখে এসেছি যাবতীয় অপকর্মের সঙ্গে তৃণমূলই জড়িত।'

গত কয়েক মাসে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঠাকুরনগর, পাপিয়াপাড়া, আদর্শপল্লি, ফাঁপড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় জমি দখল ও জমি সংক্রান্ত অবৈধ কারাবার হয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের নাম জড়িয়েছে। বিষয়টি লোকসভা ভোটের আগে পদ্ম শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

খোলা পণ্যবাহী গাড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রের পথে পরীক্ষার্থীরা। ছবি : সৌরভ রায়।

খোলামেলা গাড়িতে মাধ্যমিক দিতে যায় ওরা

ফাঁসিদেওয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : চা বাগানের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য নেই কোনও বাসের ব্যবস্থা। ফলে, শীতের সকালে কনকনে ঠান্ডায় রীতিমতো কাঁপতে কাঁপতে পণ্যবাহী খোলা গাড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রে গেল পরীক্ষার্থীরা। অভিযোগ, বাস বা অটোচালকরা পড়ুয়া দেখলে গাড়ি থামাতে চাননি। ফলে, বাধ্য হয়েই তাদের বাগানের দেওয়া গাড়িতে যেতে হল। পরীক্ষার মাঝে শুধু অসুস্থতার আশঙ্কাই নয়, একটি গাড়িতে প্রায় তিরিশজনের বেশি পরীক্ষার্থী একসঙ্গে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এভাবেই এদিন যাতায়াত করেছে। এদিন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে মাদাতি হিন্দি হাইস্কুলে এভাবেই দূরদূরান্ত থেকে পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিতে আসে। চলতি সপ্তাহের চা বাগান শ্রমিকরা সন্তানদের পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য বাস দেওয়ার দাবি জানান। এব্যাপারে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা বলেন, 'পরীক্ষার্থীদের জন্য বাস চালুর বিষয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এবং ফাঁসিদেওয়ার বিডিওকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন।'

শনিবার মাধ্যমিকে দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজির পরীক্ষা ছিল। প্রথম দিনই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পাহাড়ের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে রুম হিটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি বনাঞ্চলে হাতির উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে বন দপ্তর থেকে পড়ুয়াদের এসকর্ট করে সরকারি বাস বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিচ্ছে। সেখানে দুর্ভাগ্যের বিষয়, চা বাগানের শ্রমিকের সন্তানদের ঠান্ডায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে খোলামেলা গাড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হচ্ছে। সেন্ট পিটারস হাইস্কুলের বিবেককুমার দাস, সেন্ট মেরিস হাইস্কুলের রেশমা মুন্ডাদের পরীক্ষার সিট পড়েছে মাদাতি হিন্দি হাইস্কুলে। গুটিকয়েক বাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, এই দাবি জানিয়েছে ওরা।

পরিত্যক্ত বাজার সংস্কারের দাবি চম্পাসারিতে

নিবেদিতা দাস

মাটিগাড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : সকাল আটটা থেকে শুরু হয় বিকিকিনি, চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় এলাকার যানজটও। সবজি কিনতে রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়ি। ফলে দিনের বেশিরভাগ সময় এলাকা দিয়ে হাঁটা দায় হয়ে পড়ে নিত্যযাত্রীদের। এমনই অভিযোগে সরব শিলিগুড়ি সংলগ্ন চম্পাসারি দেবীডাঙ্গার বাসিন্দারা।

তাঁদের কথায়, '২০০৬ সালে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে দেবীডাঙ্গার বাজার এলাকায় ৩৬টি ঘর নিয়ে একটি বাজারের উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু সেই বাজার কখনও চালু হয়নি। বরং গত ১৭ বছর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে বাজারটি নতুন করে সংস্কার করলে সবার সুবিধে হবে। কমবে এলাকার যানজটও।'

একই বক্তব্য এলাকার ব্যবসায়ীদেরও। বাজার সংস্কার করা হলে ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন

> ব্যবসায়ী সহ স্থানীয়দের অভিযোগ আমি পেয়েছি। ইতিমধ্যে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বাজার সংস্কারের কথা চলছে।
>
> **হরি শর্মা,** *জনস্বাস্থ্য আধিকারিক মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতি*

বলে আশাবাদী তাঁরা।

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক হরি শর্মা বলেন, 'ব্যবসায়ী সহ স্থানীয়দের অভিযোগ আমি পেয়েছি। ইতিমধ্যে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বাজার সংস্কারের কথা চলছে। এছাড়া সম্প্রতি পরিত্যক্ত বাজার পরিদর্শন করতে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস এসেছিলেন। তিনিও আশ্বাস দিয়েছেন বিষয়টি দেখবেন।'

বাম আমলের মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত দেবীডাঙ্গাতে তৈরি হয়েছিল আস্ত একটি বাজার। কিন্তু সেটি আজও চালু হয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের কথায়, 'যাঁদের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তাঁরা বর্তমানে রাস্তার ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দোকান দিয়েছেন। ফলে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তৈরি বাজারের দোকানঘর নানাভাবে বেদখল হয়ে যাচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা রাজু রায় বলেন, 'সন্ধ্যা নামলেই পরিত্যক্ত বাজারে চলে মদ, গাঁজা, জুয়ার আসর। আবার অনেকেই কিছু দোকানঘরে ঘুঁটের বস্তা রেখে সেগুলি দখল করার চেষ্টা করছে।'

ওই বাজারের ঘরগুলিতে কোনও দোকানই বসে না। কিছু দোকানের শাটার নামানো থাকলেও বেশিরভাগ দোকানের ভেতরেই পড়ে থাকে আবর্জনা।

এলাকাবাসীর দাবি, ব্যবসায়ীদের জন্যে এই বাজারটি তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু রাস্তার উপর থেকে কখনও তাদের স্থানান্তর করাই হয়নি। বিষয়টি প্রশাসনকে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।

তৎপর পুলিশ

জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : শনিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন জলপাইগুড়ি পিডব্লিউডি মোড় থেকে প্রধান ডাকঘরের দিকে আসছিল একটি আর্থমুভার। ওই পথ ধরেই যাচ্ছিলেন ডিএসপি সদর ট্রাফিক অরিন্দম পাল চৌধুরী। তিনি গাড়িটি আটকে দেন এবং অন্যদিক দিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। কারণ, ওখানেই রয়েছে ফণীন্দ্র দেব ইনস্টিটিউশন। পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলের সামনে বহু অভিভাবক বসে থাকেন। তাই কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে তাঁর এই উদ্যোগ।

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ফের সরব গুরুং

নকশালবাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের উপর চাপ বাড়াতে একের পর ঘুঁটি সাজাচ্ছেন রাজ্যের শাসকদলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সদ্য পাঁচদিনের উত্তরবঙ্গ সফর সেরে কলকাতা ফিরেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে শুরু করেছেন ধর্না। রাজধানী শহরে যখন এভাবে ধীরে ধীরে ভোটের উত্তাপ বাড়ছে ঠিক তখনই নকশালবাড়িতে নির্বাচনি প্রচার শুরু করলেন গোর্খা জনমুক্তি নেতা বিমল গুরুং।

শনিবার নকশালবাড়ি ব্লকের বেলগাছি, জাবরা, নিরপানিতে প্রচার চালান তিনি। ছোট ছোট সভা করে স্থানীয়দের সঙ্গে জনসংযোগ সারলেন। তারই মধ্যে এদিন ফের গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুললেন তিনি। সভায় গুরুং জানান, ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ের মানুষের কঠিন পরিস্থিতি দেখেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলাম। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। এবার যারা আমাদের দাবি মানবে, লোকসভায় আমরা তাদেরই সমর্থন জানাব। গত সাড়ে তিন বছর ধরে গোর্খাল্যান্ডের জন্য বনে-জঙ্গলে কাটিয়েছি। এই লড়াইয়ে যখন ফল মেলার সময় এল তখন পাহাড়ের গুটিকয়েক নেতা সেই দাবি ভুলে নিজ স্বার্থে রাজনীতি শুরু করলেন। গোর্খাল্যান্ডের দাবি আদায়ে পাহাড়ের সব জনজাতিকে ফের এক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। গুরুং জানান, নির্বাচনে জিততে না পারলেও হারাতেও পারব। সভায় টেট কেলেঙ্কারি, একশো দিনের কাজে দুর্নীতি, আবাস যোজনায় কেলেঙ্কারি নিয়ে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করা হয়। তিনি জানান, আমরা যশবন্ত সিনহা, সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াকে জিতিয়েছি। কিন্তু রাজু বিস্টকে জেতাইনি। এদিন তিনি রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমাদের ছোট ভাবলে হবে না। একটা সভার অনুমতি দিলে পাহাড়ে এখনও আমি ঝড় তুলতে পারব।'

জাবরা মোড়ে বিমল গুরুংয়ের সভা

ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও এক

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : তরুণীকে দু'দিন আটকে রেখে ধর্ষণের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ফলে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ। শুক্রবার গভীর রাতে মানব রায় নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০ জানুয়ারি ফাঁকা বাড়ি থাকার সুযোগ নিয়ে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় পাঁচজনের যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি জানাজানি হতেই তরুণীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই দিন প্রথমে ওই তরুণীকে দুজন ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এরপর ২১ তারিখ পরপর তিনজন তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় দু'দিন ওই তরুণীকে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। যদিও তৃতীয় দিন শেষ রক্ষা হয়নি। ঘটনাটি জানতে পারেন স্থানীয়রা। ওইদিন তিন তরুণকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।

জানা গিয়েছে, সেই তিনজনকে আদালতে পাঠিয়ে নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুজনের বিষয়ে পুলিশ জানতে পারে। কয়েকদিন পর আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকেও পুলিশ হেপাজতে নেয় পুলিশ। অবশেষে শুক্রবার রাতে ধরা পড়ে পঞ্চমজন।

চিতাবাঘ ধরতে গাঁটের কড়ি খরচ গ্রামবাসীর

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : চিতাবাঘ ধরতে বসানো হবে খাঁচা। কিন্তু সেই খাঁচা আনার জন্য বন দপ্তরের কাছে গাড়ি নেই। গ্রামবাসীদের সেকথা জানিয়েও দিয়েছে বন দপ্তর। কিন্তু খাঁচা না পাতলে চিতাবাঘকে ধরা যাবে কী করে? বাধ্য হয়ে তাই চাঁদা তুলে গাড়িভাড়া করে গ্রামে খাঁচা আনলেন গ্রামবাসীরা।

তবে, শুধু খাঁচাই নয়, চিতাবাঘ ধরতে টোপের জন্য ছাগলও কিনলেন তাঁরা। সমস্ত কিছু নিজেরা আয়োজন করায় বন দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে।

বন দপ্তরের রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার প্রদ্যুৎ সরকার বলেন, খাঁচা আনার জন্য রেঞ্জে কোনও গাড়ি নেই। গাড়ির ব্যবস্থা করতে হলে কিছু সময় লাগত। কিন্তু গ্রামবাসীরা খাঁচা পাতার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীদের গাড়ি জোগাড় করতে বলা হয়েছিল। ছাগলও জোগাড় করতে বলা হয়।

বেশ কিছুদিন ধরে ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখালহাটের কুমারপাড়ায় চিতাবাঘের উপদ্রব বেড়েছে। গৃহস্থের উঠোনে এসে খুবলে খাচ্ছে বাছুর। বাড়ির চারপাশ দিয়ে আওয়াজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ। বাসিন্দারা বন দপ্তরের কাছে খাঁচা পাতার দাবি জানান। কিন্তু বন দপ্তর সাফ জানিয়ে দেয়, খাঁচা আনা এখনই সম্ভব নয়।

গ্রামবাসী আলিয়ার রহমান, মহম্মদ আশরাফুল বলেন, বন দপ্তর পারবে না বলেই আমরা চাঁদা তুলে চিতাবাঘ ধরার জন্য ৭০০ টাকা দিয়ে গাড়িভাড়া করি। ১০০০ টাকা দিয়ে ছাগল কিনে আনা হয়।

যাত্রী প্রতীক্ষালয় যেন অলিখিত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র

চোপড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও পরিষেবা প্রদানের জন্য নেই উপযুক্ত পরিকাঠামো। শুধু তাই নয়, কোথাও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোথাও বা ঘর ভাড়া করে চলছে পরিষেবা দেওয়ার কাজ। চোপড়ার দিঘি কলোনি এলাকার একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে দেড় বছর ধরে এভাবেই একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছে। স্থায়ী ঘর না হওয়া পর্যন্ত একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটির নিজেরই বেহাল অবস্থা থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে দিঘি কলোনির যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে নিয়ে আসা হয়। দেড় বছর ধরে সেখানেই চলছে পরিষেবা দেওয়ার কাজ। ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনৈক কর্মী দেবশ্রী সিনহা বলেন, 'ঘর না হওয়া পর্যন্ত সম্ভবত এখানেই পরিষেবা চালু রাখতে হবে। পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় উপভোক্তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।' পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান অবশ্য জানান, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জায়গা চিহ্নিত করে প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। অনুমোদন মিললেই কাজ শুরু হবে।

দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জানা গিয়েছে, এলাকায় আগে থেকে ৩৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। যে সমস্ত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৮ থেকে ১০ হাজার উপভোক্তা রয়েছে সেগুলির চাপ কমাতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় নতুন করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে। দেড় বছর আগে এরকম নতুন ১১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সেগুলির ঘরের কাজ চলছে। এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, এখনও কোনও কোনও কেন্দ্রের ঘর তৈরি হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই জোড়াতালি দিয়ে আপাতত পরিষেবা চালু রাখতে হয়েছে। উপভোক্তা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এদিকে, জমির সমস্যা নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জানা গিয়েছে, একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়তে অন্তত ২.৪ ডেসিমাল জমির দরকার। গ্রামীণ এলাকায় অনেকেই জমি দিতে রাজি না হওয়াতে দু'একটি জায়গায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে সব এলাকায় জমি মিলেছে ঘরের কাজ শুরু হয়েছে।

বিএমওএইচ ডাঃ রণবীর সাহার বক্তব্য, 'প্রথম দফায় একাধিক জায়গায় ঘরের কাজ শুরু হয়েছে। সমস্যা মিটিয়ে শীঘ্রই সেগুলি শেষ করা হবে।'

চোপড়ায় যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে চলছে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

বউকে ভালোবাসা (২০ জানুয়ারি)

স্ত্রী অসুস্থ। কিন্তু পরীক্ষা বলে কথা। তাতে বসা না হলে তো বছর নষ্ট। তাই স্ত্রীর হয়ে এক তরুণ কলেজে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাডমিট কার্ডের ছবিটাই যত গণ্ডগোল করল। সব কিছু ধরা পড়ে কেলেঙ্কারির একশেষ। এদিন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সিমেস্টারের তৃতীয় দিনে পাশকোর্সের পরীক্ষা ছিল।

অনিয়ম চলছেই (২৮ জানুয়ারি)

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে পুরসভার রাস্তা তৈরির অভিযোগে বালুরঘাটে উত্তেজনা ছড়াল। কাটমানির কারণেই বরাবরের পুরোনো এই রোগ কিছুতেই সারানো যাচ্ছে না বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। প্রতিবাদে শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা বিক্ষোভে শামিল হলেন। সবকিছু খতিয়ে দেখা হবে বলে পুরসভার আশ্বাস।

সুদিনের স্বপ্ন (২২ জানুয়ারি)

যেন উলটপুরাণ। বেআইনি কাজ করলেও দলীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। মালদায় কিন্তু অন্য ছবি। পুরাতন মালদা পুরসভা অফিসের সামনে বেআইনিভাবে পার্টি অফিস সহ দোকানঘর তৈরি হওয়ায় তৃণমূল কাউন্সিলার বশিষ্ঠ ত্রিবেদীকে পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ চিঠি দিলেন। শোকজের ঘটনায় চাঞ্চল্য।

তোলাবাজি (২৮ জানুয়ারি)

বাঘে ছুঁলে ১৮ ঘা আর পুলিশে ছুঁলে ৩৬। 'পুলিশ' শব্দটাই ভয় ধরানোর জন্য অনেক। আর তাই রায়গঞ্জ থানার আধিকারিক আর উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিক পরিচয়ে টাকা তোলা চলছিল। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এক গ্রামীণ চিকিৎসক ও এক মাছ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বেঁচে থাক সবার অধিকার

অনুপ দত্ত

যাদবপুরে পড়তে গিয়ে মালবাজারের এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। বেশ কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে চাঁচলের এক মেধাবী পড়ুয়ার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই র‍্যাগিংয়ের তত্ত্ব সামনে আসে। তবে কি ছোট জায়গার পড়ুয়াদের বড় জায়গায় গিয়ে উত্তরণের সম্ভাবনা নেই? নিশ্চয়ই আছে। এই লেখা তারই হদিস দেওয়ার চেষ্টা করল।

মালবাজারের অজ পাড়াগাঁ থেকে রেনেসাঁ দাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি নিয়ে পড়তে গিয়েছিলেন। বিশেষভাবে সক্ষম এই ছাত্রীটি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কিন্তু মাঝপথেই থেমে যায় রেনেসাঁর স্বপ্নপূরণ। ছুটিতে কলকাতা থেকে ফিরে গত ১৮ জানুয়ারি মালবাজারে দাদুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেদিন বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে রেনেসাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে রেনেসাঁকে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছিল। এক্ষেত্রেও ছাত্রীটি র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছিলেন। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্নাতকোত্তর এক ছাত্র ও এক গবেষক ছাত্র রেনেসাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে রেনেসাঁ মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এক সময় সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলে অভিযোগ। রেনেসাঁর মৃত্যু নিয়ে অতটা হইচই না হলেও বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। সেই তদন্ত কবে শেষ হবে, আর ঘটনার জন্য দায়ী অপরাধীরা সাজা পাবে কি না সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন রেনেসাঁকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হল? এর আগে চাঁচলের এক আদিবাসী তরুণ উত্তম মার্ডি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিলেন। কিন্তু কয়েদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরে তিনি আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ ওঠে। দেখা যাচ্ছে, ছোট এলাকার ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে অনেক সময় মানিয়ে নিতে পারছেন না। তাঁদের ভিতর ভয়ংকর রকমের মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছে। বিশ্বস্ত সহপাঠীর কাছেও নিজের ভিতরের মানসিক দংশন শেয়ার করতে পারছেন না। আবার পরিবারের কাছেও খোলাখুলি কিছু বলতে চাইছেন না। যার ফলে এক সময় হতাশ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন।

ছোট্ট গণ্ডির ভিতর থেকে গিয়ে বড় পরিসরে পড়লে মফসসলের ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা হীনম্মন্যতা সবসময় কাজ করে। তার উপর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় হলে তো কথাই নেই! আমার চেয়ে শহুরে ছেলেমেয়েরা অনেকটা এগিয়ে রয়েছে, এই ধারণা বড্ড প্রবল। পোশাক-আশাক, চাকচিক্য, শরীরী ভাষা, কথা বলার স্টাইল সব কিছু থেকেই তারা যেন পিছিয়ে রয়েছে, এমন ধারণা থেকেও মনের মধ্যে একটা মানসিক যন্ত্রণা তৈরি হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগায় শহুরে ছেলেমেয়েরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে এই মানসিকতা খুব কাজ করে। স্বাভাবিকভাবেই অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে জানতে পারলেই সেই ছাত্রছাত্রীকে নানাভাবে হেনস্তা করা হয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা এমনটা জেনেও কিছু না বলে ব্যাপারটা 'এনজয়' করেন। রেনেসাঁ বা উত্তমের মতো ছাত্রছাত্রীদের হেনস্তার পাশাপাশি নানাভাবে প্ররোচনা দেওয়া হয়।

এখানেই রেনেসাঁদের মতো ছাত্রীছাত্রীরা ভুল করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে এই প্ররোচনা থাকবেই। আমি সিনিয়ার হলে আমার র‍্যাগিংয়ের যেমন অধিকার জন্মায়, আমি শহুরে হলে মফসসলের ছেলেমেয়েদের হেনস্তা করার মনোভাব আমার যেমন থাকে, ধরে নেওয়া হয় ওরা একটু কম জানে তাই একটু চিমটি কাটি, এই মানসিকতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আগেও ছিল এখনও রয়েছে। কাজেই এগুলি সহজে বন্ধ হবে না। তাই এসবের মধ্যেই রেনেসাঁ, উত্তমদের প্ররোচনায় পা দিলে চলবে না। আমি কম, আমি পিছিয়ে আছি এই মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। মনের ভিতরে 'না মানিয়ে' নেওয়ার ভয়কে দূরে সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে টিকে থাকার লড়াই নিরন্তর চালিয়ে যেতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে তোমার বিদ্যাসাগর আর আমার বিদ্যাসাগরের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তুমি গুগল সার্চ করতে পারলে আমিও নেটের ব্যবহার জানি। তুমি কবীর সুমনের গান বললে আমি আব্বাসউদ্দিনের কথা মনে করিয়ে দিতে পারি। তুমি ভালোবাসার চোখে রক্ত ঝরালে আমি বারুদ ছুড়ে মারতে পারি। বুঝিয়ে দিতে হবে গণ্ডি বেঁধে মেধার পার্থক্য করা যায় না। গবেষক ছাত্র বা সিনিয়ার ছাত্রছাত্রী যিনিই হোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রেখেই তাঁদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে চলতে হবে। ভালোবাসার হাত বাড়ালে তাঁরা যদি ধরতে না চান তবে সেক্ষেত্রে গোলাপের স্টিক তো রয়েছেই।

পরিশেষে এটা বলাই যায়, আত্মহত্যা কোনও সমাধানের পথ নয়। সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলার মানসিকতায় ঘটাতে হবে উত্তরণ।

নিন্দিত হয় থ্রি ইডিয়টস

রাজকুমার হিরানি পরিচালিত 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমাটির বিষয়ে নতুন কিছুই বলার নেই। এই ছবিকে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম ক্লাসিক হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু অনেকেরই হয়তো জানা নেই এই সিনেমাও বিতর্কে জড়িয়েছিল। র‍্যাগিংয়ের মতো এক গুরুতর বিষয়কে খুব লঘু করে দেখানোর অভিযোগে আমির খান অভিনীত এই ছবির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। এর আগে হিরানির 'মুন্নাভাই এমবিবিএস' সিনেমাতেও র‍্যাগিংকে লঘু করে দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ তলা ভবনের কাজ প্রায় শেষের পথে। এটির কাজ শেষ হলে যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব আরও অনেকটা বেড়ে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সমস্যা বলতে এখানে ঢোকার রাস্তায় গত প্রায় ৩৫ বছর ধরে অনেকের ব্যবসা। গোটা ৪০ দোকানের ওপর অন্ততপক্ষে ২৫০ মানুষ নির্ভরশীল। উঠে যেতে হলে কোথায় যাবেন এই ভাবনাই এখন তাঁদের কুরে-কুরে খাচ্ছে।

আঁধারে আশা

দীপঙ্কর মিত্র

একদিকে আশার আলো। অন্যদিকে, আশঙ্কার অন্ধকার।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনির্মিত দশতলা ভবনের কাজ প্রায় শেষের পথে। যেভাবে কাজ চলছে তাতে ছয় মাসের মধ্যেই সবকিছু শেষ করা যাবে বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা। একবার ভবন চালু হয়ে গেলেই পড়াশোনা সংক্রান্ত কাজে তেড়ে উত্তরণ। এমনটা যদি কর্তৃপক্ষকে আশার অক্সিজেন জোটায়, একই ভবন কিন্তু প্রায় ২৫০ মানুষের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার মুখে প্রায় ৪০টি দোকান। প্রায় ৩৫ বছর ধরে এখানে ব্যবসা চলছে। এতদিন কিছু না বললেও এই ভবন পুরোদমে চালু হয়ে যাওয়ার পর এগুলিকে যে উঠিয়ে দেওয়া হবে তা এই ব্যবসায়ীরা বিলক্ষণ জানেন। আর জানেন বলেই আশঙ্কার চোরাস্রোত তাঁদের আজকাল প্রতিনিয়ত গিলে খাওয়া শুরু করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হওয়ার আগে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় যখন কলেজই ছিল সেই সময় রাস্তার পাশে থাকা ফাঁকা জমিতে প্রায় ৪০টি দোকান গজিয়ে ওঠে। দোকানগুলির তালিকায় কী নেই! চা-মিষ্টি সহ খাবার হোটেল, বইপত্র, জামাকাপড় সেলাইয়ের দোকান। এতদিন মোটামুটি ব্যবসা চলেছে। কিন্তু এখন সব বদলে যেতে বসেছে। যাটোর্ধ্ব ক্ষুদিরাম পাল প্রায় ৩৫ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে চা ও খাবারের হোটেল চালাচ্ছেন। এই ব্যবসায় দুই ছেলে বাবাকে সহযোগিতা করেন। হঠাৎ করেই পরিবারে আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় প্রৌঢ় আতঙ্কিত, 'আমাদের এই ব্যবসার ওপর পরিবারের সাতজন নির্ভরশীল। শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবন চালু করা হলেই আমাদের তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা কোথায় যাব? নতুন জায়গায় গিয়ে যে ভালো ব্যবসা হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?' বছর পঞ্চাশের অমর সরকারও একই সমস্যায়। তিনি এই জমিতে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জামাকাপড় সেলাইয়ের ব্যবসা চালাচ্ছেন। এই দোকানই তাঁর পরিবারের ছয়জনকে ভরসা জোগায়। অমর আশঙ্কায়, 'জানি না কী হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের পাশে না দাঁড়ায়, আমরা যে খুবই সমস্যায় পড়ব তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই।'

ঠিক কোথায় সমস্যাটি লুকিয়ে? আসলে সবই ভোটের রাজনীতি। এই যে এখানে বেআইনিভাবে দোকান বসানো হচ্ছে তা কি প্রশাসনের জানা ছিল না? ঠিকই ছিল। কিন্তু ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকার সুযোগ নিয়েই এখানে এই বেআইনি কারবারের বাড়বাড়ন্ত। দিনের পর দিন এলাকায় জায়গা দখল হয়েছে। দোকান বসেছে। এমনও হয়েছে যে, জায়গা দখল করে অনেকে তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। সবই ঠিক ছিল। কিন্তু রায়গঞ্জ কলেজ বিশ্ববিদালয়ের তকমা পাওয়ার পর থেকেই সমস্যা শুরু হয়। সমস্যা যে বড়সড়ো হবে তা অনেকদিন থেকেই আশঙ্কা হয়ে দেখা দিচ্ছিল। এবারে সত্যিই দিয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির স্বার্থে এখান থেকে দোকানপাট তোলা ছাড়া কোনও উপায় নেই বলে কর্তৃপক্ষ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা তা জানেন। সমস্যা সৃষ্টি যে হয়েছে তা তাঁরা ঠিকমতোই বোঝেন। কিন্তু মন যে যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, 'আমাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে। ব্যবসা করার জন্য আমরা করও দিই। আমাদের এখান থেকে তোলা কী এতটাই সহজ!'

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অবশ্য একটি সুরাহা দিচ্ছেন, একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করে সেখানে এই ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে রাস্তা দখলদারির সমস্যাও মিটবে, পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের কিছু টাকা আয়ও হবে। তবে এই পরামর্শের একটি শর্তও আছে। ওই কমপ্লেক্সের দোকান কিনে নিতে হবে। ব্যবসায়ীরা দোকান নিয়ে তা ফেলে রাখতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য এখনই এবিষয়ে কিছু ঘোষণা করতে চাইছে না।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি ডঃ দেবাশিস বিশ্বাস বলছেন, 'সমস্যাটি যে বড়সড়ো তা ব্যবসায়ীরা ভালোমতোই জানেন। আবার এটাও ঠিক যে, এই দোকানগুলিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। আশা করছি, সদর্থকভাবেই সমস্ত সমস্যা মেটানো যাবে।' কিন্তু কীভাবে সমস্যা মিটবে তা এই মুহূর্তে পরিষ্কার নয়।

আমাদের এই ব্যবসার ওপর পরিবারের সাতজন নির্ভরশীল। শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবন চালু করা হলেই আমাদের তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা কোথায় যাব?
–ক্ষুদিরাম পাল *ব্যবসায়ী*

জানি না কী হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের পাশে না দাঁড়ায় আমরা যে খুবই সমস্যায় পড়ব তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই।
–অমর সরকার
ব্যবসায়ী

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থও দেখতে হবে। কর্তৃপক্ষ আমাদের সহযোগিতা চাইলে আমরা পাশে আছি।
–অতনুবন্ধু লাহিড়ি
সম্পাদক, রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন

আশার আলো।। রাজারহাটের রাম মন্দিরে এই ভিড়ই পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশা জোগাচ্ছে।

শিবশংকর সূত্রধর

জেলায় আগে কয়েকটি রাম মন্দির ছিল। গত এক মাসে কোচবিহারে নতুন করে আরও পাঁচটি রাম মন্দির গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজারহাটে এমন এক মন্দিরের উদ্বোধনও হয়েছে। এই মন্দির তো বটেই, আগের মন্দিরগুলিতেও বেশ ভিড় স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

পর্যটনেও সহায় রাম

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে রামনবমী পালন করার প্রবণতা বহুগুণ বেড়েছে। শেষ তিন-চার বছর ধরে রামকে নিয়ে যতটা উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে এক দশক আগেও তা দেখা যায়নি। অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন তো কোচবিহারের অলিগলিতে রামের পুজো হয়েছে। এক মাসের মধ্যে কোচবিহারে পাঁচ-পাঁচটি রাম মন্দির গড়ে উঠছে। রাজস্থানের শিল্পীরা অযোধ্যার মন্দিরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সেগুলি তৈরি করছেন। ইতিমধ্যেই কোচবিহার শহর সংলগ্ন রাজারহাটে একটি রাম মন্দিরের উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। উৎসুক অনেক মানুষই মন্দিরে যাচ্ছেন। বছরে অন্তত একবার করেও যদি সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করে বড় পুজো বা মেলার আয়োজন করা হয় তাহলে সেখানে অর্থনীতির একটি বড় ভূমিকা রাখতে মন্দিরগুলি সক্ষম হবে। সংশ্লিষ্ট মহলের এমনটাই ধারণা।

কোচবিহারের মহারাজারা বরাবরই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁদের হাত ধরেই ৫০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন বড়োদেবীর পুজো শুরু হয়। এমনকি কোচবিহারের নানা প্রান্তে মহারাজারা বেশ কিছু মদনমোহনবাড়ি তৈরি করেছেন। মদনমোহনকে রাজপরিবারের কুলদেবতা বলা হয়। মন্দিরগুলি পুজোর জন্য তো বটেই বর্তমানে পর্যটনস্থল হিসেবেও সুনাম কুড়োচ্ছে। এই মন্দিরগুলি কোচবিহারের পর্যটনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। এবার ধীরে ধীরে সেই ধর্মীয় পর্যটনে রাম মন্দির ঢুকে পড়ছে। রাম মন্দির নিয়ে বর্তমান সময়ে যে উন্মাদনার পারদ তুঙ্গে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক কোচবিহার শহর সংলগ্ন রাজারহাটের ছড়ারকুঠিতে রাম মন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন। কয়েকদিন সেখানে পুণ্যার্থীর ঢল ছিল। এখনও প্রতিদিনই সেখানে পুণ্যার্থীদের আনাগোনা দেখা যায়। ওই চত্বরের মানুষ তাঁদের এলাকায় আগে কখনও রাম মন্দির পাননি। ফলে নতুন মন্দিরকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যেও উৎসাহ রয়েছে।

ঘোকসাডাঙ্গায় হাসপাতাল মোড়ে ইতিমধ্যেই একটি রাম মন্দিরের কাজের সূচনা হয়েছে। সেখানে মন্দির তৈরির কাজ চলছে । মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কের এলংমারিতেও জোরকদমে মন্দির নির্মাণ চলছে। বলরামপুর, দেওয়ানহাটেও রাম মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ রয়েছে। মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা বলছেন, ভক্তি তো বটেই গ্রামীণ অর্থনীতিতেও এই মন্দিরগুলি সক্রিয় ভূমিকা নেবে। কিন্তু কীভাবে? তাঁদের যুক্তি, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও রামনবমী। বছরে অন্তত দুটি সময়েও যদি পাঁচটি মন্দির এলাকায় পুণ্যার্থীর ঢল নামে তাহলে তাঁকে কেন্দ্র করেই সেখানে ছোটখাটো মেলা বসে যাবে। সেখানে দোকানপাটও বসবে। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে খেলনার দোকান। পুজোর সামগ্রী বিক্রেতা এমনকি পোশাকের দোকানও বসবে। এই মন্দিরগুলি সকলেরই রোজগারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে। তাই রাজনীতির বেড়াজাল কিংবা ধর্মীয় মেরুকরণের বদলে রাম মন্দিরগুলিতে পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়ানোই সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলির এখন মূল লক্ষ্য।

জেলাতে পুরোনো কয়েকটি রাম মন্দির রয়েছে। কোচবিহার শহরের জামাইবাজারে হনুমানের বড় মূর্তির পাশে একটি রাম মন্দির রয়েছে। তবে সেটি প্রচারের আড়ালেই থাকে। বক্সিরহাটের শিবগঞ্জ বাজারে আরেকটি মন্দির রয়েছে। পুরোনো এই মন্দিরটিতে আগের তুলনায় পুণ্যার্থীদের আনাগোনা বেড়েছে। মেখলিগঞ্জ শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাজার এলাকায় প্রায় ৬৫ বছরের পুরোনো রাম মন্দির রয়েছে। মাথাভাঙ্গা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি হনুমান মন্দির ছিল। বর্তমানে সেখানে রামেরও পুজো হয়। তবে আগে থেকে থাকা এই মন্দিরগুলিতে বর্তমানে ভক্তদের সংখ্যা তুলনায় অনেকটাই বেশি।

জোর কটাক্ষ
(৩১ জানুয়ারি)

আয় বাড়াতে কোচবিহার পুরসভা কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তা আবার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের একদম নাপসন্দ। তাঁর অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী আপাতত কর বৃদ্ধির ওই প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিয়েছেন। পরে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এ নিয়ে অভিজিৎকে 'কলির কালিদাস' বলে কটাক্ষ করেন।

মদের মাহাত্ম্য
(২২ জানুয়ারি)

মদ খাওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রীর কাছে ২৩০ টাকা চেয়েছিল। তা না পাওয়ায় ওই ব্যক্তি নিজেদের দুই মেয়ের সামনেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে মারে। দলগাঁও চা বাগানের গাড়ি লাইনের এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মা কোথায়?
(৩০ জানুয়ারি)

এক মাস ধরে মায়ের খোঁজ নেই। হয়তো অনেকেই জানে কিন্তু ছোটর সমস্যা মেটাতে বড়দের কোনও গরজই নেই। সমস্যা মেটাতে আট বছরের মেয়ে শামুকতলা থানায় গিয়ে হাজির। 'আমার মাকে খুঁজে এনে দাও না' বলে তার আবদার শুনে পুলিশকর্মীদের আক্কেল গুড়ুম। তবে সমস্যা মেটাতে তাঁরা জোরকদমে আসরে নেমে পড়েছেন।

আবারও সেই
(২৮ জানুয়ারি)

কিছুদিন আগে রাজগঞ্জে মান-অভিমানের জেরে স্বামী-স্ত্রীর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। জলপাইগুড়ি সদরের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বস্তি এলাকাতেও একই ঘটনা ঘটল বলে মনে করা হচ্ছে। তরকারিতে স্বামী জল ঢেলে দেওয়ার পর স্ত্রীর গলায় ফাঁস দেওয়া মৃতদেহ উদ্ধার। পরে ওই রান্নাঘরেই একই অবস্থায় স্বামীর মৃতদেহও মেলে।

আদরের জের
(৩১ জানুয়ারি)

শিলিগুড়িতে পথকুকুরের দৌরাত্ম্য আজকের নয়। সমস্যা মেটাতে পুরকর্মীরা কাজে নেমেছেন, কুকুর ধরছেন। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে এক কুকুরকে ধরার পর তাঁরাই সমস্যায়। 'এ কুকুর সে কুকুর নয়, এ কুকুর ভালো', বলে এক মহিলা খাঁচার দরজা খুলে দিতেই সেই কুকুর হাওয়া। ছড়াল ক্ষোভ।

স্কুলে স্কুলে কুইজে ব্যাপক সাড়া

কোচবিহার, ৩ ফেব্রুয়ারি : শনিবার থেকে রাজ্যের উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শুরু হল কুইজ কনটেস্ট। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের তরফে যার নাম দেওয়া হয়েছে আনন্দ পরিসর। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এই কনটেস্ট শুরু হবে। প্রতি মাসের প্রথম শনিবার রাজ্যের সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষকরা এই কনটেস্ট করবেন। যারা ভালো ফল করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে, দেওয়া হবে সার্টিফিকেটও। এই কুইজ কনটেস্টকে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

মূলত পড়ুয়াদের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। স্কুলগুলিতে লেখাপড়ার পাশাপাশি সারাবছর ধরেই এই কুইজ কনটেস্ট চলবে। এ বিষয়ে ৩১ জানুয়ারি রাজ্য সমগ্র শিক্ষা মিশন থেকে জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনগুলিতে নির্দেশিকা পৌঁছায়। তিনটি বিভাগে এই কনটেস্ট হবে। প্রথম বিভাগে প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। তাদের টপিক থাকবে, নো ইওর সারাউন্ডিংস অর্থাৎ এলাকাকে জানো। দ্বিতীয় বিভাগ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। তাদের বিষয় থাকবে, নো ইওর স্টেট অর্থাৎ রাজ্যকে জানো। তৃতীয় বিভাগ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। তাদের বিষয় থাকবে, নো ইওর কান্ট্রি অর্থাৎ দেশকে জানো। কনটেস্ট লিখিত হবে, নাকি মৌখিক, তা সংশ্লিষ্ট স্কুল ঠিক করবে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগের জন্য গোটা রাজ্যে প্রতি মাসে একই প্রশ্ন থাকবে। কিন্তু প্রথম বিভাগের কনটেস্ট যেহেতু জেলাভিত্তিক, সেকারণে প্রশ্নও জেলাভিত্তিক হবে। প্রতিটি বিভাগের জন্য রাজ্যের তরফে ৫০টি করে প্রশ্ন পাঠানো হবে। স্কুলগুলি সেখান থেকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী ২০টি প্রশ্ন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই কনটেস্ট করবে। প্রতি মাসে কনটেস্টের জন্য প্রশ্নপত্র আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার স্কুলগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কনটেস্টের দিন সন্ধ্যার দিকে অথবা রবিবার সকালে স্কুলগুলিতে কুইজের সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দেবে রাজ্য। স্কুলগুলি সেই উত্তর মিলিয়ে দেখবে। এভাবেই সারাবছর প্রতি মাসে স্কুলগুলিতে এই কুইজ কনটেস্ট অর্থাৎ আনন্দ পরিসর চলবে।

যদিও প্রশ্ন উঠেছে, প্রতি মাসের প্রথম শনিবার করে এই কনটেস্ট হলে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এ মাসের ১০ তারিখে কেন হচ্ছে। এ বিষয়ে রাজ্য সমগ্র শিক্ষা মিশনের কোচবিহার জেলার এডিইও সুদীপ বন্দো জানান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে যেহেতু প্রতিটি জেলায় একই প্রশ্ন, সে কারণে নিয়ম মেনে এদিন থেকে শুরু হচ্ছে। কিন্তু প্রথম বিভাগে যেহেতু প্রতিটি জেলার জন্য আলাদা প্রশ্ন। তাই সেই প্রশ্ন জেলাগুলিতে এখনও এসে পৌঁছায়নি বলে দেরি করে শুরু হচ্ছে। তবে আগামী মাস থেকে সারা রাজ্যে প্রথম বিভাগের কুইজ কনটেস্টও মাসের প্রথম শনিবারেই হবে। তবে যে স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার ভেনু পড়েছে এদিন সেসব স্কুলে এই কনটেস্ট হয়নি।

কীভাবে চলবে

- প্রতিটি বিভাগের জন্য রাজ্যের তরফে ৫০টি করে প্রশ্ন পাঠানো হবে
- স্কুলগুলি সেখান থেকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী ২০টি প্রশ্ন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই কনটেস্ট করবে
- প্রতি মাসে কনটেস্টের জন্য প্রশ্নপত্র আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার স্কুলগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে

রাস্তার খানাখন্দ নিয়ে ক্ষোভ চাকুলিয়ায়

৩০ বছর আগে শেষ সংস্কার

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি : চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াবস্তি থেকে গোছড়া মোড় পর্যন্ত দেড় কিমি রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে প্রচুর খানাখন্দে গোটা রাস্তা ভরে গিয়েছে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে রাস্তাটির সংস্কারের উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। চাকুলিয়া পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন অবশ্য দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'রাস্তাটি একশো দিনের কাজের প্রকল্পে ঢালাই করার পরিকল্পনা রয়েছে। এখন ফান্ড না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে।'

খানাখন্দ ভরা রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, পুয়ার, ছ'ঘরিয়া, কালিয়ারা, ঢাকনিয়া, গোছড়া, বালিগোড়ার মতো সাত-আটটি গ্রামের মানুষ এই রাস্তাটির ওপর নির্ভরশীল। সেদিক দিয়ে বিচার করলে রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সেদিকে কোনও নজরই নেই প্রশাসনের। প্রায় তিরিশ বছর আগে রাস্তাটার ওপর একবার বেডমিশালি ফেলা হয়েছিল। সেই শেষ। এর মধ্যে অনেক নেতা-মন্ত্রী বদল হয়েছেন। কিন্তু রাস্তার অবস্থা একই রয়ে গিয়েছে। সংস্কারের অভাবে কোথাও পাঁচ ফুট, কোথাও আবার হাঁটুসমান গর্তের মরণফাঁদ সৃষ্টি হয়েছে। ভাঙছে গাড়ির যন্ত্রাংশ।

স্থানীয় হজরত আলি বলেন, 'আমরা শুনেছি, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে রাস্তাটার ওপর একবার বেডমিশালি ফেলা হয়েছিল। সেটা ছিল বাম আমল। দুঃখের বিষয়, সরকারের পালাবদলের পরও রাস্তার অবস্থার কোনও বদল ঘটেনি। ভেবেছিলাম, তৃণমূল সরকারের আমলে রাস্তা পাকা করা হবে। কিন্তু কোথায় কী?' যাতায়াত করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়ছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের আরও অভিযোগ, ভারী বর্ষা শুরু হলে রাস্তার একাংশ জলের তলায় ডুবে যায়। রাস্তাটা আলাদা করে চেনার উপায় থাকে না। গ্রামের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। জল নেমে না যাওয়া পর্যন্ত এভাবেই দিন কাটাতে হয়।

চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলমের কথায়, 'সাধারণ মানুষের কথা ভেবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সবুজ সংকেত পেলে কাজ শুরু করা হবে।' গোয়ালপোখর-২ বিডিও শ্যাম মণ্ডল খোঁজ নিয়ে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

শোচনীয় দশা

- চাকুলিয়ার নয়াবস্তি থেকে গোছড়া মোড় পর্যন্ত দেড় কিমি রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ
- তিন দশক আগে শেষবার বেডমিশালি ফেলা হয়েছিল
- প্রধান জানান, ফান্ডের জন্য রাস্তার কাজ আটকে রয়েছে

জানেন কি

টেকটনিক প্লেটের কারণে মাউন্ট এভারেস্ট প্রতি বছর হাফ ইঞ্চি লম্বা হয়ে যায়।

পরীক্ষা দিয়ে ডিম, ভাতের খোঁজে মা ক্যান্টিনে

সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেই সাতসকালে বাড়ি থেকে বের হতে হচ্ছে। সেই সময় তাদের ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া হয়নি। এই অবস্থায় মা ক্যান্টিন তাদের কাছে ভরসার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শনিবার দুপুরে মেখলিগঞ্জ পুরসভার কথা ও গান ভবনে চলা মা ক্যান্টিনে গিয়ে সেখানে এমন বহু পরীক্ষার্থীকে দেখা গেল। তাদের কেউ টোটোতে বসে তো কেউ দাঁড়িয়েই খাবার খাচ্ছিল। পরীক্ষার সময় এভাবে এগিয়ে না নিয়ে আসা হলে পরীক্ষার্থীদের অনেকটাই সুবিধা হত বলে মেখলিগঞ্জের নাগরিক কমিটির সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টশালীর মতো অনেকের ধারণা।

মা ক্যান্টিনে এদিন যাদের খেতে দেখা গিয়েছে তাদের কেউ বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নবীনচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের, তো কেউ ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সীতানাথ হাইস্কুলের ছাত্র। প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে তাদের সিট পড়েছে। ভোটবাড়ি সীতানাথ হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সিট মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে। অন্যদিকে ফুলকাডাবরি নবীনচন্দ্র হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীদের সিট ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়েছে।

পরীক্ষার্থীরা জানাল, তাদের এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নেই। সময়মতো পরীক্ষার হলে ঢুকতে তারা কেউ সকাল ৭টা কেউবা তারও আগে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। সেই সময় তাদের ভালোমতো খাওয়া হয়নি। তাই পরীক্ষা শেষ হতেই খাবার জন্য মা ক্যান্টিনে এসেছে সবাই।

অসম-অযোধ্যা আস্থা স্পেশাল ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ৩ ফেব্রুয়ারি : অসম থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য আস্থা স্পেশাল ট্রেন চালাবে আইআরসিটিসি। রামলালার মন্দির দর্শনের জন্য এই আস্থা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা বলে জানা গিয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল সওয়া নয়টা নাগাদ নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে এই স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রা শুরু করবে। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে স্টপ রয়েছে সকাল এগারোটায়। আর এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিটে নিউ কোচবিহার স্টেশনে। এনজেপিতে ট্রেন পৌঁছাবে তিনটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে। নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ১৩২ জন যাত্রী টিকিট বুকিং করেছেন। একইরকমভাবে নিউ কোচবিহার থেকে ১৮৬ জন ও এনজেপি থেকে ১৪৬ জন যাত্রী টিকিট কেটেছেন।

যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে স্টেশনে হেল্প ডেস্ক, মেডিকেল টিম ছাড়াও ট্রেনে স্পেশাল এসকর্ট টিম থাকার কথা রয়েছে। এছাড়া, বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করবে আইআরসিটিসি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিসিএম অঙ্কিত গুপ্তা বলেন, 'পাঁচটি আস্থা স্পেশাল ট্রেন চলবে। ৫ ফেব্রুয়ারি নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত একটি ট্রেন চলাচল করবে।'

আঁকা প্রতিযোগিতা

কিশনগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : সড়ক নিরাপত্তা মাসে কিশনগঞ্জ জেলা পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে শনিবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। দপ্তর চত্বরে প্রতিযোগিতায় জেলার বহু স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। জেলায় গত ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সড়ক নিরাপত্তা মাস পালিত হচ্ছে। এব্যাপারে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রায় প্রতিদিনই দপ্তর থেকে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হচ্ছে বলে জেলা পরিবহণ আধিকারিক অরুণ কুমার জানান। এদিন রেডক্রসের ব্যবস্থাপনায় অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সড়ক দুর্ঘটনায় কীভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্তকে সাহায্য করা যায় সে বিষয়ে জলরঙে ছবি আঁকতে দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন স্থানাধিকারীকে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির পর এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও সমস্ত প্রতিযোগীদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

মেঘলা দিনে তাজমহল দর্শনে ভিড় পর্যটকদের। শনিবার আগ্রায়। -পিটিআই

প্রাচীরহীন কলাবাড়ি স্কুলে রোজ হাতির ভয়

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : সীমানা প্রাচীরের নাম নেই। জঙ্গল থেকে অবাধে স্কুলে ঢুকছে হাতি। ভাঙছে মিড-ডে মিল তৈরির রান্নাঘর। পরিস্থিতি এমন যে মিড-ডে মিলের চাল-ডাল রাখতে হচ্ছে পড়ুয়াদের ক্লাসঘরে। হাতির ভয়ে অনেক সময় শিক্ষকরা স্কুল ছুটি দিতে বাধ্য হন। বাচ্চাদের জঙ্গলের পাশে স্কুলে পাঠিয়ে দিনভর চিন্তায় থাকেন বাবা-মায়েরা। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতে কলাবাড়ি ফরেস্ট ভিলেজ প্রাইমারি স্কুলের এই সমস্যা নতুন নয়। সীমানা প্রাচীর, পানীয় জল, শৌচাগারের সমস্যায় জর্জরিত স্কুল। সামনেই কলাবাড়ি বনাঞ্চল। হাতি, চিতা, বাইসন সহ নানা বন্যপ্রাণীর বাস এখানে। এমন সংবেদনশীল এলাকায় থাকা স্কুলে সীমানা প্রাচীর না থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। এ ব্যাপারে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা বলেন, 'স্কুলের অভিযোগগুলি সম্পর্কে জানি। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি কাজ বার্ষিক পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে। দ্রুত সেগুলি শুরু হবে।' তিনি এর বেশি আর কিছু জানাতে চাননি।

স্থানীয়রা জানান, ১৯৮৫ সালে কলাবাড়ি বনাঞ্চলেই স্কুলটি তৈরি হয়েছিল। তারপর থেকে স্কুলের উন্নয়নে কারও কোনও নজর নেই। সকালে এখানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলে। দুপুরে হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা। দৈনিক বহু কচিকাঁচার আসা-যাওয়া। দুজন শিক্ষক দিয়ে চলছে স্কুল। তাঁদেরই একজন

> আমরা দুই শিক্ষক বাচ্চাদের নজরে রাখি। সীমানা প্রাচীরের জন্য বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছি।
>
> **অনিল তামাং** *প্রধান শিক্ষক*

সুভাষ সুব্বা জানান, এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই আদিবাসী ও নেপালি। সবাই মোটামুটি দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। সকালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আর দুপুরে মিড-ডে মিল খেয়ে স্কুলেই বাচ্চাদের দিন কাটে। সামনের জঙ্গলেই দিনদুপুরে হাতি ঘোরে। স্কুলের পাশের রাস্তা ট্র্যাক্টর সহ ভারী যানবাহন চলে।

এজন্য অবিলম্বে স্কুল চত্বরে সীমানা প্রাচীর তৈরি জরুরি। প্রধান শিক্ষক অনিল তামাং জানান, আগেও বহুবার হাতি স্কুলে ঢুকে মিড-ডে মিলের ঘর ভেঙেছে। আমরা দুই শিক্ষক বাচ্চাদের নজরে রাখি। স্কুল ছুটি হলে জঙ্গল পথে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়। সীমানা প্রাচীরের জন্য বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছি। স্কুলের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী জ্যোতি কয়রালা জানান, শুধু সীমানা প্রাচীরই নয়, কয়েক দশক ধরে শৌচাগার, পানীয় জলেরও সমস্যা রয়েছে। আয়রনযুক্ত জলেই সবাইকে পান করতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সীতারাম দাহাল জানান, আটের দশকে স্কুলটি তৈরি হয়েছিল। গরিব ঘরের বাচ্চারাও এখানে পড়াশোনা করে। মাঝেমধ্যে দিনদুপুরেই হাতির উপদ্রব চলে। বহু মানুষের প্রাণও গিয়েছে। পড়ুয়াদের সুরক্ষায় স্কুলে প্রশাসনের উদ্যোগে দ্রুত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ জরুরি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য প্রদীপ রাই জানান, এমন সমস্যার জন্য কয়েক বছর আগে স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরিকাঠামোর অভাবে অনেকেই বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতেই চাইছেন না। এনিয়ে একাধিকবার গ্রামসভায় বলা হয়েছে। কেউ কোনও ব্যবস্থাই নিতে চাইছেন না।

অদিতির টুইটে বিরোধ জল্পনা

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না মঞ্চ এড়িয়েই চলেছেন অভিষেক। কলকাতার এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য শনিবার সব সাংসদকে দিল্লি থেকে চলে আসতে বলা হয়েছিল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কিন্তু ধর্নার ধারেকাছে পা মাড়াননি। উলটে তাঁর পিসতুতো বোন অদিতি গায়েনের টুইটে জল্পনা উসকে উঠেছে যে, শীর্ষ নেতৃত্বে সমস্যা তৈরি হয়েছে। অদিতি লিখেছেন, 'যোগ্য ব্যক্তিরা স্থান পায় না, অযোগ্যদের দিয়ে ঘর সাজায়।'

কিছুদিন ধরে মমতা ও অভিষেকের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্যের জল্পনা চলছে। সেই জল্পনা জোরালো হওয়ার কারণ মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচি অভিষেকের এড়িয়ে চলা। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে কয়েক মাস লাগাতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। দিল্লিতে গিয়েও আন্দোলন করেছেন। অথচ কলকাতার কর্মসূচিতে তাঁকে দ্বিতীয় দিনেও দেখা গেল। তার মধ্যে অদিতির টুইটে বিরোধ বেআব্রু হল বলে দলের মধ্যে চর্চা চলছে।

অদিতি এখন তৃণমূলের আইটি সেলের অন্যতম কর্মকর্তা। তিনি মমতার আস্থাভাজন, স্নেহভাজনও বটে। মমতা তাঁকে পুণ্যি নামে ডাকেন। অদিতি অভিষেকেরও খুব স্নেহভাজন। সে কারণেই তাঁর টুইট এখন দল ছাপিয়ে নেট পরিসরেও প্রবল চর্চায়।

আজ মৃত পড়ুয়ার বাড়িতে সুকান্ত

মালদা, ৩ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চমের ছাত্রী খুনের ঘটনায় শনিবারও তোলপাড় মালদা শহর। এলাকাবাসী সহ একাধিক সংগঠনের তরফে এদিনও শোক মিছিল, মৌন মিছিল করা হয়। রবিবার সকাল সোয়া ১০টা নাগাদ মৃত পড়ুয়ার বাড়ি যাবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

অন্যদিকে ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী জানিয়েছেন, 'রবিবার মালদায় তদন্তে আসছ জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই মামলাটি গ্রহণ করা হয়েছে।'

এদিকে খুনের ঘটনায় ধৃত তরুণ এখনও পুলিশের হেপাজতে রয়েছে। সূত্রের খবর, দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তদন্ত। তবে খুনে ব্যবহৃত ধারাল অস্ত্রের খোঁজ মেলেনি এখনও।

শিশু খুনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'আমি আগামীকাল ওই শিশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে মালদা যাচ্ছি। উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একজন শিশুর মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। এমন খুনের ঘটনা ঘটছে, আর উনি সফরে গিয়ে মিষ্টি বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। এটা কি ওনার কাজ?'

দেবের পদত্যাগ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : একদিনে তিন সরকারি পদ ছাড়লেন তারকা সাংসদ দেব। ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। পদত্যাগপত্রে তিনি দায়িত্ব ত্যাগের কোনও কারণ উল্লেখ করেননি। তাতে আলোচনা শুরু হয়েছে, তবে কি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি না লড়ার ইঙ্গিত দিলেন?

এ ব্যাপারে দেবের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তৃণমূলের পক্ষ থেকেও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তাঁকেই আবার লোকসভা নির্বাচনে ঘাটালে প্রার্থী করতে আগ্রহী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন সময় সেই আভাস দিয়েছেন তিনি। এমনকি, দেবকে তাঁর কেন্দ্রে বিরক্ত না করার জন্য তৃণমূল নেত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কিছুদিন আগে। তারপর দেবের একসঙ্গে এই তিন পদে ইস্তফা রহস্য তৈরি করল।

জেলার খেলা

৬ গোল এসএসবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পিসি মিত্তাল, সুলোচনা দেবী আগরওয়াল ও গুরুদাসী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবলে শনিবার এসএসবি ৬-১ গোলে উল্কা ক্লাবকে হারিয়েছে। এসএসবি-র ম্যাচের সেরা অজিত জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোলগুলি জিৎকুমার সিং, রণদীপ দাস, মিন্টু শইকিয়া জাংখোপাও থুংলাংয়ের। উল্কার গোলস্কোরার আমন থাপা। সোমবার খেলবে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও ওয়াইএমএ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন অজিত।

সেলাই প্রশিক্ষণ

কিশনগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ সেক্টরের এসএসবি-১২ ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে নেপাল সীমান্তের মোহামারি বিওপিতে এক মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল।

শনিবার এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এসএসবি ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের আধিকারিক শ্রী কাইখো শিবিরে অংশ নেওয়া ৪০ জন মহিলার হাতে প্রমাণপত্র তুলে দেন।

শিবিরের প্রশিক্ষক রঞ্জনি কুমারী জানান, এই ট্রেনিং নিয়ে মহিলারা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবেন। সেক্ষেত্রে এসএসবি তাঁদের সবরকমভাবে সাহায্য করবে।

রেললাইনে ঝাঁপ

রায়গঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত। পাত্র-পাত্রীর বাড়িতে আয়োজনের তোড়জোড়ও শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেন পাত্রী। হবু স্ত্রীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন পাত্র। এই ঘটনায় শনিবার রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আত্মঘাতী তরুণের মা। ঘটনার কথা চাউর হতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জ শহরে।

মৃত তরুণের নাম সাহিল কুমার (২৩)। বাড়ি পঞ্জাবের ফাজিলগাঁও জেলার জেলালাবাদ গ্রামে। রায়গঞ্জ শহরের সুপার মার্কেট এলাকায় একটি নামী সেলুনে কর্মরত ছিলেন তিনি। এদিন বিকেলে সেলুনের মালিক অনুপ দে ও কর্মী অভিযুক্ত তরুণীর বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সাহিলের মা সন্তোষ রানি। সন্তোষদেবীর অভিযোগ, আমার ছেলেকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা হাতিয়ে আত্মহত্যা প্ররোচনা দিয়েছে ওই তরুণী। আমি চাই, অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।'

রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত তরুণের মা। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তরুণের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

কোচবিহার রাজবাড়িতে বেড়াতে এসে হতাশ পর্যটকরা

সংস্কারের নাম করে ৮ মাস বন্ধ গ্যালারি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩ ফেব্রুয়ারি : সংস্কার করা হবে। এই অজুহাতে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়িতে গত ৮ মাস আগে বন্ধ করা হয়েছিল অ্যানথ্রোপোলজির দুটো গ্যালারি। তারপর থেকে গ্যালারি দুটি একইভাবে পড়ে রয়েছে। গ্যালারি দুটি সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই। রোজ রাজবাড়ি ঘুরতে আসা পর্যটকরা জাদুঘরের অন্যতম গ্যালারি দুটি বন্ধ থাকায় হতাশ হয়ে পড়ছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও হেলদোল নেই রাজবাড়ির জাদুঘরের দায়িত্বে থাকা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের আধিকারিকদের। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

এই ব্যাপারে রাজবাড়ির মিউজিয়ামের ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের আধিকারিক নীতীশ সাক্সেনাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

১৮৮৭ সালে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে শহরের কেশব রোডের ধারে তৈরি হয় রাজবাড়ি। এরপর ১৯৫০ সাল নাগাদ কোচবিহারের রাজ আমলের অবসান হয়। এরপর ১৯৭০ সালে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর মাঝে ১৫-২০ বছর রাজবাড়িটি অবহেলায় অনাদরে পড়ে ছিল। এরপর বিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ রাজবাড়িটি অধিগ্রহণ করে। রাজবাড়ির প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে একবিংশ শতকের শুরুতে রাজবাড়ির চারটি ঘরে জাদুঘর খোলা হয়। দিনে দিনে পর্যটকদের কাছে জাদুঘরের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলায় পরে তা ৮টি ঘরে করা হয়। এর মধ্যে এক থেকে ছয় নম্বর পর্যন্ত ঘর রাজবাড়ির নীচতলায় ও দুটি ঘর উপরে দোতালায় রয়েছে।

জাদুঘরের এক নম্বর ঘরটি দরবার রুম, দুই নম্বর ঘরটি হচ্ছে বিলিয়ার্ড রুম। ঘরটিতে এখনও বিলিয়ার্ড বোর্ড রয়েছে। তিন ও চার নম্বর ঘরটি হচ্ছে অ্যানথ্রোপোলজি ঘর। এই ঘর দুটিতে রাভা, টোটো, মেচ, লেপচা, রাজবংশী সহ স্থানীয় বিভিন্ন আধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত মাছ ধরার সামগ্রী, শিকার করার তিরধনুক, বর্শা, বাদ্যযন্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে রান্না, গৃহস্থালির কাজে লাগা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র রয়েছে। পাঁচ ও ছয় নম্বর ঘর দুটিতে বিভিন্ন প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। ওপরের সাত নম্বর ঘরটি হচ্ছে রাজ গ্যালারি। এখানে রাজাদের আমলের বিভিন্ন কাপ, গ্লাস, মেডেল, কয়েন তৈরির ডাইস, চামচ, আয়না, আর্মি মেডেল সহ বিভিন্ন জিনিস রয়েছে। নয় নম্বর ঘরটি অস্ত্র গ্যালারি। আট নম্বর ঘরটি অবশ্য বন্ধ রয়েছে। এই অবস্থায় রাজবাড়ি ও জাদুঘরের টানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সহ দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটক রাজবাড়িতে বেড়াতে আসেন। অথচ গত প্রায় এক বছর ধরে গ্যালারি দুটি বন্ধ থাকায় তা দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন পর্যটকরা।

ধুবড়ি থেকে আসা তাপস রায় নামে এক পর্যটক বলেন, 'ছয় মাস আগে এখানে ঘুরতে এসেছিলাম। তখনও গ্যালারি দুটি বন্ধ দেখে জানতে চেয়েছিলাম, বলেছিল সংস্কার হচ্ছে। এবারও এসে বন্ধ দেখে জিজ্ঞাসা করায় কর্তৃপক্ষ একই কথা জানায়, সংস্কারের জন্য বন্ধ রয়েছে।'

ক্যানসার প্রতিরোধ

কিশনগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : রবিবার রাষ্ট্রীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস। এই উপলক্ষ্যে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ৪-১০ ফেব্রুয়ারি নিঃশুল্ক ক্যানসার প্রতিরোধ পরামর্শ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার জেলার সবক'টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে রাষ্ট্রীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস পালিত হবে বলে জেলার নতুন সিভিল সার্জন ডাঃ মনজর আলম জানিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে জেলায় প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে।

টুকরো খবর

নমোর মঞ্চে নবীন

বিজেপি ও কংগ্রেসের থেকে সমদূরত্ব নীতি বজায় রাখতে ভালোবাসেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নে তিনি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মঞ্চ ভাগাভাগি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না সেটা শনিবার প্রমাণ হয়ে গেল। এদিন ওডিশার সম্বলপুরে ৬৮,৪০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মোদি। হাজির ছিলেন নবীন। পরে একটি জনসভায় মোদি অন্তর্বর্তী বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি কৃষক এবং মেষপালকদের জীবনের মানোন্নয়নের কথা জানান। কীভাবে তাঁর সরকারের আমলে কৃষকদের জীবন উন্নত হয়েছে সেকথাও জানান মোদি। এদিনও কংগ্রেসকে নিশানা করতে ভোলেনি মোদি।

নীতীশের হাতেই স্বরাষ্ট্র

জমানা বদলালেও বিহারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হাতেই থাকল। মাঝের কয়েকটা বছর বাদ দিলে কখনও বিজেপি, কখনও আরজেডির হাত ধরে ২০০৫ সাল থেকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসে রয়েছেন নীতীশ কুমার। সেই থেকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র, সাধারণ প্রশাসন, ভিজিল্যান্স, ক্যাবিনেট কোঅর্ডিনেশন এবং নির্বাচনের মতো দপ্তরগুলি তাঁর হাতেই রয়েছে। এনডিএ-তে ফিরে আসার পর সেই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। শনিবার বিহারের নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন নীতীশ। ২০২০ সালে সরকার গঠনের সময় যে ফর্মুলায় দপ্তর ভাগ করা হয়েছিল এবারও সেই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী পেয়েছেন অর্থ, স্বাস্থ্য এবং ক্রীড়া দপ্তর।

কোর্টে গেল ইডি

পরপর পাঁচবার ইডির সমন এড়িয়ে গিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাই এবার কেজরির বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হল ইডি। অভিযোগ আবগাড়ি নীতি কাণ্ডে পাঁচবার তাঁকে সমন পাঠানো হলেও আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো ইডি দপ্তরে হাজিরা দেননি। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে এই মামলা হয়েছে। বুধবার ইডির এই মামলা শুনবে বিচারপতিরা।

সাফাই সিবিএসই-র

নবম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে 'ডেটিং' সংক্রান্ত পাঠ দেওয়ার যে খবর ছড়িয়েছিল তাকে ভুল ও ভিত্তিহীন বলে জানাল সিবিএসই। বোর্ড বলেছে যে অধ্যায়গুলির কথা বলা হয়েছে সেটি 'এ গাইড টু সেলফ অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট' নামক বইয়ের। সিবিএসই কোনও বই প্রকাশ করে না।

মহাসভার মামলা

শাহাজাহানের মৃত্যু উপলক্ষ্যে তাজমহলে উরস অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তাজমহলের ভিতর এই অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে হিন্দু মহাসভা। শনিবার আগ্রার একটি আদালতে ওই মামলা দায়ের হয়েছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের আওতায় থাকা কোনও সৌধে এইধরনের অনুষ্ঠান করা যায় না বলে জানিয়েছে হিন্দু মহাসভা।

পুজোয় রাহুল। শনিবার দেওঘরে বাবা বৈদ্যনাথ ধাম মন্দিরে।

মোদির ঘোষণায় আপ্লুত লৌহপুরুষ

আদবানিকে ভারতরত্ন

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত কর্পুরি ঠাকুরকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করে ওবিসি ভোটব্যাংককে কবজা করার প্রক্রিয়া আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবার বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকে ভারতরত্ন দেওয়ার কথা ঘোষণা করে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি এবং এনডিএ-র অন্দরে বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে নিজের রাজনৈতিক গুরুকে ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। মোদি লিখেছেন, 'আমার জানাতে খুব আনন্দ হচ্ছে যে শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানিকে ভারতরত্ন দেওয়া হবে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি এবং এই সম্মান পাওয়ার জন্য ওঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি।' প্রধানমন্ত্রীর মতে, 'আমাদের সময়ের অন্যতম শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ভারতের উন্নয়নে ওঁর অবদান অনেক।' আদবানিকে ফোন করে ভারতরত্ন পাওয়ার কথা নিজেই জানান মোদি। পরে প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে অভিনন্দন জানিয়ে আসেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর ঘোষণার পরই রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে আদবানিকে ভারতরত্ন দেওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

এদিন দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পাওয়ার কথা জানতে পেরে রীতিমতো আপ্লুত আদবানি। ৯৬ বছর বয়সি প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'বিনম্রভাবে আমি ভারতরত্ন সম্মান গ্রহণ করছি। এটা শুধু ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং যে মতাদর্শ এবং নীতিসমূহকে আমি সারা জীবন অনুসরণ করে চলেছি সেগুলিকেও সম্মান দেওয়া হয়েছে। স্বয়ংসেবক হিসেবে আরএসএসে যোগ দেওয়ার সময় থেকে দেশের জন্য শুধু কাজ করতে পারি, এই পুরস্কারই চেয়েছি।' আদবানির মেয়ে প্রতিভা এবং ছেলে জয়ন্তও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাগত জানিয়েছেন।

আদবানিকে শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদির। -ফাইল চিত্র

> 'বিনম্রভাবে আমি ভারতরত্ন সম্মান গ্রহণ করছি। এটা শুধু ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং যে মতাদর্শ এবং নীতিসমূহকে আমি সারা জীবন অনুসরণ করে চলেছি সেগুলিকেও সম্মান দেওয়া হয়েছে।
>
> **লালকৃষ্ণ আদবানি**

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, মোদির এই ঘোষণা গত ১০ বছর ধরে আদবানিকে উপেক্ষা করার ক্ষতিপূরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। মোদি ক্ষমতায় আসার পর আদবানিকে বিজেপির মার্গদর্শক মণ্ডলীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাম রথযাত্রা করে অযোধ্যার রাম মন্দির আন্দোলনে গতি এনেছিলেন যে লৌহপুরুষ তাঁকে রাম মন্দিরের উদ্বোধনে প্রথমে ডাকাই হয়নি। পরে তিনি আসবেন বলে জানালেও ২২ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে আদবানি অনুপস্থিত ছিলেন। বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা, ২০১৪-র পর থেকে বিজেপিতে মোদি যেভাবে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন তাতে ক্রমশ ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন আদবানি। বিজেপি ও এনডিএ-তে যাঁরা বাজপেয়ী-আদবানি শিবিরের নেতা হিসেবে পরিচিত তাঁরা মোদি জমানায় ক্রমশ কোণঠাসা হয়েছেন। কিন্তু ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করে সেই সমস্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভের ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছেন নমো। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীকে ২০১৫ সালেই ভারতরত্ন দিয়েছিল মোদি সরকার।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও স্বাগত জানিয়েছেন কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে। তবে কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিতের খোঁচা, 'আদবানিকে কিছুটা দেরিতে স্মরণ করল বিজেপি। তারা আগে আদবানির সঙ্গে যা করেছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।' বিআরএস নেত্রী তথা তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেসিআরের মেয়ে কবিতা দাবি করেছেন, আদবানিকে ভারতরত্ন দিয়ে বিজেপির অ্যাজেন্ডাগুলি সম্পূর্ণ হল।

উপকূলরক্ষীদের নিয়ে প্রশ্ন তুলল মালদ্বীপ সরকার

মালে, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভারত বিরোধিতায় ধাপে ধাপে সুর চড়াচ্ছে মালদ্বীপ সরকার। মালদ্বীপে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে যুক্ত ভারতীয় সেনাকে সরাতে চাপ বাড়ানোর পর এবার দ্বীপদেশের জলসীমায় এদেশের উপকূলরক্ষীদের বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগ করেছে মালে। সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বুধ ও বৃহস্পতিবার মালদ্বীপের বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় ঢুকেছিলেন ভারতীয় নিরাপত্তাকর্মীরা। এজন্য মালদ্বীপের জেলে নৌকা ব্যবহার করেছেন তাঁরা। এ সংক্রান্ত ছবি তাঁদের হাতে এসেছে বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, নৌকাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলির নাম আসুরুমা ৩, নিরু ৭, মাহোয়ারা ৩। কাছেই ভারতীয় বাহিনীর একটি জাহাজকে দেখা গিয়েছে। কী কারণে ভারতীয়রা মালদ্বীপের জলসীমায় ঢুকেছিলেন ভারতের কাছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে বলে মালের তরফে জানানো হয়েছে।

যদিও শনিবার পর্যন্ত এই ব্যাপারে এদেশের বিদেশ বা প্রতিরক্ষামন্ত্রক কোনও বিবৃতি জারি করেনি। মালদ্বীপের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় উপকূলরক্ষীরা ২টি নজরদারি জাহাজের সদস্য। চলতি টানাপোড়েনের মধ্যেই ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার নিয়ে ফের সরব হয়েছে মালদ্বীপ। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, মালেতে মোতায়েন ভারতীয় সেনাদের সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে দিল্লিতে দু'পক্ষের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। সেখানে স্থির হয়েছে, ১০ মার্চের মধ্যে সেনাপ্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ১০ মে'র মধ্যে মালদ্বীপ ছেড়ে সব ভারতীয় সেনাকর্মী চলে যাবেন।

'আমি তো বেঁচে আছি' পুনম পান্ডে

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : সদ্য ফিরে এসেছেন মগনলাল মেঘরাজের ডেরা থেকে। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে ফেলুদাকে সাহস জোগাতে আকাশে দুহাত ছুড়ে জটায়ু বললেন, 'আমি তো বেঁচে আছি, অক্ষত!' অনেকটা সেই ঢঙেই শনিবার সমাজমাধ্যমে ভিডিও ভাগ করে অভিনেত্রী পুনম পান্ডে জানিয়ে দিলেন, তিনি মারা যাননি। তিনি বেঁচে আছেন। জরায়ুমুখ ক্যানসার সম্পর্কে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই নাকি মৃত্যুর গুজবটা

সচেতনতা বাড়াতেই কি মৃত্যুর ভুয়ো খবর

ছড়ানো হয়েছিল!

শুক্রবার জরায়ুমুখ ক্যানসারে পুনম পান্ডের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ছড়িয়েছিল সমাজমাধ্যমে। সর্বভারতীয় সমাজমাধ্যমেও খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। পুনমের ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তো বটেই, এমনকি তাঁর ম্যানেজার পারুল চাওলাও ৩২ বছর বয়সি অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবরটি স্বীকার করে নেন। অভিনেত্রীর অকালমৃত্যুতে তোলপাড় হয় বলিউড। পুনমের মৃত্যুসংবাদে সমবেদনা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন কঙ্গনা রানাওয়াত থেকে অনুপম খেরের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

যদিও পুনমের অকালমৃত্যুর খবরে সন্দেহপ্রকাশ করেছিলেন কেউ কেউ। তাঁরা বলেছিলেন, জরায়ুমুখ ক্যানসারের জন্য সাধারণত রোগীর এভাবে আচমকা মৃত্যু হয় না। তাছাড়া কয়েকদিন আগেই গোয়া ভ্রমণের ছবি এবং ভিডিও ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছিলেন পুনম।

অবশেষে নাটকে যবনিকা পতন। ভুয়ো খবর ছড়ানোর ২৪ ঘণ্টা পরে প্রকাশ্যে এসে পুনম জানিয়ে দিলেন, তিনি 'বেঁচে আছেন'। শনিবার সকালে নিজের ইনস্টাগ্রাম থেকে ছোট্ট একটি ভিডিও ভাগ করে তিনি জানিয়েছেন, তিনি বেঁচে আছেন। আসলে মৃত্যু নিয়ে এই লুকোচুরির নেপথ্যে ছিল অন্য কারণ। জরায়ুমুখের ক্যানসার নিয়ে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মহিলাদের এই টিকার কী প্রয়োজনীয়তা সেটাই জানাতে এহেন 'কৌশল' নীলছবির অভিনেত্রীর।

ন্যায় যাত্রায় আমন্ত্রণ নেই অখিলেশের

লখনউ ও রাঁচি, ৩ ফেব্রুয়ারি : রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় কংগ্রেসের নীচুতলার সংগঠন চাঙ্গা হচ্ছে বলে দাবি করছেন দলের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু তাতে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরের অশান্তি ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব দাবি করেছেন, 'আমাকে এখনও পর্যন্ত ন্যায় যাত্রার শরিক হওয়ার আমন্ত্রণ পাঠায়নি কংগ্রেস। অনেক বড় অনুষ্ঠানেই আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় না।' উত্তরপ্রদেশে সম্প্রতি একতরফাভাবে ১৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেন অখিলেশ। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট আলোচনা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই সপা যেভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে তাতে অসন্তুষ্ট হয় হাত শিবির।

সম্প্রতি তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, তাঁকে ন্যায় যাত্রায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এবার অখিলেশও এই অভিযোগ তুললেন। রাহুল অবশ্য বারবার দাবি করেছেন, ইন্ডিয়া জোট অটুট রয়েছে। শনিবার ঝাড়খণ্ডের দেওঘর থেকে যাত্রা শুরু করেন তিনি। সেখানে বৈদ্যনাথ ধামে পুজোও দেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। ঝাড়খণ্ডে বিজেপি যেভাবে তাঁদের সরকার ফেলার চেষ্টা করেছিল এদিনও তার সমালোচনা করেন রাহুল। গোড্ডায় এক সমাবেশে তিনি বলেন, বিজেপি ঝাড়খণ্ডের মানুষের সরকার চুরি করতে চেয়েছিল। কিন্তু মানুষ এই চেষ্টা রুখে দিয়েছে।

ইস্তফা পঞ্জাব রাজ্যপালের

অমৃতসর, ৩ ফেব্রুয়ারি : পঞ্জাবের রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বনোয়ারিলাল পুরোহিত। পঞ্জাবের পাশাপাশি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রধান প্রশাসকের পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পাঠানো চিঠিতে ইস্তফার কারণ ব্যক্তিগত বলে জানিয়েছেন পুরোহিত।

পঞ্জাবে আপ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যপালের সঙ্গে তাদের টানাপোড়েন চলছে। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের অভিযোগ, বিধানসভায় পাশ হওয়া বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল আটকে রেখেছেন রাজ্যপাল। পুরোহিতের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার। ১০ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ বিধানসভায় পাশ হওয়া ৫টি বিলে সম্মতিদানে দেরি করায় রাজ্যপালের সমালোচনা করেছিল। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, রাজ্যপাল বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল অনির্দিষ্টকাল ফেলে রাখতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত কারণের কথা জানালেও পুরোহিতের ইস্তফা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। ৩ বারের সাংসদ পুরোহিত পঞ্জাবের আগে তামিলনাড়ু ও অসমের রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছেন।

আস্থাভোটে থাকতে অনুমতি হেমন্তকে

রাঁচি, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষায় নামছেন ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। তার আগে শনিবার রাজ্যের শাসক জোটকে স্বস্তি দিল রাঁচির বিশেষ আদালত। ইডির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আদালত জেলবন্দি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে আস্থাভোটে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। বিজেপি যাতে কোনওভাবেই ঘোড়া কেনাবেচা করতে না পারে সেইজন্য জেএমএম-কংগ্রেসের ৩৯ জন বিধায়ককে ইতিমধ্যে হায়দরাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজীব রঞ্জন। তিনি বলেন, 'ঝোলা থেকে বিড়াল শেষপর্যন্ত বেরিয়েই পড়ল। রাজ্যের নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্যই হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই কারণে একজন বিধায়ককে আস্থাভোটে অংশ নিতেও বাধা দেওয়া হয়েছে। আমরা গোড়া থেকেই বলছি, গোটা প্রক্রিয়াটির নেপথ্যে অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে।' সোমবার বেলা ১১টায়

বিধানসভায় আস্থাভোট হবে। ভোটাভুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিধানসভায় থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। হেমন্ত বর্তমানে বিরসা মুন্ডা কারাগারে বন্দি। শনিবার তাঁকে ইডি দপ্তরে একপ্রস্থ জেরা করা হয়।

৮১ আসনের ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় শাসক জোটের হাতে রয়েছে ৪৮ জন বিধায়ক। অপরদিকে বিজেপির হাতে আছে ২৬ জন বিধায়ক, আজসুর হাতে আছে ৩ জন বিধায়ক। নির্দল সহ অন্যদের হাতে রয়েছে ৩ জন বিধায়ক। একটি আসন ফাঁকা রয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে হায়দরাবাদ থেকে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে রাঁচি আসবেন ৩৯ জন বিধায়ক। এদিকে নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল বলেছেন, 'হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে ১০টিরও বেশি ভিত্তিহীন মামলা রুজু করা হয়েছে। উনি যাতে লোকসভা ভোটের আগে জেলের বাইরে আসতে না পারেন সেইজন্য ওই মামলাগুলি করা হয়েছে। ইতিহাসে এই প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে থাকা কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে জমি দুর্নীতিতে হেমন্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার সঙ্গে ওঁর কোনও সম্পর্ক নেই।'

জলের খোঁজে... শনিবার চিকামাগালুরুর নেতেকেরেহেলি গ্রামে।

সাধপূরণে স্বামীকে চাপ বিচ্ছেদে সায় কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : স্বামীর তেমন আর্থিক সামর্থ্য নেই। তবু স্ত্রী নিজের সাধ মেটাতে টাকার জন্য জ্বালিয়ে মারেন স্বামীকে। সাধ্যের বাইরে গিয়ে স্ত্রীর সাধপূরণ করার চাপ সহ্য হয় না তাঁর। মানসিক উদ্বেগ ও অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করেন স্বামী। স্ত্রীর মানসিক অত্যাচার থেকে বাঁচতে বিচ্ছেদ চেয়ে আদালতে গিয়েছিলেন স্বামী। তাঁর আর্জিতে আগেই সায় দিয়েছিল নিম্ন আদালত। নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন স্ত্রী। দিল্লি হাইকোর্টও নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখে বিচ্ছেদে সায় দিয়েছে।

দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি সুরেশ কুমার কাইত এবং বিচারপতি নীনা বনশল কৃষ্ণার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, স্বামীর সাধ্যের বাইরে স্ত্রীর উদ্ভট স্বপ্ন দেখা এবং তা পূরণের জন্য স্বামীর ওপর চাপ সৃষ্টি

করা মানসিক নির্যাতনের সমান। এটা কাম্য নয়। কারণ, তা বিষিয়ে দেয় দাম্পত্য সম্পর্ককে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগে এই বিবাহবিচ্ছেদে সায় দিচ্ছে আদালত।

হাইকোর্টের আরও পর্যবেক্ষণ, সংসারে সুখশান্তি বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলা উচিত। পারিবারিক আয়ের দিকে না তাকিয়ে স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে ইচ্ছামতো দাবি করতে থাকেন, তাহলে যৌথ জীবনের আর কোনও অর্থ থাকে না। সেক্ষেত্রে মানসিক স্থিরতা বজায় রাখতে বিবাহবিচ্ছেদই একমাত্র উপায়।

উচ্চ আদালত জানিয়েছে, যুবকের সাংসারিক অভিজ্ঞতা শোনার পর তাদের উপলব্ধি, স্ত্রীর আদৌ মানিয়ে নেওয়ার মতো মানসিকতা নেই। এই বিচ্ছেদ দুজনের পক্ষেই স্বস্তিদায়ক হবে।

তথ্য তালাশ

মূল্যবান নেট

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ছাড়া একধাপ এগোনোও অসম্ভব। মানুষের এই প্রয়োজনীয়তাকে নজরে রেখে সংস্থাগুলিও উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছে মাসিক নেট খরচ।তবে মাসে সবচেয়ে কম নেট খরচ লাগে ইউক্রেনে। তালিকায় ভারতের স্থান তৃতীয়।

১. ইউক্রেন :	৪৮৬.৩৮ টাকা
২. রাশিয়া :	৪৯৮ টাকা
৩. ভারত :	৬৯১.৩৯ টাকা
৪. রোমানিয়া :	৭৬১.১১ টাকা
৫. ভিয়েতনাম :	৮১১.৭৪ টাকা

টিন্ডার না কিন্ডল ভ্রান্তিবিলাস সুপ্রিম বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ই-বুক রিডার 'কিন্ডল'-এর কথা কে না জানে! ডিজিটাল বই পড়তে এর জুড়ি নেই। কিন্ডলের সাহায্যে নামীদামি প্রকাশকের সদ্যপ্রকাশিত বই থেকে শুরু করে দুষ্প্রাপ্য বহু বই পড়ে ফেলা বইপোকাদের কাছে এখন জলভাত। সেই কিন্ডলকেই ডেটিং অ্যাপ 'টিন্ডার'-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেললেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমার। তাঁর কথা শুনে হাসির রোল উঠল ভরা আদালতকক্ষে।

সম্প্রতি সারা দেশে গ্রামীণ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে চলাকালীন কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বিক্রমজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

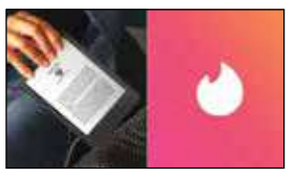

ই-লাইব্রেরি এবং পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাইজেশনের বিষয়ে পরিকল্পনার কথা আদালতকে জানাচ্ছিলেন।

তখন ই-বুক নিয়ে বিক্রমজিৎকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার। তিনি জানতে চান, 'ডিজিটাল রিডারে যেখানে নতুন পাতা ওলটানোর আনন্দ এবং অনুভূতি পাওয়া যায়, সেটাকে কী বলা হয়? টিন্ডার?'

'টিন্ডার' একটি ডেটিং অ্যাপ। জীবনসঙ্গী খোঁজার ডিজিটাল মাধ্যম। এটা পরিষ্কার, বিচারপতি কুমার 'কিন্ডল'-এর কথা বলতে গিয়ে ভুল করে 'টিন্ডার'-এর কথা বলেছিলেন। ভুল ধরিয়ে দিয়ে বিক্রমজিৎ বিচারপতিকে বলেন, ডিভাইসটির নাম কিন্ডল, টিন্ডার নয়। শুনে হেসে ফেলে বিচারপতি বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। টিন্ডার তো ডেটিং অ্যাপ।'

ধর্মীয় প্রতীক স্থাপনে সংঘাত মণিপুরে

ইম্ফল, ৩ ফেব্রুয়ারি : মণিপুরে উত্তেজনা কমার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। চূড়াচাঁদপুরের থাংজিং পাহাড়ে একটি ধর্মীয় চিহ্ন স্থাপনকে কেন্দ্র করে কুকি-জো ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফের সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। চূড়াচাঁদপুরে পাঠানো হয়েছে বাড়তি বাহিনী।

এদিকে শনিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। বৈঠক সেরে বেরিয়ে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরবাসীর স্বার্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তৈরি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। ভারত সরকার মণিপুরের জনগণের স্বার্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত।'

বহু বছর ধরে থাংজিং পাহাড়কে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলে মনে করেন মেইতেইরা। তাঁদের বিশ্বাস, গত ২ হাজার বছর ধরে এই পাহাড়ে বাস করেন দেবতা ইবুধু থাংজিং। অন্যদিকে, কুকি-জো উপজাতিদের কাছে পাহাড়টি থাংটিং নামে পরিচিত। ২০১৫-য় তৎকালীন কংগ্রেস সরকার পাহাড়ের নাম থাংজিং থেকে থাংটিং করার পর ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন মেইতেইরা। ভাইরাল ভিডিওতে (এর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে, একজন পূজারির নেতৃত্বে একদল যুবক ধর্মীয় প্রতীকটি পাহাড়ের মাথায় নিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের ঘিরে রয়েছে বেশ কয়েকজন বন্দুকধারী। তাঁরা একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্য বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। গোষ্ঠীটি বর্তমানে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতিতে

ধর্মীয় প্রতীক নিয়ে চূড়াচাঁদপুরের থাংজিং পাহাড়ের মাথায় একদল।

রয়েছে। উত্তেজনায় ইন্ধন দিয়ে তারা সংঘর্ষ বিরতির শর্ত ভেঙে বলে মনে করছে প্রশাসন। যদিও এই ব্যাপারে শনিবার পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ে ধর্মীয় প্রতীক স্থাপনের পর সেখানে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। কুকি-জো'দের দাবি, পাহাড়ের ওপর মেইতেইদের একচেটিয়া অধিকার নেই। তবে উপজাতিদের যৌথমঞ্চ ইন্ডিজেনাস ট্রাইবাল লিডারস

অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

ফোরামের মুখপাত্র জিনজা ভুয়ালজং অবশ্য মেইতেইদের ধর্মীয় স্থান দখলের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রতীকটি অনেকের বাড়িতে দেখা যায়। থাংজিং পাহাড়ে সেটি স্থাপন করা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ। একে কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বলা যায় না। এটি শুধু বিশ্বাসের প্রদর্শন।'

টুকরো খবর

ফের ইমরানের জেল

কারাদণ্ডের হ্যাটট্রিক হল ইমরান খানের। এবার ইসলামের নিয়ম না মেনে বিয়ে করায় ৭ বছরের জন্য জেল হেপাজতে যেতে হল সস্ত্রীক ইমরানকে। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে আরও বিপাকে পড়লেন ইমরান। এর আগে তোষাখানা-দুর্নীতি মামলায় ১৪ বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন সস্ত্রীক ইমরান। তার আগে সরকারি গোপন নথি ফাঁসের দায়ে ইমরানের ১০ বছরের জেল হয়।

মাকে খুন ছেলের

কলেজ যাওয়ার আগে মা খাবার দেয়নি বলে তুলুম ঝগড়া করল ছেলে। রাগের বশে মাকেই খুন করল। থানায় নিজে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে ওই কলেজ পড়ুয়া। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের মূলবাগাল শহরে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, জিজ্ঞাসাবাদে ১৭ বছরের কলেজ পড়ুয়া বলে, মা তার যত্ন নিত না।

আওতায় সিবিআইও

সিবিআই পুরোপুরি আরটিআই বা তথ্যের অধিকার আইনের আওতার বাইরে নয় বলে জানাল দিল্লি হাইকোর্ট। দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তথ্য জানানোর কথা আরটিআইয়ে বলা আছে। কাদের ওপর এই আইন কার্যকর হবে না সে নিয়ে হাইকোর্ট বলে, তালিকায় সিবিআইয়ের নাম নেই ঠিকই। তবে তার অর্থ এই নয় যে গোটা আইনটি কখনও সিবিআইয়ের ওপর প্রযোজ্য হবে না।

পুরুষদের জন্য বাস

মহিলাদের জন্য পৃথক বাস এমনকি বাসভাড়ায় ছাড় রয়েছে। আছে লেডিস স্পেশাল ট্রেন, ট্রেনে পৃথক আলাদা বগি। এবার পুরুষদের জন্য পৃথক বাস পরিসেবা চালু হয়েছে। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। এই পরিসেবা চালু করেছে তেলেঙ্গানা সরকার। তেলেঙ্গানা রোড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেসের তরফে এই পরিসেবা শুরু করা হয়েছে। মূলত ভিড় এড়াতেই এই পরিসেবা চালু হয়েছে।

১২ বছর গৃহবন্দি

১২ বছর আগে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন। তারপর একবারও বাপের বাড়ি যাওয়া হয়নি। এমনকি বাড়ি থেকেও বের হননি। বাইরের শৌচালয়েও যাওয়া বারণ ছিল। শৌচকর্মের জন্য ঘরের ভিতরে একটি বাক্স ব্যবহার করতেন। ১২ বছর পর পুলিশ উদ্ধার করেছে মহিলাকে। কর্ণাটকের মাইসুরুর এই ঘটনায় সবাই তাজ্জব।

কাঁটা ছিলেন সেনেটর

আমেরিকা থেকে প্রিডেটর ড্রোন কেনার কথা অনেক দিন ধরেই চালাচ্ছিল ভারত। কিন্তু চুক্তি পাকা হচ্ছিল না। অবশেষে বৃহস্পতিবার ভারতকে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ড্রোন 'প্রিডেটর এমকিউ-৯বি' বিক্রির অনুমতি দিয়েছে বাইডেন সরকার। চুক্তি টালবাহানার কারণ হিসেবে মার্কিন সেনেট সদস্য বেন কার্ডিন। জানিয়েছেন, ড্রোন চুক্তি নিয়ে তাঁর আপত্তি ছিল। তাইচুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছিল না।

লক্ষ্য দেশের স্পর্শকাতর বুথ

ভোটে কৃত্রিম বুদ্ধির সাহায্য নেবে কমিশন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে প্রযুক্তি নির্ভর। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সম্পূর্ণ কারচুপি মুক্ত করতে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপরই ভরসা রাখতে চলেছে কমিশন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যখন দুনিয়াজুড়ে জোর চর্চা তখন ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে কয়েক দফায় ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেখানে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিঃসন্দেহে অভিনব।

জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নজরদারি চালানোর জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডারও ইস্যু করা হয়ে গিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে। রাজ্যগুলিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করার জন্য।

উল্লেখ্য ২০১৯ সালের ভোটে নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আধাসেনার পাশাপাশি ওয়েব কাস্টিংয়ের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল। সেই অনুযায়ী দিল্লিতে নির্বাচন সদনের কার্যালয়ে বসে গোটা দেশের ভোটদান প্রক্রিয়া নজরে রেখেছিলেন কমিশন

কর্তারা। ২০১৯-এর নির্বাচনের সেই ব্যবস্থা ছিল দেশে প্রথম আর ২০২৪-এর নির্বাচনে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে সেই ওয়েব কাস্টিং প্রক্রিয়াতেই এআই ব্যবহার করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর ,আগামী লোকসভা নির্বাচনে এআই-এর ব্যবহার নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যস্তরে বেশ কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের আধিকারিকদের। তবে জানা গিয়েছে, সারা দেশে নয়, কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দেশের যে ৫০ শতাংশ বুথ স্পর্শকাতর যেখানে ওয়েবকাস্টিং করা হবে সেখানেই ব্যবহার করা হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি। তাতে ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও গরমিল থাকলে এআই তা চিহ্নিত করে সবুজ সংকেত পাঠাবে। আর তার ভিত্তিতে কমিশনের পদক্ষেপ করা সহজ এবং দ্রুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজধানীর অলিন্দে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে, বাজেট অধিবেশন শেষ হলেই ঘোষণা করা হবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। আর সেই অনুযায়ী ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহেই ঘোষণা হতে পারে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের তারিখ।

ইতিমধ্যেই দিল্লির মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে আসা একটি চিঠি ঘিরে এই জল্পনা জোরদার হয়েছে। ১৯ জানুয়ারির এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, নির্বাচন কমিশনের ইলেকশন প্ল্যানার অনুযায়ী ১৬ এপ্রিল লোকসভা ভোটের সম্ভাব্য তারিখ। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর থেকে দিল্লির ১১ জেলার নির্বাচনি আধিকারিকদের উদ্দেশে জারি করা হয়েছে ওই চিঠি। সেই চিঠিতে লোকসভা ভোটসূচীর কথা বলা হয়েছে।

তুষার বৃষ্টি সিমলায়। ভিড় জমেছে পর্যটকদের।

ভারতকে 'বহিরাগত বিপদ' তকমা কানাডার

টরন্টো, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভারতের বিরুদ্ধে ফের অভিযোগের আঙুল উঠল কানাডার। এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে তারা খালিস্তানিপন্থী কানাডীয় নাগরিককে খুনের অভিযোগ তুলেছিল। এবার তাদের অভিযোগ, কানাডার নির্বাচনে ভারত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

কানাডার সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস সম্প্রতি এক রিপোর্টে দেশটির নির্বাচনে ভারতের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের বিষয়টি তুলে ধরেছে। বৃহস্পতিবার ওই রিপোর্টে ভারতকে 'বিদেশি হস্তক্ষেপের হুমকি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, কানাডার শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া রক্ষায় সে দেশের সরকারকে অবশ্যই আরও কিছু করতে হবে।

কানাডার সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল নিউজের টপ-সিক্রেট ব্রিফিং রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, জাস্টিন ট্রুডোর সরকার দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে দেশের নির্বাচনে বিরাটভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ভারত।

এই প্রথমবার কানাডার নির্বাচনে হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল কানাডা। চিন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে কানাডার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সদ্য প্রকাশিত গোয়েন্দা রিপোর্টে করা অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই কানাডায় কোণঠাসা অবস্থা ট্রুডো সরকারের। তাঁর কাজের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দেশের বিরোধীরা। একই সঙ্গে বিরোধীদের সন্দেহ, চিনের সঙ্গে ট্রুডোর সম্পর্ক দেশকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। বিরোধীদের এসব অভিযোগের জবাব দিতে ট্রুডোকে একটি কমিটি গঠন করতে হয়েছে। কানাডার নির্বাচনে চিন, রাশিয়া, ভারত বা অন্য কোনও দেশ কতটা প্রভাব ফেলেছে তা খতিয়ে দেখবেন কমিটির সদস্যরা। ২০১৯ এবং ২০২১ সালের নির্বাচনে চিন এবং রাশিয়া প্রভাব ফেলেছিল বলে আগেই অভিযোগ করেছিল কানাডা।

আজব দুনিয়া

বিদায়বেলায়

আইনরক্ষক হিসাবে কর্মজীবনের শেষদিন। বিদায়বেলায় এক পুলিশকর্মীকে তাঁর সেরা উপহারটি দিয়েছেন ইউটিউবার ম্যাটিল্ল। ওই আধিকারিকের জন্য হেলিকপ্টার সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সেই ভিডিও ইউটিউবে ঝড় তুলেছে। প্রাক্তন পুলিশকর্মীদের অনেকে ম্যাটিল্লকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

লটারিতে ৪৪ কোটি

পেটের টানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ক্যাবচালকের কাজ করেন মুনাভর ফেইরুস। ৫ বছর ধরে প্রতিমাসে লটারি কাটতেন। ভাগ্য সদয় হয়েছে সম্প্রতি। বছরের শেষদিনে লটারিতে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৪ কোটি টাকা জিতেছেন তিনি।

নাক সারাতে ৩ লক্ষ ঋণ

চিনের এক বেসরকারি ঋণ সংস্থায় চাকরির আবেদন জানিয়েছিলেন। কথায় কথায় বলেছিলেন নাকের কসমেটিক সাজারি করতে চান। শুনেই সংস্থার কর্তা তাঁকে নাকের খুঁত সারাতে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়ার প্রস্তাব দেন। জানান, ঋণ নেওয়ার বদলে ওই সংস্থায় রিসেপশনিস্টের চাকরি পাবেন ওই মহিলা। সেইমতো সংস্থা থেকে ঋণ নেন তিনি। বদলে মেলে চাকরি। কিন্তু চাকরি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেছেন তিনি।

প্যারিসের এক স্টেশনে ছুরি হামলা জখম ৩

প্যারিস, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্রেমের শহরে সন্ত্রাস! প্যারিসের এক রেল স্টেশনে আচমকাই ছুরি হাতে হামলা চালালেন এক ব্যক্তি। এবছরই অলিম্পিকের আসর বসতে চলেছে প্যারিসে। ছুরি হামলার পর শহরের নিরাপত্তা বাড়িয়েছে প্যারিস পুলিশ।

শনিবার সকাল ৮টা (ভারতীয় সময়ের হিসাবে দুপুর সাড়ে ১২টা) নাগাদ যখন সবে পর্যটকদের ভিড় জমতে শুরু করেছে প্যারিসের গ্যারে ডি লিয়ন স্টেশনে, ঠিক সেই সময়েই ছুরি হামলা চালানো হয়। ধারালো ছুরি নিয়ে ছুটে আসা এক ব্যক্তিকে দেখা যায় সামনে যাকে পাচ্ছেন তাঁর গায়েই বসিয়ে দিচ্ছেন ছুরির কোপ। এই ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হন, যাঁদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। তবে পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেপ্তার করে ওই হামলাকারীকে। হামলাকারীর নাগরিকত্ব কোন দেশের, রাত পর্যন্ত বলেনি পুলিশ।

প্যারিসে এর আগে এমন ছুরি হাতে হামলার ঘটনা ঘটেছে গত বছর ডিসেম্বরেই।

জোটসঙ্গীকে গুলি বিজেপি বিধায়কের

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : জমি নিয়ে বিবাদ। তা থেকে হাতাহাতি-মারধরের অভিযোগ। পরিণামে থানার মধ্যে গুলি চালালেন বিজেপি বিধায়ক। গুলিতে আহত শরিক দলের নেতা। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের উলহাসনগরের হিল লাইন থানায়। কল্যাণ পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক গণপত গায়কোয়াড়ের গুলিতে আহত হয়েছেন শিবসেনার কল্যাণ শাখার সভাপতি মহেশ গায়কোয়াড়। তাঁর সঙ্গী শিবসেনা বিধায়ক রাহুল পাতিলও আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিজেপি বিধায়ক ও তাঁর দুই সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গণপতের বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বিজয় ওয়াদিত্যয়ারের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে রাজ্যে 'ভিড়ের শাসন'-এ ইন্ধন দিচ্ছেন। শাসক জোটের নেতারা ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার বলেন, 'ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে মহারাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে

পড়েছে।' একই দাবি করেছেন শিবসেনা ইউবিটি নেতা সঞ্জয় রাউত। লোকসভা ভোটের আগে আসন সমঝোতা নিয়ে বিজেপি ও একনাথ শন্ডির নেতৃত্বাধীন শিবসেনার মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। এই পরিস্থিতিতে দু'দলের নেতাদের সংঘাত শাসক জোটের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। গুলি চালনার ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে। এদিকে গোলমালের জন্য তাঁকেই দায়ী করেছেন গণপত।

তাঁর দাবি, শিবসেনা নেতা মহেশ তাঁর ছেলেকে মারধর করেছিলেন। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয়নি। থানায় উত্তেজনার বশে গুলি চালিয়েছেন বলে দাবি গণপতের।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে বিজেপি বিধায়ক ও শিবসেনা নেতা বেশ কয়েকজন সমর্থককে নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন। সেখানে সিনিয়ার সার্কেল ইনস্পেকটরের ঘরের ভিতরে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধে। উত্তেজিত বিজেপি বিধায়ক শিবসেনা নেতা ও তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে ৪ রাউন্ড গুলি চালান। থানাতেই লুটিয়ে পড়েন মহেশ এবং রাহুল।

খোদ মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডের দিকে আঙুল তুলেছেন গণপত। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রে অপরাধীদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন শিন্ডে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে শুধু অপরাধীরাই শক্তিশালী হবে। শিন্ডেই আজ আমাকে অপরাধী বানিয়েছেন।'

কেজরির বাড়িতে দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চমবার ইডির নোটিশের পর এবার আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়িতে শনিবার সাতসকালে গিয়ে হাজির হলেন দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা। কয়েকদিন আগেই বিজেপির বিরুদ্ধে কেজরিওয়ালের অভিযোগ ছিল, তাঁর দলের সাতজন বিধায়ককে কেনার চেষ্টা করছে বিজেপি। বিধায়ক পিছু ২৫ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছিলেন। কেজরিওয়ালের বিধায়ক 'কেনাবেচা'র অভিযোগের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি। সেই মামলারই নোটিশ দিতে শনিবার সকালে কেজরিওয়ালের বাড়িতে পৌঁছে যান দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের কর্তারা। শনিবার সারাদিন চলে নোটিশ দেওয়া-নেওয়া নিয়ে টানাপোড়েন।

তবে, বিষয়টি নিয়ে দিল্লির সিএমও সূত্রের দাবি, সিএম অফিস নোটিশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা সিএম অফিসকে রিসিভ দিচ্ছে না।

শনিবার সন্ধ্যায় কেজরিওয়াল তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আমি এই ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ অফিসারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছি। তাঁদের কী দোষ? তাঁদের কাজ দিল্লিতে অপরাধ বন্ধ করা। কিন্তু অপরাধ বন্ধ না করে এই ধরনের নাটক করা হচ্ছে। সেই কারণেই দিল্লিতে অপরাধ বাড়ছে।'

পেঁয়াজ-বাজার দখলে পাক-নাভিশ্বাস

ইসলামাবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি : দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বাড়া ঠেকাতে বিদেশে এর রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কেন্দ্র। এর ফলে ভারতে পেঁয়াজের দর কিছুটা হলেও স্থিতিশীল হয়েছে। কিন্তু এর জেরে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুরে পেঁয়াজের দাম একলাফে বেড়ে গিয়েছে। এতদিন এইসব দেশ সিংহভাগ পেঁয়াজ ভারত থেকে আমদানি করত। তবে এই দেশ থেকে আমদানি না করলেও পাকিস্তানেও ঊর্ধ্বমুখী পেঁয়াজের দাম। এতটাই যে তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

যদিও পাকিস্তানে চাহিদার অনুপাতে পেঁয়াজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কম নয়। দাম বাড়ার জন্য ভারতের নিষেধাজ্ঞাকেই দায়ী করছেন পাক ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, ভারত থেকে বিদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায়

অনেক দেশই পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ কিনতে চাইছে। ফলে পাকিস্তানের রপ্তানিকারীরা বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ বিদেশে পাঠাতে শুরু করেছেন। সরকারের তরফেও পেঁয়াজ রপ্তানিতে কোনওরকম বিধিনিষেধ জারি করা হয়নি। যার জেরে দেশের বাজারে পেঁয়াজের আকাল দেখা দিয়েছে। ডিসেম্বরেও অধিকাংশ শহরে পেঁয়াজের কেজি প্রতি দাম ছিল পাকিস্তানের মুদ্রায় ১৫০ রুপি (৪৫ ভারতীয় টাকা)। নতুন বছরের শুরুতে তা ২৭০ রুপির গণ্ডি টপকে গিয়েছে। আগামী কয়েকমাস পাকিস্তানে পেঁয়াজের দাম আরও বাড়বে বলে ব্যবসায়ীদের অনুমান।

অল পাকিস্তান ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবিলস এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্টস মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা আবদুল ওয়াহিদ আহমেদ বলেন, 'ভারত থেকেস পেঁয়াজ রপ্তানি নিষিদ্ধ হওয়ায় পাকিস্তান থেকে এর রপ্তানি বেড়ে গিয়েছে। এখানকার রপ্তানিকারীদের হাতে বেশ কিছু বড় অর্ডার রয়েছে। অনেক দেশ এখন পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ আমদানি করছে।' তিনি জানান, ডিসেম্বরে ভারত সরকার যখন রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছিল তখনও পাকিস্তানের পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দাম সেখানকার মুদ্রায় মণ প্রতি ৬ হাজার রুপি ছিল। একমাসের কম সময়ে তা প্রায় সাড়ে ৯ হাজার রুপি হয়েছে। পাক পরিসংখ্যান মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারির শুরুতে দেশের অধিকাংশ এলাকায় এককেজি পেঁয়াজ ২৭০ রুপি বা তারও বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। সরকার বিদেশে পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি না করলে দাম আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন করাচি বাজার সমিতির সভাপতি জাহিদ আওয়ান।

খেলায় আজ

১৯৯০ : প্রথম বোলার হিসেবে টেস্টে ৪০০ উইকেট শিকার রিচার্ড হ্যাডলির। সঞ্জয় মঞ্জরেকারকে আউট করে তিনি নজির গড়েন।

সেরা অফবিট খবর

আম্পায়ারের দ্বারস্থ

জসপ্রীত বুমরাহর বল লেগেছিল জনি বেয়ারস্টোর প্যাডে। যদিও আম্পায়ার মারিয়াস এরাসমাস আউট দেননি। তখন রোহিত শর্মা আউট কিনা জানতে কোনা শ্রীকর ভরত ও বুমরাহর দ্বারস্থ হন। কিন্তু দুইজনের কেউই ডিআরএস নেওয়া নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি। এরপর রসিকতার ছলেই এরাসমাসের পরামর্শ চান তিনি। তাঁর কাছে গিয়ে রোহিত জিজ্ঞাসা করেন, 'এই ব্যাপারে তোমার কী মত?'

ভাইরাল

গড়াগড়ি

জসপ্রীত বুমরাহর ইয়র্কারে উইকেট উড়ে গেল ওলি পোপের।

সংখ্যায় চমক

৬৭

জার্সি নম্বর হিসেবে শোয়েব বশিরের প্রাথমিক পছন্দ ছিল ১৩। কিন্তু সেটা তিনি না পাওয়ায় বেছে নেন ৬৭ নম্বর জার্সি। কারণ ৬ ও ৭-এর যোগফল ১৩।

ইনস্টা সেরা

ঘোড়সওয়ার

ঘোড়ায় চড়ে নিজের ছোটবেলার ক্লাব কোলো-কোলোতে ফিরলেন আর্তুরো ভিদাল।

উত্তরের মুখ

৯৮

জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বিশ্বজিৎ দে ৯৮ রানে অপরাজিত থাকেন। তাঁর দল জেওয়াইএমএ ১১৯ রানে জিতেছে পাণ্ডাপাড়া বয়েজ স্পোর্টিং কালচারাল ক্লাবের বিরুদ্ধে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. রাহুল দ্রাবিড় ভারত ছাড়া আর কোন আন্তর্জাতিক দলের হয়ে খেলেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. পেলে, ২. লালা অমরনাথ ও সুরিন্দার অমরনাথ।

সঠিক উত্তরদাতারা

দীপায়ন নন্দী, খোকন মণ্ডল, আশিস রায়চৌধুরী, প্রিয়ম দত্ত, সৌরায়ণ রায়, সবুজ উপাধ্যায়, ডালিম বাগচী, জিৎকুমার শৈব, রূপঙ্কর শীল, সর্বার্থ প্রামাণিক, প্রাঞ্জল সরকার, ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী, কৌস্তভ কর, দেবব্রত বাগচী, সমীর পাল, সুব্রত বসু, শ্রেয়ান, সন্টু পাল, সোমদেব ঘোষ, গোরা দত্ত, আয়ুষী দাস, সোনু কাহার, মৈনাক সরকার, শ্রেয়ান দাস, অনঘ আতর্থী, কুনাল গোপ, মুসকান পারভিন, শঙ্খশুভ্র দাস, শম্পা দাস পাল, শ্রেয়ান চক্রবর্তী, দেবাংশু ঘোষ, তানিষ্ক সোম, শুভ্রনীল পণ্ডিত, নীলরতন হালদার।

সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি (ভারতীয়)

বয়স	ক্রিকেটার	রান	বিপক্ষ	সাল
২১ বছর ৩৫ দিন	বিনোদ কাম্বলি	২২৪	ইংল্যান্ড	১৯৯৩
২১ বছর ৫৫ দিন	বিনোদ কাম্বলি	২২৭	জিম্বাবোয়ে	১৯৯৩
২১ বছর ২৮৩ দিন	সুনীল গাভাসকার	২২০	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৭১
২২ বছর ৩৭ দিন	যশস্বী জয়সওয়াল	২০৯	ইংল্যান্ড	২০২৪

সবচেয়ে কম বলে ১৫০ উইকেট (ভারতীয়)

বল	ক্রিকেটার
৬৭৮১	জসপ্রীত বুমরাহ
৭৬৬১	উমেশ যাদব
৭৭৫৫	মহম্মদ সামি
৮৩৭৮	কপিল দেব
৮৩৮০	রবিচন্দ্রন অশ্বীন

টেস্টে সেরা গড় (১৫০ প্লাস উইকেটে)

গড়	ক্রিকেটার
১৬.৪৩	সিডনি বার্নস
২০.২৮	জসপ্রীত বুমরাহ
২০.৫৩	অ্যালান ডেভিডসন
২০.৯৪	ম্যালকম মার্শাল
২০.৯৭	জোয়েল গার্নার

বাঁহাতি ব্যাটারদের ডাবল সেঞ্চুরি (টেস্টে ভারতীয়)

রান	ক্রিকেটার	বিপক্ষ	সাল
২৩৯	সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	পাকিস্তান	২০০৭
২২৭	বিনোদ কাম্বলি	জিম্বাবোয়ে	১৯৯৩
২২৪	বিনোদ কাম্বলি	ইংল্যান্ড	১৯৯৩
২০৬	গৌতম গম্ভীর	অস্ট্রেলিয়া	২০০৬
২০৯	যশস্বী জয়সওয়াল	ইংল্যান্ড	২০২৪

বুমরাহর সেরা বোলিং (টেস্টে)

বোলিং ফিগার	বিপক্ষ	সাল
২৭/৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০১৯
৩৩/৬	অস্ট্রেলিয়া	২০১৮
৪৫/৬	ইংল্যান্ড	২০২৪
৬১/৬	দক্ষিণ আফ্রিকা	২০২৪

বুমরাহ-মিসাইলে বেলাইন বাজবল

দ্বিশতরানের লক্ষ্যপূরণ যশস্বীর

ছয় উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস জসপ্রীত বুমরাহর।

ভারত-৩৯৬ ও ২৮/০ ইংল্যান্ড-২৫৩

ভাইজাগ, ৩ ফেব্রুয়ারি : কথা দিয়েছিলেন। আজ ফিরলেন কথা রেখে। প্রথম দিনের খেলা শেষে গতকাল জানিয়েছিলেন দুইশো রান করতে পারলে খুশি হবেন। খুশিটা হাতছাড়া করেননি যশস্বী জয়সওয়াল। লক্ষ্যপূরণে টেস্ট কেরিয়ারের দশম ইনিংসেই দ্বিশতরানের স্বাদ।

তরুণ ওপেনারের যে কীর্তি সাতসকালেই ক্রিকেট পারদ চড়িয়ে দেয় এসিএ-ভিডিসিএ স্টেডিয়ামের। ভারতীয় সাজঘরের পাশাপাশি ইংল্যান্ড শিবিরও কুর্নিশ জানাল যে প্রয়াসকে। আউট হয়ে ফেরা যশস্বীর দিকে অভিনন্দনের হাত বাড়িয়ে দিলেন জো রুট, বেন স্টোকসরাও। ২৯০ বলে ২০৯। ১৯টি বাউন্ডারির সঙ্গে ৭টি গ্যালারিতে পাঠানো 'বাপি বাড়ি যা' শট। সবকিছু ছাপিয়ে প্রায় সাত ঘণ্টার ম্যারাথন ইনিংসে ধৈর্য আর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের অসাধারণ ভারসাম্য। যদিও যশস্বী নন, দ্বিতীয় দিনের নায়ক জসপ্রীত বুমরাহ। বল হাতে যা একের পর এক গোলায় দ্বিতীয় দিনেই বেহাল বাজবল।

জ্যাক ক্রলির শুরুর 'বাজবল' থামিয়ে লাঞ্চের পর বুমরাহর আগুন। বুমরাহ-মিসাইলে উইকেট উড়ে গেল ওলি পোপের। নিখুঁত ইয়র্কারে ব্যাট নামানোর সুযোগই পেলেন না প্রথম টেস্টের নায়ক। একই হাল স্টোকসেরও। রেহাই পাননি জো রুটও। ১৫.৫ ওভারে ৪৫ রান দিয়ে বুমরাহর হাফডজন শিকার।

ভারতের ৩৯৬ রানের জবাবে যার সামনে কোনওক্রমে আড়াইশো পার ইংল্যান্ডের (২৫৩)।

> ধৈর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বল পুরোনো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা জরুরি রিভার্স সুইংয়ের জন্য। বোলারদের চাপে রাখতে নিজেকে পরিবর্তন করতে হয়।
> -জসপ্রীত বুমরাহ

ভারতীয় ইনিংসে টেস্ট ক্রিকেটের 'ভীষ্ম' জেমস অ্যান্ডারসন দেখিয়েছিলেন বোলিং শৃঙ্খলা কাকে বলে। বুমরাহ দেখালেন ধারালো অস্ত্রের সঠিক প্রয়োগে কীভাবে রক্তাক্ত করা যায় প্রতিপক্ষকে। গতিতে ভয় ধরানো নয়, নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসনে বাজিমাত।

মাঝের সেশনে বুমরাহর (৪৫/৬) পেসের সঙ্গে চাপ বাড়িয়ে দেয় কুলদীপ যাদবের (৭১/৩) বাঁহাতি স্পিনের কেরামতি। রবিচন্দ্রন অশ্বীন কোনও উইকেট না পেলেও, সমস্যায় পড়েনি ভারত। ১৭ রানের মাথায় ক্রলির ক্যাচ পড়ল, শুরুতে পোপের স্টাম্পিংও মিস। তারপরও বাজবলকে বাগে এনে দ্বিতীয় দিনেই জয়ের গন্ধ পাচ্ছে ভারত।

১৪৩ রানের লিড নিয়ে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ২৮/০। লিড ১৭১। নিঃসন্দেহে চালকের আসনে। বাকি তিনদিনে চাপটা বজায় রেখে সিরিজ ১-১ করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়ায় দক্ষ স্টোকস ব্রিগেড। তাছাড়া সিরিজের প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানের লিডের পরও হেরেছিল ভারত।

৩৩৬/৬ থেকে এদিন শুরু করে ভারত। দ্বিশতরান থেকে ২১ রান দূরে যশস্বী। ব্যবধানটা ঘোচাতে খুব বেশি সময় নেননি। অশ্বীনকে (২০) আজ প্রথম ধাক্কা দেন অ্যান্ডারসন। পরের ওভারের শোয়েব বশিরকে পরপর ছক্কা ও চার হাঁকিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পা যশস্বীর।

দ্বিশতরানের পর অবশ্য ইনিংস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যশস্বীর রূপকথার ব্যাটিংয়ে ইতি টানেন অ্যান্ডারসন। মিসহিট চলে যায় ডিপ কভারে। শেষপর্যন্ত ৩৯৬ রানে গুটিয়ে যায় ভারতীয় ইনিংস। অ্যান্ডারসন ও বশির তিনটি করে উইকেট নেন। যশস্বীর ২০৯ রানের পরও চারশো টপকাতে না পারা-হতাশার।

চাপ বাড়াচ্ছিল ক্রলির আগ্রাসী শুরু। ১০ ওভারে ওপেনিং জুটিতে হাফ সেঞ্চুরি। বেন ডাকেটকে (২১) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন কুলদীপ। ক্রলিকে অবশ্য থামানো যাচ্ছিল না। শুভমান গিলের সৌজন্যে ১৭ রানে অশ্বীনের বলে জীবন পান। সুযোগ কাজে লাগালেন ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। বেচারা মুকেশ কুমার যার সামনে পড়ে যান। ১৯.৩ ওভারে একশো পার ইংল্যান্ড ইনিংস। অক্ষর প্যাটেলের স্পিন এবং শ্রেয়স আইয়ারের দারুণ ক্যাচে অবশেষে ফেরেন ক্রলি (৭৬)।

এরপর বুমরাহ-ম্যাজিক। জো রুটকে (৫) দিয়ে শুরু। একে একে ঝোলায় পোপ (২৩), জনি বেয়ারস্টো (২৫), স্টোকস (৪৭), টম হার্টলে (২১), অ্যান্ডারসন (৬)। এরমধ্যে ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ব্যাটারের উইকেট। কপিল দেবের পর (১৯৮৩, ওয়েস্ট ইন্ডিজ) হোম সিরিজে যে নজির কোনও ভারতীয় পেসারের নেই।

৪৫ রানে হাফডজন শিকার। চলতি শতাব্দীতে ঘরের মাঠে ভারতীয় পেসারদের সেরা বোলিংও। সঙ্গে দ্রুততম ১৫০ টেস্ট উইকেটের (৬৭৮১ বলে) ভারতীয় রেকর্ডও জসপ্রীত মুকুটে। ভাঙেন উমেশ যাদবের (৭৬৬১ বল) নজির। কাজ অবশ্য অসম্পূর্ণ। স্টোকসদের রানের বোঝা চাপিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের দশ উইকেটের জন্য ঝাঁপানো।

দিনের শেষে ইংল্যান্ড ইনিংসে ৩১ ওভারের একটি ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে শোনা যাচ্ছে, একজন কেউ বলছেন, 'সিরিয়াস না হলেই ...।' সতীর্থ ফিল্ডারদের উদ্দেশ্যে এই বাতাটি রোহিতের বলে নেটিজেনদের একাংশ দাবি করছেন।

একনজরে

■ ভারতীয় পেসারদের মধ্যে সবচেয়ে কম টেস্টে ১৫০ উইকেট নিলেন জসপ্রীত বুমরাহ (৩৪)। টপকে গেলেন কপিল দেবকে (৩৯ টেস্ট)।

■ তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করলেন যশস্বী জয়সওয়াল (২২ বছর ৩৭ দিন)। তাঁর আগে রয়েছেন বিনোদ কাম্বলি (২১ বছর ৩৫ দিন) ও সুনীল গাভাসকার (২১ বছর ২৮৩ দিন)।

■ গত ২০ বছরে দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে যশস্বী জয়সওয়াল টেস্টে দ্বিশতরান করলেন। যশস্বীর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রেগ ব্রেথওয়েট (২১ বছর ২৭৯ দিন বয়সে) ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

■ যশস্বী জয়সওয়ালের ২০৯-এর পর শুভমান গিলের ৩৪ রান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভাইজাগ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক স্কোর। এর আগে একবারই কোনও দলের একজন ব্যাটার দ্বিশতরান করেছেন। দ্বিতীয় সর্বাধিক স্কোর হয়েছে ৩৪। ২০০৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা (২২৬) ও ডোয়েন ব্রাভো (৩৪)।

পরিসংখ্যানে ডনও পিছিয়ে

'ক্রীড়া দুনিয়ার অন্যতম সেরা গল্পকথা যশস্বী'

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : সবে তখন ক্রিকেটের হাতেখড়ি হয়েছে।

ফ্লাডলাইটে আলোকিত ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামকে দেখিয়ে বন্ধুকে বলেছিলেন, একদিন ওইখানে খেলবেন। মুম্বইয়ের হয়ে রনজি ট্রফিতে অভিষেকে সেই স্বাদ। দেশের হয়ে খেলার লক্ষ্যপূরণেও বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

নিজের সামনে লক্ষ্য রাখা আর তা পূরণ করা-ছোট্ট কেরিয়ারে যা 'বায়ে হাত কা খেলে' পরিণত করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। তরুণ বাঁহাতি ওপেনারের লক্ষ্যপূরণের লম্বা তালিকায় নবতম সংযোজনে দ্বিশতরানের ইনিংসে মোহিত ক্রিকেট বিশ্ব।

বাইশ বছরের তরুণ ভারতীয় ওপেনারের স্বপ্নের ইনিংসে মুগ্ধ কেভিন পিটারসেন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড তারকা যশস্বীর যে ক্রিকেটীয় জার্নিকে 'ক্রীড়া দুনিয়ার অন্যতম সেরা গল্পগাথা' আখ্যা দিয়েছেন। কারও মুখে যশস্বীর বিগ ইনিংস খেলার আত্মবিশ্বাস, দক্ষতার কথা। যেই দক্ষতায় (৫০ রানকে শতরানে পরিণত করা) নাকি এই মুহূর্তে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানকেও টেক্কা দিচ্ছেন ভারতীয় তরুণ ওপেনার!

২৯০ বলে ২০৯। বিনোদ কাম্বলি, সুনীল গাভাসকারের পর কনিষ্ঠতম ভারতীয় হিসেবে দ্বিশতরান। কেরিয়ারের দশম ইনিংসে ২০০-র গণ্ডিতে। ভারতীয়দের মধ্যে আগে রয়েছেন মাত্র চারজন। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে দায়িত্বশীল ইনিংসে ছোট্ট কাঁধে গোটা দলের ভার বওয়া।

দ্বিশতরানের পর হেলমেটে চুম্বন যশস্বীর।

এদিন সকাল থেকে গোটা স্টেডিয়ামে শুধু একটাও আওয়াজ 'যশস্বী, যশস্বী'। দ্বিশতরানের পর তা উন্মাদনায় পরিণত। যার ঢেউ ক্রিকেটমহলেও। শচীন তেন্ডুলকার থেকে শিখর ধাওয়ান, পিটারসেন থেকে গৌতম গম্ভীর-যশস্বীর যে কীর্তিকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

শচীন তেন্ডুলকার : সাবাস যশস্বী। সুপার এফোর্ট।

শিখর ধাওয়ান : নতুন করে ইতিহাস লিখছে যশস্বী জয়সওয়াল। দুরন্ত ইনিংস। অসাধারণ ইনিংস। তোমার হাতে ব্যাট যেন জাদুকাঠি।

কেভিন পিটারসেন : যশস্বী জয়সওয়াল! ক্রীড়া দুনিয়ার অন্যতম সেরা গল্পগাথা।

গৌতম গম্ভীর : অভিনন্দন যশস্বী। দুর্দান্ত ইনিংস। তবে সবাইকে বলব, ওকে নিজের মতো করে খেলতে দিন। ক্রিকেট উপভোগ করতে দিন। মাথাটা ঘুরিয়ে দেবেন না। প্রচারের ঠেলায় হিরো বানিয়ে যেন ফোকাসটা নড়ে না যায়, তা মাথায় রাখা দরকার।

আকাশ চোপড়া : জেমস অ্যান্ডারসনকে সম্মান দেখাল। একইসঙ্গে লুজ বলে রানওটা বাড়িয়ে নিল। পরিণত ব্যাটিং। পঞ্চাশকে একশোতে পরিণত করার হারে এই মুহূর্তে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।

যুযবেন্দ্র চাহাল : যশস্বী মাই ব্রাদার। এখান থেকে শুধু উপরের দিকে ওঠো।

অ্যালিস্টার কুক : দলের যখন প্রয়োজন ছিল, তখন প্রত্যাশা পূরণ করেছে। বাইশ বছর বয়সে স্কিল ও পরিণত বোধের মিশেল যশস্বীর এই ইনিংসে।

ভারতে রিভার্স সুইং শেখা উচিত

ভাইজাগ, ৩ ফেব্রুয়ারি : বিদেশের বাউন্সি উইকেট হোক বা ভারতের স্পিন-সহায়ক পিচ-জসপ্রীত বুমরাহর দাপট অব্যাহত। যশস্বী জয়সওয়ালের দ্বিশতরানের পর ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে বুমরাহর যে দাপট দ্বিতীয় দিনে ভারতকে চালকের আসনে বসিয়ে দিয়েছে। বুমরাহর ৪৫ রানে হাফডজন শিকারে ভারতের ৩৯৬-এর জবাবে ইংল্যান্ড শেষ ২৫৩ রানে। সাফল্যের নেপথ্যে রিভার্স সুইংকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। খুশি আজ রিভার্স সুইং-অস্ত্র সঠিক প্রয়োগ করতে পেরে। ভারতীয় স্পিডস্টারের দাবি, ভারতে সফল হতে সব পেসারের উচিত এই অস্ত্রে শান দেওয়া। নিজে ছোট থেকে তারকা পেসারদের রিভার্স সুইং করতে দেখেছেন। তখন থেকেই রিভার্স সুইংয়ের প্রতি আলাদা টান। ঘাম ঝরিয়ে যা রপ্তও করে নিয়েছেন।

তরুণদের পরামর্শ বুমরাহর

বুমরাহ বলেছেন, 'পরিশ্রমের সুফল পেলে কার না ভালো লাগে। আমারও ভালো লাগছে। ভারতে রিভার্স সুইং গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় হিসেবে রিভার্স সুইংকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, তা জানি। এখানে সফল হতে এই দক্ষতা থাকা উচিত পেসারদের। সেই চেষ্টা করেছি সবসময়।'

উঠতি পেসারদের উদ্দেশ্যে রিভার্স সুইংয়ের পাঠও দিয়ে রাখলেন। বুমরাহর মতে, ধৈর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বল পুরোনো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা জরুরি রিভার্স সুইংয়ের জন্য। বোলারদের চাপে রাখতে নিজেকে পরিবর্তন করতে হয়। নতুন অস্ত্রে শান দেওয়া প্রয়োজন। রিভার্স সুইং খুব ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয়। ব্যাটারদের মাথায় কী ঘুরছে তা বুঝে সেইমতো অস্ত্র ব্যবহার। পেস-সতীর্থ মুকেশ কুমারের পাশেও দাঁড়ালেন। বুমরাহর কথায়, লম্বা সিরিজ। সবাইকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলাতে হবে। মুকেশ সবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রেখেছে। ওর ওপর দলের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এক-আধটা খারাপ দিন সবার যায়। ব্যর্থতা থেকেই শিখবে। কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, তার উত্তর নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ও। অযথা সমালোচনা না করে সবার উচিত ওকে সময় দেওয়া।

সিএবি-র প্রতিষ্ঠা দিবসে ডাক্তার বিসি রায়ের মূর্তিতে মালা দিলেন আজিঙ্কা রাহানে। শনিবার ছিল ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ডে। ৬৪৫ জন এদিন রক্ত দিয়েছেন।

বিরাট জল্পনায় সায় এবির

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : জল্পনা ছিলই। আজ শেষ হল। বিরাট কোহলি ফের বাবা হতে চলেছেন, এমন তথ্য দুনিয়ার দরবারে নতুন কিছু নয়। কিন্তু বিরাট ও তাঁর স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা তাঁদের মুখ বন্ধ রেখেছিলেন। এমনকি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোহলি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চলতি সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট থেকে ব্যক্তিগত কারণে সরেও দাঁড়িয়েছেন আগেই।

বেশ কিছুদিন ধরে চলা এই জল্পনা আজ শেষ হল। বিরাটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবি ডিভিলিয়ার্স আজ জানিয়েছেন, কোহলি ফের বাবা হতে চলেছেন। আর সেই কারণেই আপাতত তিনি পরিবারের সঙ্গে রয়েছেন। এক ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডিভিলিয়ার্স আজ বলেছেন, 'সম্প্রতি বিরাটের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তখনই ওর থেকে জানতে পারি অনুষ্কা দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছে। এমন সময়ে বিরাট ওর পরিবারের সঙ্গে থাকবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। তাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে কেন খেলছে না বিরাট, এই ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার মানেই হয় না।'

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক এবির সঙ্গে বিরাটের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা সবারই জানা। ক্রিকেটার হিসেবে তাঁরা যেমন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তেমনই ব্যক্তিগত জীবনের বন্ধুও। সেই বন্ধুই আজ বিরাট জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছেন। ডিভিলিয়ার্সের কথায়, 'বিরাট আপাতত ওর পরিবারের সঙ্গেই রয়েছে। সেই কারণেই ও আপাতত ক্রিকেট থেকে দূরে। আমি যতদূর জানি, দ্রুত মাঠে ফিরবে ও। যদিও কবে ফিরবে, সেটা জানি না। ও মাঠে ফিরতে মুখিয়ে রয়েছে।'

অনুষ্টুপের শতরানের পরও ধুঁকছে মনোজের বাংলা

মুম্বই-৪১২ বাংলা-১৯৯

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ছোট্ট শরীরটা নিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে আসছিলেন। অকাতরে অটোগ্রাফ বিলোচ্ছিলেন। পাশে পুত্র রিসিক অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল বাবাকে!

ক্রিকেটের নন্দনকাননে তখন আঁধার নেমেছে। সিএবির ইন্ডোরের দিকটায় গুটিকয়েক নিরাপত্তাকর্মী ছাড়া আর কেউ নেই। এমন অবস্থায় প্রবল হতাশা ও যন্ত্রণা নিয়ে তিনি, বাংলা ক্রিকেটের 'ক্রাইসিসম্যান' অনুষ্টুপ মজুমদার (অপরাজিত ১০৮) বলে ফেললেন, 'আর কি করতে হবে আমায় বলতে পারেন।'

কারও কাছে কোনও জবাব নেই। উত্তর নেই সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বাংলার ক্রিকেটপ্রেমী বা টিম ম্যানেজমেন্টের কাছেও। দিন বদলায়। বছরও ঘুরে যায়। কিন্তু বঙ্গ ক্রিকেট সংসারের বেহাল দশার বদল হয় না। আর তার মধ্যেই একা 'কুম্ভের' মতো বাংলার ত্রাতা, ভরসা হয়ে ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠেন রুকু (অনুষ্টুপের ডাকনাম)। কিন্তু ক্রিকেট তো আদতে টিম গেম। তিনি একা জ্বলে উঠলেই তো হবে না। সহায়তা প্রয়োজন তাঁরও। কে দেবে তাঁকে ভরসা?

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের নন্দনকাননে আজ অসাধারণ অপরাজিত শতরান করেছেন রুকু। 'অনুষ্টুপ ছন্দ' তাঁর সতীর্থদের উদ্বুদ্ধ করা তো দূরে থাক, সামান্যতম অনুপ্রেরণাও জোগাতে পারেননি। যার প্রমাণ, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে চলতি রনজি ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে সুদীপ ঘরামি (৬), সৌরভ পাল (০), শ্রেয়াংশ ঘোষ (৫), অভিষেক পোড়েলদের (১৩) অদ্ভুত নির্লিপ্ত মনোভাব। যার পরিণাম, মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংসে ৪১২ রানের জবাবে বাংলা অলআউট ১৯৯ রানে। আর এই ১৯৯ রানের মধ্যে একা অনুষ্টুপেরই সংগ্রহ

শতরানের পর অনুষ্টুপ। -ডি মণ্ডল

অপরাজিত ১০৮। মোট ২১৩ রানে পিছিয়ে থেকে বাংলা এখন ইনিংস হারের প্রহর গুনতে শুরু করেছে। হয়তো আগামীকাল তৃতীয় দিন সকালেই বাংলাকে ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন মুম্বই অধিনায়ক শিবম দুবে (৩৮/২)। ফের তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ইনিংসে ম্যাচ হেরে রনজির নকআউট পর্ব কার্যত অসম্ভব করে ফেলবেন মনোজ তিওয়ারিরা (৩৬)।

কথাতেই রয়েছে, মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। বাংলা দলের পারফরমেন্স অনুসরণ করলে ভাবনা বদলাতে বাধ্য। এই দলের জন্য যেন সবকিছুই আগাম চিত্রনাট্যে সাজানো। সঙ্গে সিএবি-র অন্দরমহলে 'কোটার' ক্রিকেটার তুলে বাংলা দলে খেলানোর 'বদরোগ'। যার শেষ কোথায়, কারও জানা নেই। গতকালের ৩৩০/৬ থেকে শুরু করে আজ মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪১২ রানে। স্কোরবোর্ড বলছে, শেষ চার উইকেটে মুম্বই যোগ করেছে ১৮১ রান। চলতি মরশুমের আবিষ্কার সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ছয় উইকেট নিয়েছেন ঠিকই। বাস্তবে দলের কোনও লাভ হয়নি। গতকালই অধিনায়ক মনোজ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, 'বাংলা চাপে পড়ে গিয়েছে।' আজ মুম্বইয়ের ৪১২ রানের জবাবে ব্যাট করতে নামার পর বাংলার ব্যাটাররা তাঁদের অধিনায়কের মন্তব্যকেই বাস্তব করে দেখিয়েছেন। ভুল শট নির্বাচন, অযথা ঝুঁকি নিয়ে সিঙ্গলস নিতে গিয়ে রানআউট, আড়া খেলার বদভ্যাস-খারাপ ব্যাটিংয়ের যা যা উদাহরণ হতে পারে, বাংলা দলের ব্যাটিংয়ে সব রয়েছে। যদিও দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা স্বীকার করে নিয়েছেন, 'দল হিসেবে আমরা ভালো খেলতে পারিনি। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং-কিছুই ভালো হয়নি।'

বাস্তব হল, কোচ লক্ষ্মীরতনের 'খাড়ুস' মানসিকতার ঝলক তাঁর দলে দেখা যায়নি। ইডেনের বাইশ গজে জুজু ছিল না। আদর্শ ব্যাটিং উইকেটে তারুণ্যে ভরপুর বাংলা দলের এমন হতাশায় ভরা পারফরমেন্স আগামীর অশনিসংকেত। কারণ, টিম বাংলার রোগের কথা সবার জানা। কিন্তু সেই রোগের দাওয়াই যে কোনওভাবেই মিলছে না।

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ **বুড়ো ও ঊর্মিলা :** আজ তোমাদের ২৫তম শুভ বিবাহবার্ষিকীতে রইল আমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থাকিস ও সুস্থ থাকিস। ইতি- **বাবুন, বাপ্পা, বাপন, টুকুন।**

☺ Happy anniversary Mr. Shishir Modak & Mrs. Anita Modak. I wish both of you a thousand years of Happy married life. From your loving daughter Trina and your loving son Papai.

কোয়াদ্রাতের কাঠগড়ায় রেফারি

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : সাংবাদিক সম্মেলনে ঢোকার সময় ইস্টবেঙ্গলের হেডকোচ কার্লেস কোয়াদ্রাতের শরীরী ভাষাই বলে দিচ্ছিল যে তিনি কতটা বিধ্বস্ত। ডার্বির মতো সম্মানের লড়াই জেতার মুখ থেকে ড্র করলে কোন কোচেরই না মন খারাপ হবে।

ম্যাচের বয়স তখন ৮৭ মিনিট। ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে এগিয়ে। শনিবাসরীয় মহারণে আইএসএলে প্রথম ডার্বি জয় যেন দেখতে পাচ্ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা। কিন্তু তাদের আশায় জল ঢাললেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। এই অজি ফরোয়ার্ডের ম্যাচে সমতায় ফেরানো গোল কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না লাল-হলুদের হেডস্যর কোয়াদ্রাত। গোলের আগে নন্দকুমার শেখরকে অবৈধভাবে বাধা দিলেও রেফারি রাহুলকুমার গুপ্ত ফাউল দেননি বলে অভিযোগ কোয়াদ্রাতের।

তিনি স্পষ্টভাবে বলে গেলেন, 'সেই মুহূর্তে কী হয়েছিল, সকলেই টিভিতে দেখেছে। নিজেদের পেনাল্টি বক্সে আমার খেলোয়াড়ের পায়ে বল। নন্দকে কীভাবে ফেলে দেওয়া হল সবাই দেখেছে। এই নিয়ে কিছু বলার নেই।' নন্দকুমার যদি প্রথমেই বিপন্মুক্ত করতেন তাহলে হয়তো পরিস্থিতিটাই তৈরি হত না। কিন্তু কোয়াদ্রাত ফুটবলারদের পাশে দাঁড়িয়েই বলেছেন, 'ফুটবলারদের কোনও দোষ ছিল না। আমাদের বক্সে আমাদের ফুটবলারের পায়ে বল। পিছন থেকে অবৈধভাবে যে ওকে বাধা দেওয়া হয়েছিল সেটা সবাই দেখতে পেয়েছে। ৩ পয়েন্ট আমাদেরই পাওয়ার কথা ছিল। আশা করি আগামী ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে রেফারির ভুলের খেসারত দিতে হবে না।'

এদিকে ম্যাচ চলাকালীন শুভাশিস বসুর সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর চোট পান নাওরেম মহেশ সিং। তখনই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে জানা গিয়েছে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর রাতেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গোলের পর ক্লেইটন। -ডি মণ্ডল

কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে ঘিরে ডার্বি জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল মোহনবাগান গ্যালারি। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শনিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

পেনাল্টি না হলে জিততাম ডার্বি : হাবাস

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : দুইবার পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ডার্বি ম্যাচ ড্র রাখতে পেরেছে তাঁর ছেলেরা। কিন্তু রেফারিং নিয়ে বেজায় বিরক্ত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের স্প্যানিশ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের পেনাল্টি বৈধ ছিল না। ওই পেনাল্টি না হলে ম্যাচ আমরা জিততাম।' রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ দেখালেও দলের খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সে তিনি খুশি, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। মোহনবাগান কোচ বলেছেন, 'আমরা এদিন যথেষ্ট ভালো খেলেছি। বেশি ব্যবধানে জিততে পারতাম আমরা।' আনোয়ার আলি ও ব্রেন্ডান হামিলের চোট নিয়ে হাবাস জানিয়েছেন, রবিবার পরীক্ষার পর জানা যাবে ওদের চোট কতটা গুরুতর। এদিন দলে ছিলেন না মিডিও হুগো বৌমৌস। এই প্রসঙ্গে বাগান কোচকে জিজ্ঞেস করা হলে টিম ম্যানেজমেন্ট এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বারণ করে দেয়। পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে হুগোকে নিয়ে অস্বস্তিতে বাগান ম্যানেজমেন্ট।

কোচের মতো ১ পয়েন্টে খুশি নন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। এদিন তাঁর গোলেই ম্যাচে সমতা ফেরাতে পেরেছে বাগান। তিনিই হয়েছেন ম্যাচের সেরা। স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে তিনি সাংবাদিকদের বলে যান, 'ম্যাচ ড্র করায় মোটেই খুশি নই। এই ম্যাচ আমাদের জেতা উচিত ছিল।' পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেন, 'এদিনের পরিবেশ অসাধারণ ছিল। কিন্তু আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে পারিনি।' তবে রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

সৌরভের দাবি দেশে স্পোর্টিং উইকেটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ব্যাটারদের ক্ষতি হচ্ছে। দেশের মাটিতে খেলার সময় এমন পিচ বানানো হচ্ছে, যা ভারতীয় ব্যাটারদের মান কমিয়ে দিচ্ছে। দেশের মাটিতে ঘূর্ণি উইকেট না তৈরি করে স্পোর্টিং বাইশ গজ বানানো উচিত।

বোর্ডকে বাউন্সার

বক্তার নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভাইজাগে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের মাঝেই আজ আচমকা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের 'বাউন্সার' দিয়েছেন মহারাজ। সোশ্যাল দুনিয়ায় তিনি তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়ে নিজের মনোভাব স্পষ্ট করছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর মন্তব্য বিসিসিআইকে ট্যাগও করেছেন। সৌরভ লিখেছেন, 'জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমারদের ঘরের মাঠে বল করতে দেখলে মনে হয় কেন আমরা ঘরের মাটিতে স্পিন সহায়ক পিচ বানাব? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, স্পোর্টিং পিচ বানানো উচিত। যত ম্যাচ দেখি, ততই আমার ভাবনা দৃঢ় হয়। আমাদের পেসাররা যেকোনও পিচে বিপক্ষের ২০ উইকেট তুলতে পারে। সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলদের মতো স্পিনার রয়েছে আমাদের। এমন পিচের জন্যই গত ছয়-সাত বছর ধরে দেশের মাটিতে আমাদের ব্যাটারদের মান কমে যাচ্ছে। বিশ্বাস করি, ভাল পিচ হলে ভারতীয় দল দুনিয়ার যেকোনও প্রান্তে পাঁচ দিনের মধ্যে ম্যাচ জিতে নেবে।' মহারাজকীয় মন্তব্য নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটে নয়া বিতর্কের জন্ম দিয়েছে আজ। সৌরভ নিজে যখন অধিনায়ক ছিলেন বা পরবর্তী সময়ে তিনি যখন বিসিসিআই সভাপতিও হয়েছিলেন, সেই সময় তিনি কেন ঘরের মাটিতে স্পোর্টিং পিচ তৈরির কথা ভাবেননি, সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।

> “ বুমরাহ, সামি, সিরাজ, মুকেশদের ঘরের মাঠে বল করতে দেখলে মনে হয় কেন আমরা ঘরের মাটিতে স্পিন সহায়ক পিচ বানাব? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, স্পোর্টিং পিচ বানানো উচিত। যত ম্যাচ দেখি, ততই আমার ভাবনা দৃঢ় হয়। আমাদের পেসাররা যে কোনও পিচে বিপক্ষের ২০ উইকেট তুলতে পারে।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

লম্বা বিশ্রাম পেয়ে চনমনে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ১ মাস ১১ দিনের লম্বা বিরতির পর আই লিগের দ্বিতীয় পর্বের অভিযান শুরু করতে চলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে তাদের প্রতিপক্ষ রিয়াল কাশ্মীর এফসি। প্রথম পর্বে অপরাজেয় ছিল আন্দ্রেই চেরনিশভের দল।

১১ ম্যাচে ৮টি জয় ও ৩টি ড্রয়ের সঙ্গে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় শীর্ষে সাদা-কালো ব্রিগেড। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৭ পয়েন্ট পিছনে দ্বিতীয় স্থানে কাশ্মীরি দলটি। দীর্ঘ বিরতির ফলে অনেক সময় দলের ছন্দপতনের সম্ভাবনা থাকে। তবে কোচ চেরনিশভ মনে করছেন, দলের ফুটবলারদের এই বিরতির প্রয়োজন ছিল। তাঁর কথায়, 'কলকাতা লিগ, ডুরান্ড কাপের পর আই লিগ। টানা ম্যাচ খেলার ধকল থেকে কিছুদিনের বিরতি প্রয়োজন ছিল। সকলেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তরতাজা হয়ে ফিরেছে। দ্বিতীয় পর্ব শুরুর আগে পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতি হয়েছে। আমরা ম্যাচের জন্য তৈরি।'

অনিশ্চিত অ্যালেক্সিস

চোটের জন্য অধিনায়ক সামাদ আলি মল্লিক, মিডিও অভিজিৎ সরকারকে রিয়াল কাশ্মীরের বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি ফিটনেস সমস্যার জন্য আক্রমণভাগের অন্যতম ভরসা অ্যালেক্সিস গোমেজ ও বেনেস্টোন ব্যারেটোরও খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এদিন মহমেডান তাঁবুতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁকে ক্লাবের তরফ থেকে আজীবন সদস্যপদ তুলে দেওয়া হয়।

শেষবেলায় বাজিমাত সমর্থকদের

ম্যাচ দেখতে স্কটল্যান্ড থেকে হাজির দর্শক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ম্যাচের দিনও বদলাল না চিত্রটা। কলকাতা ডার্বি মানেই টিকিটের জন্য হাহাকার। প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা। হয়েছে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতিও। ম্যাচ শেষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনেই মার খেয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকরা। স্টেডিয়াম সংলগ্ন কাদাপাড়ায় প্রহৃত হন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা।

আইএসএলের প্রথম ডার্বি ঘিরে উন্মাদনা যেন তুলনামূলকভাবে কম ছিল। শনিবার বিকেলে সেই অর্থে চোখে পড়েনি সমর্থকদেরও। অবশ্য এবার টিকিটের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ার জন্য টিকিটের চাহিদা সেই তুলনায় চোখে পড়েনি। গত কয়েকদিন ধরে টিকিট কাউন্টারে সেই অর্থে ভিড় ছিল না।

শনিবার বিকেলের পর থেকে চিত্রটা কিছুটা বদলাতে শুরু করে। ১,২,৩ নম্বর গেটে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকদের মোটামুটি ভিড় ছিল। উত্তর কলকাতা থেকে আগত এক বর্ষীয়ান সমর্থককে দেখা গেল নাতির সঙ্গে খেলা দেখতে এসেছেন। ৩ নম্বর গেটের সামনে ইতিউতি ঘুরছিলেন তিন বিদেশি। তাঁরা এসেছেন স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ থেকে। তারা স্থানীয় দল হাইব্রেনিয়ানের সমর্থক। একদা এই ক্লাবের হয়ে মাঠ কাঁপিয়েছেন বাগানের তারকা বিশ্বকাপার জেসন কামিংস। সেই কামিংসের টানেই ভারতের সবথেকে হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে এসেছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে একজন জানালেন স্কটল্যান্ডের থেকে ভারতের ফুটবল পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতের সমর্থকরা অনেক বেশি আগ্রাসী। একই চিত্র ছিল ইস্টবেঙ্গল গেটের সামনেও। গেটের সামনে ক্রমাগত ইস্টবেঙ্গলের হয়ে স্লোগান তুলছিলেন তাঁরা। তবে মোহনবাগানের তুলনায় ইস্টবেঙ্গলের ভিড় ছিল কম। স্টেডিয়ামের সামনে কয়েকজন জার্সি বিক্রেতা জার্সি বিক্রি করছিলেন। জানা গেল, এবারের ডার্বিতে অন্য ডার্বির তুলনায় বিক্রি এবার কম হয়েছে। অনেক সমর্থককে দেখা গেল ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খেলা দেখতে এসেছেন। হালকা বাগবিতণ্ডা ছাড়া দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সেই অর্থে বড় কোনও ঝামেলার খবর পাওয়া যায়নি। তবে উলটোডাঙ্গাতে মোহনবাগান সমর্থকরা কিছু ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ওপর চড়াও হয় বলেই অভিযোগ। তাছাড়া স্টেডিয়ামের বাইরে ম্যাচ শুরুর আগে বড় কোনও গণ্ডগোলের খবর পাওয়া যায়নি।

> **নজরে ডার্বি**
>
> ■ ম্যাচ শেষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনেই মার খেয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকরা।
>
> ■ স্টেডিয়াম সংলগ্ন কাদাপাড়ায় প্রহৃত হন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা।

তবে মাঠের ভিতরের চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। মোহনবাগান গ্যালারি ভরলেও তুলনায় ফাঁকা ছিল ইস্টবেঙ্গল গ্যালারি। দুই দলের সমর্থকরাই কিন্তু ম্যাচ জমিয়ে দিয়েছেন। ম্যাচের শুরুর আগে দলের প্রধান বিনিয়োগকারী সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টিফো নামায় মোহনবাগান সমর্থকরা। কিন্তু বাগান সমর্থকদের মুখের হাসি বেশিক্ষণ থাকেনি। ৩ মিনিটেই অজয় ছেত্রীর গোলের সময় গর্জে উঠে ইস্টবেঙ্গল গ্যালারি। আসলে সদ্য সুপারকাপ জিতেছে লাল-হলুদ। পাশাপাশি সুপার কাপের গ্রুপ পর্বের ডার্বিতেও জিতেছে তারা। তাই তাদের উচ্ছ্বাস ছিল বেশি। শুরুতেই গোল খাওয়ায় শান্ত হয়ে যায় মোহনবাগান গ্যালারি। ১৮ মিনিটে আর্মান্দো সাদিকুর গোলের সময় পালটা গর্জন করেন মোহনবাগান সমর্থকরা। এরপর ম্যাচ যত গড়িয়েছে পাল্লা দিয়ে উত্তেজনাও বেড়েছে। দুই পক্ষের গ্যালারি থেকেই আতশবাজির শব্দ শোনা গেল। কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও যেভাবে সমর্থকরা আতশবাজি গ্যালারিতে ফাটালেন তাতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। বিশেষ করে ক্লেইটনের গোলের সময় একনাগাড়ে আতশবাজি ফাটালেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। দলের সঙ্গে সমানতালে গ্যালারি থেকে ম্যাচে উত্তেজনার রসদ জুগিয়েছেন তাঁরাই।

সমান সমান ইস্ট-মোহন

প্রথম পাতার পর

সেই জায়গা থেকে যে এত দ্রুত দলকে বার করে আনতে পারেননি হাবাস, সেটা বুঝতে লাগল মাত্র ৩ মিনিট। এখনও পুরোপুরি ফিট নন আনোয়ার আলি। বাঁদিক থেকে নাওরেম মহেশ সিংয়ের ক্রস তুলতে যেমন অসুবিধে হয়নি তেমনি ব্রেন্ডান হামিলের সামনে থেকে গোল করতেও সমস্যা হয়নি অজয় ছেত্রীর। আইএসএলে প্রথম একাদশে সুযোগ পেতেই প্রতিদান দিলেন। এরপরেই হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরে ১৩ মিনিটের মধ্যে বসে গেলেন আনোয়ার।

এদিন ডার্বির তুলনায় সত্যিই শুরুতে দর্শকসংখ্যা কম বলে মনে হলেও ৫৭,৮৮৩ জন ম্যাচ দেখলেন বলে জানানো হয়। দ্রুতগতির ম্যাচে গোলশোধও হল অতি দ্রুত। ১৭ মিনিটে হামিলের উঁচু করে তোলা বল ধরে চুংনুঙ্গাকে শরীর দিয়ে আড়াল করে হাফটার্নে সাইডভলিতে গোল আর্মান্দো সাদিকুর। ৪০ মিনিটেই ২-১ হয়ে যায় সাদিকু ফাঁকায় পেয়েও উপর দিয়ে না মারলে। এই সময়টা নাওরেম মহেশ সিং ও নন্দকুমার শেখর উইং প্লে-র বদলে ভিতরে ঢুকে খেলতে থাকেন। ফলে বল না পাওয়ায় ক্লেইটন সিলভাকেও বিবর্ণ লেগেছে। মাঝমাঠে সমস্যা বাড়ে মোহনবাগানের গোলের এক মিনিটের মধ্যে সাউল ক্রেসপোর চোট লেগে যাওয়ায়। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এগিয়ে যাওয়াটা মানসিকভাবে এগিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গলকে। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি মাথায় চোট পেয়ে হাসপাতালে গেলেন মহেশ।

ক্লেইটনের পেনাল্টি নিয়ে বিতর্ক আছে। দীপক টাংরি হেড করতে গিয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়ে গেলেও মহেশ বক্সের মধ্যে বলটা ধরার সময়ে উলটোমুখে ছিলেন। এত হাইভোল্টেজ ম্যাচে অনেক সময়েই রেফারিরা এই ধরনের সফট পেনাল্টি এড়িয়ে যান। কিন্তু রাহুলকুমার গুপ্তা দিলেন। জন্মদিনে কৃতজ্ঞচিত্তে আইএসএলের ৬ নম্বর গোলটা করেন ক্লেইটন।

আইএসএলে টানা তিন হারের পর ডার্বি জিততে না পারলেও পয়েন্টপ্রাপ্তি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। ২০ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান লিগ টেবিলে পাঁচ নম্বরেই থাকল। একইভাবে ইস্টবেঙ্গলও আট থেকে সাতে উঠল ১২ পয়েন্ট নিয়ে।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : বিশাল, আনোয়ার (আমনদীপ), ইউসতে, হামিল (গ্লেন), শুভাশিস, কিয়ান (মনবীর), থাপা (কামিংস), টাংরি (সুমিত), সাহাল, পেত্রাতোস ও সাদিকু।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, রাকিপ, নুঙ্গা, হিজাজি, নীশু (মন্দার), মহেশ (ভন্সপাল), ক্রেসপো (সায়ন (বিষ্ণু), পারদো, নন্দা, অজয় (সুহের) ও ক্লেইটন।

অভিযোগ সুবর্ণার

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্যারা অ্যাথলিট সুবর্ণা রাজ এক বিমানকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন। শনিবার নয়াদিল্লি থেকে চেন্নাইগামী বিমান ধরতে গিয়ে তিনি বিপাকে পড়েন। তাঁর অভিযোগ, 'বিমানে ঢোকার মুখে আমার হুইলচেয়ারের জন্য বিমানকর্মীদের কাছে বারবার আবেদন করি। বিমানকর্মীরা দেবে বললেও হুইলচেয়ার আসেনি। কিছুক্ষণ পর থেকে ওরা না শোনার ভান করতে থাকে। বিমানের দরজার সামনে হুইলচেয়ার দেওয়ার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও আমি কেন সেই সুবিধা পেলাম না?' সুবর্ণা আরও বলেছেন, 'হট্টগোলের মধ্যে আমার হুইলচেয়ারের ক্ষতি হয়েছে। এই নিয়ে আমি ক্ষতিপূরণ চেয়ে বিমান সংস্থাকে চিঠি দিয়েছি।'

রক্তপাত ছাড়াই পাইলস থেকে মুক্তি পেল চালসার সুব্রত

চালসার কাছে বাড়ি সুব্রতর। কাজ করে লাটাগুড়িতে এক অফিসে। পাইলসের মারাত্মক ব্যথায় কদিন বাড়ি থেকে বেরোতেই পারা যাচ্ছে না। বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লেই টেনশন হচ্ছে। মলত্যাগ করার সময় রক্ত বেরোচ্ছে। মলদ্বারে মারাত্মক জ্বালা হচ্ছে। সঙ্গে যন্ত্রণাও। ছটফট করছে তখন। এভাবে তো বেশিদিন থাকা যায় না। বাড়িতেও ডাক্তারের কাছে যেতে বলছে সুব্রতকে। কিন্তু স্থানীয় ডাক্তারদের উপর একেবারেই ভরসা নেই ওর। আশপাশে অনেকেরই হিতে বিপরীত হয়েছে সময় নষ্ট করে। সেগুলোই মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে ওর। এমন সময়ই বন্ধু রাজীবের মুখে দক্ষিণ কলকাতার বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের ব্যাপারে জানল সুব্রত। রাজীবেরও পাইলস হয়েছিল। কিন্তু নিউ আলিপুরের এই হাসপাতালে দেখিয়েই সুস্থ হয়েছে সে। বন্ধুর মুখে পাইলসের চিকিৎসায় এই হাসপাতালের উন্নততম পরিকাঠামোর কথা শুনে স্বস্তি পেল সুব্রত। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টও নিল। কলকাতা আসার জন্য তৎকালে টিকিটও কাটল।

হাসপাতালে ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন যে পরিস্থিতি জটিল। দীর্ঘদিন এই অবস্থায় থাকলে তা ক্যান্সারেও পরিণত হতে পারে। অপারেশন করে নেওয়াই উচিত। বি. পি. পোদ্দার হাসপাতালে পাইলসের চিকিৎসায় লেজার ব্যবহারে গোটা প্রক্রিয়াটাই এখন সহজ হয়ে উঠেছে। লেজারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। রক্তপাতের প্রশ্ন নেই। সংক্রমণের সম্ভাবনাও থাকে না। লেজারের মাধ্যমে পাইলসের চিকিৎসার কয়েক ঘণ্টা পরেই ছেড়ে দেওয়া হয় রোগীকে। স্বাভাবিক জীবন শুরু করা যায় পরের দিন থেকেই। তাছাড়া লেজারের মাধ্যমে পাইলসের চিকিৎসা করলে পরবর্তীকালে তা ফিরে আসার আশঙ্কা কার্যত থাকে না।

সুব্রত আর দেরি করল না। সঙ্গে সঙ্গে বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে লেজারের মাধ্যমে পাইলসের চিকিৎসা করাল। এখন সে পুরোপুরি সুস্থ। আগের মতোই লাটাগুড়ি আসা-যাওয়া করছে প্রতিদিন।

(WBHS, WBSEDCL, WBPDCL, WBSETCL ও সমস্ত TPA-এর মাধ্যমে চিকিৎসা হয়)

বি.পি. পোদ্দার হাসপাতাল
91473 17770 ADVT

চালকের আসনে ভারত

ইসলামাবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি : ৬০ বছর পর পাকিস্তানের মাটিতে ডেভিস কাপ খেলতে নেমেই দাপট ভারতের। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন পুরুষদের দুটি সিঙ্গলস ম্যাচই জিতল ভারতের টেনিস খেলোয়াড়রা। ইসলামাবাদ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে প্রথম ম্যাচে আইসাম-উল-হক কুরেশির বিরুদ্ধে ৬-৭ (৩/৭), ৭-৬ (৭/৪), ৬-০ গেমে জেতেন রামকুমার রমানাথন। অন্য ম্যাচে ভারতের শ্রীরাম বালাজি ৭-৫, ৬-৩ গেমে হারান আকিল খানকে।

শেষবার ১৯৬৪ সালে ডেভিস কাপ খেলতে পাকিস্তানে গিয়েছিল ভারতীয় দল। শেষবার ২০১৯ সালে কাজাখস্তানে দ্বৈরথটি হয়েছিল। এবার আবেদন করেও নিরপেক্ষ জায়গায় প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করা সম্ভব না হওয়ায় বাধ্য হয়েই ভারতকে পাকিস্তানে খেলতে যেতে হয়। রবিবার ডাবলসের ম্যাচগুলি আয়োজিত হবে।

DAVIS CUP

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা আব্দুল হক সর্দার - কে 29.11.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88B 00007 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "স্বল্প কিছু টাকা খরচ করে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতা খুবই আকর্ষণীয় এবং অনেক আনন্দের। এই চমৎকার সুযোগের জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাকে সাহায্য করবে আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে। আমি ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

ড্র টটেনহ্যামের

লন্ডন, ৩ ফেব্রুয়ারি : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার এভার্টনের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে আটকে গেল টটেনহ্যাম হটস্পার। অ্যাওয়ে ম্যাচে ৪ মিনিটে স্পার্সদের এগিয়ে দেন রিচার্লিসন। ৩০ মিনিটে সমতা ফেরান জ্যাক হ্যারিসন। এরপর ৪১ মিনিটে রিচার্লিসনের দ্বিতীয় গোল। দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে জ্যারাড ব্রাস্থওয়েটের গোলে ম্যাচ ড্র রাখে এভার্টন।

তাসকিনের ভাবনা

ঢাকা, ৩ ফেব্রুয়ারি : টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন বাংলাদেশের ২৮ বছরের পেসার তাসকিন আহমেদ। যার জন্য তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে অনুরোধ করেছেন যাতে আগামী টেস্ট সিরিজের জন্য তাঁকে বিবেচনা না করা হয়। মূলত চোট-আঘাত এড়াতেই তাসকিনের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in